কেয়াছোল মোজতাহেদিন

বা

কেয়াছের অকাট্ট দলীল

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ
শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে
জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর, শাহ সুফী আলহাজ্জ হজরত মাওলানা

মোহাম্মাদ আবুবকর সিদ্দিকী
(রহঃ)
কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা,
বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খ্যাতনামা পীর,
মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত

আল্লামা মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)
কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র
পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
(দ্বিতীয় মূদ্রণ সন ১৪১১ সাল)

মূল্য - পঞ্চাশ টাকা

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

কেয়াছোলমোজতাহেদীন বা কেয়াছের অকাট্য দলীল

মোছাল্লামের টীকায় ৫২২ পৃষ্ঠায় কেয়াছের এইরূপ অর্থ লিখিত আছে ঃ—

وَهُوَ مُسَاوَاتُ الْمَسْكُوْتِ لِلْمَنْصُوْصِ فِيْ عِلَّةِ الْحُكْمِ

উহার সার মর্ম্ম এই,—"কোরা-আন ও হাদিছে যে কোন মসলার ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত না থাকে,তত্তুল্য কোর-আণ ও হাদিছ উল্লিখিত অন্য কোন মসলার ব্যবস্থা উক্ত মসলার পক্ষে বিধান করাকে কেয়াছ নামে আখ্যাত করা হয়"।

পাঠক, এমামোল হারামায়েন বলিয়াছেন— বিচক্ষন বিদ্বানগণ বলিয়াছেন,শরিয়াতের মসলা সমুহের কেবল এক অংশ কোর-আণ ও

হাদিছে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, আর অবশিষ্ট নয়াংশ মসলা কেয়াস দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ওছুলে ফেকাতে বর্ণিত হইয়াছে--

اَلْقِيَاسُ مُظْهِرٌ لَا مُثْبِتٌ প্রত্যেক মসলায় খোদা ও রসুলের হুকুম আছে, কিন্তু কতকগুলি হুকুম স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে, আর কতকগুলি অস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে, কেয়াস দ্বারা অস্পষ্ট হুকুমগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, অথএব এমামগণ কেয়াস করিয়া নিজেরা কোন হুকুম করেন নাই, বরং খোদা ও রছুলের অস্পষ্ট হুকুম গুলি প্রকাশ করিয়াছেন"। ধান্য, পাট , কলাই ও লৌহা ইত্যাদির এক মোন কর্য্য দিয়া দুই মোন গ্রহণ করা হালাল কি হারাম, ইহা স্পষ্ট ভাবে কোরা-আণ শরিফ ও হাদিছ শরিফে বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু গম , যব ও খোরমা কোম কর্য্য দিয়া বেশি গ্রহণ করা সুদ ও হারাম, ইহা হাদিছ শরিফে বর্ণিত হইয়াছে; কাজেই এমামগণ গম, যব ও খোরমার দৃষ্টান্তে ধান্য, পাট ইত্যাদি কোম কর্য্য দিয়া বেশি গ্রহণ করাকেও সুদ এবং হারাম স্থীর করিয়াছেন। মূল কথা এই যে, খোদা ও রছুলের হুকুমে ধান্য, পাট ইত্যাদির সুদ হারাম, কিন্তু এই হুকুম অস্পষ্ট ভাবে ছিল, এমামগণ অন্য মসলার নজির ধরিয়া উক্ত অস্পষ্ট হুকুম প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কাফনের ব্যবস্থা হাদিছ শরিফে বর্ণিত আছে; কিন্তু নপুংসকের (হিজড়ার) কাফনের ব্যবস্থা কোর-আণ ও হাদিছ শরিফে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত নাই। হাদিছ শরিফে নৌকা, উট ও ঘোড়ার উপর নামাজ পড়িবার ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে, কিন্তু রেল গাড়ির উপর নমাজের ব্যবস্থা উক্ত দলীলে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয় নাই। হাদিছ শরিফে স্বর্ণ , রৌপের সুদ স্পষ্ট ভাবে হারাম হইয়াছে, কিন্তু নোটের ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে উক্ত দুই দলীলে বর্ণিত হয় নাই। দশ টাকার নোটের কাগজের পরিবর্ত্তে বিশ টাকার নোটের কাগজ লইলে সুদ হইবে কি না? যাহার হাত ও পায়ের ওজুর স্থান কাটিয়া গিয়াছে এবং মুখে ক্ষত (জখম) আছে তিনি কি করিবেন? যাহার তিন খণ্ড হাত হইয়াছে তিনি ওজুতে কয় খণ্ড হাত

ধুইবেন? যে স্থানে মগরেবের সময় অতীত হইলেই, ফজরের সময় উপস্থিত হয়, —অর্থাৎ আকাশের পশ্চিম দিকের রক্ত বর্ণ ভাব দূরীভিত হওয়া মাত্র ছোবেহ ছাদেকের চিহ্ন প্রকাশ পায়, তথায় এশার নামাজ কিরূপে কোন সময় পড়িতে হইবে? গোবিষ্ঠা ও মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত পাত্রের পানি দ্বারা পিপাসা নিবৃত ও ওজু করা যায়েজ কি না; বদ্ধ পানিতে মল ত্যাগ করা যাবে কি না? বিনা ওজুতে ইঞ্জিল ও তওরাত পাঠ বা স্পর্শ করা জায়েজ কি না? যদি কেহ বলে আমি আমার স্ত্রীকে কলিকাতা হইতে আফগানিস্থান পর্যন্ত তালাক দিলাম, তবে ইহাতে কয় তালাক হইবে? ছাগী ও কুকুরের সঙ্গমে একটি শাবকের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার মস্তক কুকুরের তুল্য এবং অন্যান্য অবয়ব ছাগের তুল্য হইয়াছে, উক্ত শাবকটি হালাল হইবে কি না? শূকর, কুকুর, বানর ও ভল্লুকের মল মূত্র পাক কি না? হাদিছের সত্যাসত্য তদন্ত করিতে হাদিছ প্রকাশকদের (রাবিদের) ধরাবাহিক নাম ও অবস্থা জানা আবশ্যক কি না? কোন 'তাবিয়ি' আলেম কোন ছাহাবার মুখে শুনিয়া যে হাদিছটি প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু রাবিদের নাম প্রকাশ করিতে মধ্যবর্ত্তি ছাহাবার নাম উল্লেখ করেন নাই, এইরূপ হাদিছকে মোরছাল বলা হয়, এই প্রকার হাদিছ ছহিহ হইবে কি না? বিনা ইছনাদের মোয়াল্লাক হাদিছ বা কোন অপরিচিত লোকের বর্ণিত হাদিছ ছহিহ্ হইবে কি না? স্মৃতি বর্জ্জিত বা বেদয়াতি ব্যাক্তির বর্ণিত হাদিছ ছহিহ্ হইবে কি না?

পাঠক, এইরূপ লক্ষাধিক মসলার ব্যবস্থা কোরআণ শরীফও হাদিছ শরিফে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয় নাই; এমামগণ উক্ত মসলা সমূহের ব্যবস্থাগুলি উক্ত দুই দলীলের অস্পষ্টাংশ হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর সময় হইতে একাল পর্যন্ত সমস্ত ছুন্নি সম্প্রদায় কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই কেয়াছ দুই প্রকারের,— যে কেয়াছের প্রতি এমামগনের একমত হইয়া থাকে, উহাকে 'এজমা' বলা হয়। আর যে কেয়াছে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত হইয়াছে, উহাকে 'কেয়াছ' বলা হয়। কেয়াছের শরিয়ত গ্রাহ্য হইবার বহু দলীল আছে, এ স্থলে উহার কতকগুলি প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

১ম দলীল, কোর আন শরীফ, সুরা মায়েদা ঃ— اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

খোদা তায়ালা বলিয়াছেন, "অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম্ম)কে কামেল (সম্পূর্ণ) করিলাম"।

তফছীর বয়জবী, ২২৫ পৃঃ–

بِالنَّصرِ وَالْاِظْهَارِ عَلٰى الأدْيَانِ كُلِّهَا أَوْ بِالتَّنْصِيْصِ عَلٰى قَوَاعِدِ الْعَقَائِدِ وَالتَّوْقِيْفِ عَلٰى اُصُوْلِ الشَّرَائِعِ وَقَوانِيْنِ الْاِجْتِهَادِ

উক্ত আয়তের মূল মর্ম্ম এই যে, "খোদা তায়ালা মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়া ও তাহাদের ধর্ম্মকে অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া ইসলাম ধর্ম্মকে পূর্ণ (কামেল) করিয়াছেন,কিম্বা ইসলামি আকায়েদের প্রনালিগুলি প্রকাশ করিয়া এবং শরিয়তের মূল বিষয়গুলি ও কেয়াছ করিবার নিয়মগুলি ব্যক্ত করিয়া ইসলাম ধর্ম্ম পূর্ণ করিয়াছেন"। মুসলমানগণ যে সমস্ত বিসয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে বাধ্য , উক্ত বিষয়গুলিকে আকায়েদ বলা হয়।

তফছির কবির,তৃতীয় খণ্ড

اَنَّ الْمُرَادَ بِاكْمَالِ الدِّيْنِ اَنَّهُ تَعَالٰى بَيَّنَ حُكْمَ جَمِيْعِ الْوَقَائِعِ بَعْضَهَا بِالنَّصِّ وَبَعْضَهَا بِاَنَّ بَيَّنَ طَرِيْقَ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ فِيْهَا عَلَى سَبِيْلِ الْقِيَاسِ فَإنَّهُ تَعَالٰى لَمَّا جَعَلَ الْوَقَائِعَ قِسْمَيْنِ اَحَدُهُمَا الَّتِي نَصَّ عَلَى اَحكَامِهَا وَالْقِسْمُ الثَّانِي أَنْوَاعٌ يُمْكِنُ اِسْتِنْبَاطُ الْحُكْمِ فِيْهَا بِوَاسِطَةِ قِيَاسِهَا عَلَى الْقِسْمِ الأوَّلِ ثُمَّ أنَّهُ تَعَالٰى لَمَّا اَمَرَ بِالْقِيَاسِ وَتَعَبَّدَ الْمُكَلَّفِيْنَ بِهِ كَانَ ذٰلِكَ فِي الْحَقِيْقَةِ بَيَانًا لِكُلِّ الأحْكَامِ وَاِذَا كَانَ كَذٰلِكَ اِكْمَالاً لِلدِّيْنِ

ইসলাম ধর্ম্ম পূর্ণ হইবার মর্ম্ম এই যে, খোদাতায়ালা সমস্ত মসলার ব্যবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, উহার কতক ব্যবস্থা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, আর কতক ব্যবস্থা জানিবার জন্য কেয়াছ করিবার নিয়ম বর্ণনা করিয়াছেন, কেননা খোদাতায়ালা সমস্ত মসলাকেদুই অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, একাংশের ব্যবস্থা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন, আর দ্বিতীয় অংশের ব্যবস্থা প্রথমাংশের উপর কেয়াছ করিলে, জানিতে পারা যায়, তৎপরে যখন খোদাতায়ালা কেয়াছ করিতে ও মুসলমানদিগকে কেয়াছি ব্যবস্থা মান্য করিতে হুকুম করিয়াছেন, তখন ইহাতে প্রকিত পক্ষে সমস্ত মসলার ব্যবস্থা প্রকাশ করা হইল, সেই হেতু ইসলাম ধর্ম কামেল হইল।"

মূল কথা এই যে, উপরুক্ত আয়েতে প্রমাণিত হইল যে, কেয়াছি মসলাগুলি কোর-আণ ও শরিয়তের একাংশ এবং উহা অমান্য করিলে সম্পুর্ন ইসলাম ধর্ম স্বীকার করা হইবে না।

দ্বিতীয় দলীল কোর-আণ, সুরা ইউছোফ ঃ—

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئٍ

"(কোর- আন) প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনাকারি"।

তফছির মাদারেক, ১ম খণ্ড, ৪২৭ পৃঃ--

(وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئٍ) يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّيْنِ لِاَنَّهُ اَلْقَانُوْنُ
الَّذِىْ تُسْتَنَدُ اِلَيْهِ السُّنَّةُ وَالاِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ

"উপরোক্ত আয়াতের মর্ম্ম এই যে, ইসলাম ধর্ম্মের যে সকল বিষয়ের আবশ্যক হয় , উহার বিস্তারিত বিবরণ কোর- আন শরিফে আছে, কেননা উক্ত পবিত্র গ্রন্থ হাদিছ , এজমাও কেয়াছের মূল; নিম্নোক্ত তিন দলীল হইতে যে সকল মসলা প্রমানিত হইয়াছে , উহাও প্রকৃত পক্ষে কোর-আন হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে "।

তফছির আবু ছউদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠাঃ-

(وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَئٍى) مِمَّا يُحْتَاجُ اِلَيْهِ فِى الدِّيْنِ اِذْ مَا مِنْ اَمْرٍ دِيْنِىٍّ اِلاَّ وَهُوَ يَستَنِدُ اِلَى الْقُرْآنِ بِالذَّاتِ اَوْ بِوَسِطٍ

"ইসলাম ধৰ্ম্মে যে কোন বিষয়ের আবশ্যক হয়, তাহার বিবরণ কোর-আণ শরিফে আছে, কেননা ধৰ্ম্ম সংক্রান্ত কতক বিষয়ের দলীল স্পষ্ট ভাবে কোর-আণ শরীফে বৰ্ত্তমান আছে, আর কতক বিষয়ের দলীল অস্পষ্ট ভাবে আছে—যাহা হাদিছ, এজমা ও কেয়াছ দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছে।" মূল কথা এই যে, কেয়াছি মসলাগুলিও কোরাণের একাংশ; উহাকে কোর-আণের অস্পষ্ঠাংশ বলিয়া স্বিকার না করিলে, উক্ত আয়াতের অর্থ ব্যর্থ হইয়া যায়।

৩য় দলীল, কোর-আন, ছুরা নহল; —

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَئٍى

"আর আমি তোমার উপর কোর-আন নাজিল করিয়াছি, (উহা) প্রত্যেক বিষয়ের বর্ণনা কারি"।

তফছির বয়জবি, ৪৫৩ পৃঃ—

تِبْيَانًا بَيِّنًا بَلِيغًا لِكُلِّ شَئٍى مِنْ اَمْرِ الدِّيْنِ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالاِجْمَالِ بِالاِحَالَةِ اَلَى السُّنَّتِ وَالْقِيَاسِ

"কোর-আন শরীফে ধৰ্ম্মসংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের সম্যক বিবরণ আছে; কতকগুলি স্পষ্টভাবে, আর কতকগুলি অস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে, অস্পষ্টগুলি হাদিছ ও কেয়াছের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।"

তফছির মাদারেক, ১ম খণ্ড, ৪৭০-৪৭১ পৃষ্ঠাঃ-

(تبيانا) بليغا (لكل شئى) من امور الدين اما الاحكام المنصوصة فظاهر وكذا فيما تثبت بالسنة او بالاجماع او بقول الصحابة او بالقياس لان مرجع الكل فى الكتاب حيث امرنا فيه باتباع رسوله عليه السلام وطاعته بقوله اطيعوا الله وطيعوا الرسول وحيثنا على الاجماع فيه بقوله ويتبع غير سبيل المئومنين وقد رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته باتباع اصحابه بقولى اصهابى كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم وقد اجتهدوا وقاسوا و وطئوا طرق الاجتهاد والقياس مع انه به بقوله فعتبروا يا اولى الابصار فكانت السنةوالاجماع وقول اصحابى والقياس مستندة الى تبيان الكتاب فتبين انه كان تبيانا لكل شئى

উক্ত তফছিরের সার মর্ম্ম এই যে, ধর্ম্ম সংক্রান্ত প্রত্যেক বিষয়ের সম্যক বিবরণ কোর-আণ শরিফে আছে,- যে সমস্ত আহকাম কোর-আন শরিফে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত আছে,--তৎসমস্তের কোর-আণ হইতে প্রমাণিত হওয়া কাহারও অবিদিত নহে। আর যে সমস্ত আহকাম হাদিছ, এজমা, ছাহাবাদের কথা বা কেয়াছ হইতে প্রমাণিত হইয়াছে , উহার বিবরণ কোর-আণ শরিফে আছে, কেননা উক্ত বিষয়গুলির মূল কোরাণ শরিফ। খোদাতায়ালা কোরাণ শরিফে হাদিছ, এজমা ও কেয়াছের পয়রবি করিতে

হুকুম করিয়াছেন। জনাব হুজরত নবি করিম(ছাঃ) ছাহাবাগনের পয়রবি করিতে উম্মতদের উপর সন্তুষ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সেই ছাহাবাগণ কেয়াস করিয়াছিলেন বা কেয়াছি মসলা অবলম্বন করিয়া ছিলেন। এক্ষেত্রে হাদিছ, এজমা , ছাহাবাদের মত ও কেয়াছ কোর-আন শরিফের ব্যাখ্যা স্বরূপ হইল, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, যাবতিয় শরিয়তের মসলার বিবরণ কোর-আণ শরিফে আছে।

৪র্থ দলীল, কোর-আন ছুরা নেছা;–

وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلَى اُوْلِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لِعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ

" যদি তাহার উক্ত বিষয়ে পয়গম্বর ও আদেশ দাতা লোকদের নিকট উপস্থিত করিতেন, তবে অবশ্য তাদের মধ্যে তত্ত্বাবধায়কগণ (অনুমান শক্তিধারিগণ) উহা অবগত হইতেন"।

তফছির কবির, ৩য় খণ্ড, ২৮০ পৃষ্ঠাঃ--

فَنَقُوْلُ الْاٰيَةِ دَالَّةٌ عَلٰى اُمُوْرٍ (اَحَدُهَا) اَنَّ فِى اَحْكَامِ الْحَوَادِثِ مَا لَا يَعْرِفُ بِالنَّصِّ بَلْ بِالْاِسْتِنْبَاطِ (وَثَانِيْهَا) اَنَّ الْاِسْتِنْبَاطَ حُجَّةٌ (وَثَالِثُهَا) اَنَّ الْعَاصِى يَجِبُ عَلَيْهِ تَقْلِيْدُ الْعُلَمَاءِ فِى اَحْكَامِ الْحَوَادِثِ (وَرَابِعُهَا) اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مُتَكَلِّفًا بِاِسْتِنْبَاطِ الْاَحْكَامِ

"এমাম রাজি বলিয়াছেন ,উপরোক্ত আয়াতে চারটি বিষয় বুঝা

যাইতেছে;–

প্রথম – নিশ্চই কতকগুলি মসলার হুকুম কোর-আণ ও হাদিছে অবগত হওয়া যায় না,বরং কেয়াছ দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

দ্বিতীয়– নিশ্চই কেয়াস শরিয়তের একটি দলীল।

তৃতীয় – নিশ্চই কতকগুলি মসলার ব্যবস্থায় সাধারণ লোকের প্রতি কেয়াসকারী বিদ্বানদের অনুসরণ (তকলিদ) করা ওয়াজেব।

চতুর্থ – নিশ্চই জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কেয়াছ করিয়া ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন”।

তফছির খাজেন , ১ম খণ্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠাঃ–

وَفِى الْاٰيَةِ دَلِيْلُ عَلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ وَاَنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَايَدْرِكُ بِالنَّصِّ وَهُوَ الْكِتَابُ وللسنة ومنبه مايدرك بالاستنباط وهو القياس عليهما

“ উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হয় যে, কেয়াছ করা জায়েজ আছে, আরও প্রমানিত হয় যে, শরিয়তের কতকগুলি মসলা স্পষ্ট দলীল অর্থাৎ কোর-আণ ও হাদিছ হইতে অবগত হওয়া যায় এবং কতক ব্যবস্থা ‘ইস্তেম্বাৎ’ দ্বারা অবগত হওয়া যায়–অর্থাৎ কোরআণ ও হাদিছের উপর কেয়াছ করিয়া জানা যায়।”

মোহাম্মদিদের প্রধান নেতা কাজি শওকানি ও মৌলবি ছিদ্দিক হাছান ছাহেব নিজ নিজ তফছিরে লিখিয়াছেন;–

وَ فِى هَذِهِ الْاٰيَةِ اِشَارَةٌ اِلَى جَوَازِ الْقِيَاسِ وَاَنَّ فِى الْعِلْمِ مَا يَدْرِكُ بِالنَّصِّ وَمِنْهُ مَا يُدْرِكُ بِالْاِسْتِنْبَاطِ

" উপরোক্ত আয়তে বুঝা যায় যে, কেয়াছ করা জায়েজ আছে এবং কতকগুলি মসলা কোর-আণ ও হাদিছ হইতে জানা যায়, আর কতকগুলি কেয়াছ দ্বারা জানা যায়"।

৫ম দলীল

সুরা হাশর–

فَاعْتَبِرُوْا يَا اُولِى الاَبْصَارِ

"হে বিচক্ষনগণ, তোমরা চিন্তা কর বা উপদেশ গ্রহণ কর"।

তফছির আবু ছউদ, ৮ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠা–

وَقَدْ اِسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى حُجِّيَّةِ الْقِيَاسِ

"কেয়াছ যে শরিয়তের একটি দলীল তাহা এই আয়াত হইতে প্রমানিত হইয়াছে, সুনিশ্চিত "।

এরূপ তফছির কবিরের ৮ম খণ্ডের (১২৩পৃষ্ঠায়) তফছির বয়জবির দ্বিতীয় খণ্ডে (৩০২ পৃষ্ঠায়) এবং তফছির মাদারেকের দ্বিতীয় খণ্ডে (৪১৪ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে,উপরোক্ত আয়ত হইতে প্রমানিত হইয়াছে যে, কেয়াছ শরিয়তের একটি দলীল।

৬ষ্ঠ দলীল

সুরা নেসা; —

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِى شَئٍّ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ

"পরে যদি তোমরা কোন বিষয়ে কলহ কর তবে তাহা আল্লাহ ও রসুলের দিকে উপস্থিত কর।"অর্থ্যাৎ যে সমস্ত বিষয়ের স্পষ্ট মিমাংসা কোরান ও হাদিসে নাই, এই রূপ বিষয়ে তোমাদের কলহ উপস্থিত হইলে, কোরআন ও হাদিসের নজির ধরিয়া উহার মিমাংসা কর। ইহাতে কেয়াছের

দলীল হওয়া প্রমাণিত হইতেছে।

তফসির আবু ছউদ, তৃতীয় খণ্ড ৩১৯ পৃষ্ঠা ঃ—

وَقَدْ اِسْتَدِلّ بِهِ مُنْكَرٌ وَالْقِيَاسُ وَهُوَ فِى الْحَقِيْقَةِ دَلِيْلُ عَلَى حُجِّيَّتِهِ كَيْفَ وَرَدَ الْمُخْتَلِفُ فِيْهِ اِلَى الْمَنْصُوْصِ عَلَيْهِ اِنَّمَا يَكُوْنُ بِطَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالَى وَطَاعُ رَسُوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامُ فَاِنَّهُ يَدِلّ عَلَى اَنَّ الْاَحْكَامِ ثَلَثَةٌ ثَابِتُ بِالتَّابِ وَثَابَتَ بِالسَّبْةِ وَثَابَتَ بِالرَّدِّ اِلَيْهِمَا بِالْقِيَاسِ

'কেয়াস অমান্য কারীগণ এই আয়াতের প্রমাণে বলেন যে, খোদাতায়ালা বিরোধ জনক মস্‌লায় আল্লাহ ও রসুলের দিকে রুজু করিতে বলিয়াছেন; কেয়াছের দিকে রুজু করিতে বলেন নাই, ইহাতেই কেয়াছের বাতীল হওয়া সাব্যস্ত হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আয়ত হইতে কেয়াছের দলীল হওয়া প্রমাণিত হইতেছে; কেননা বিরোধ জনক মস্‌লায় কোর-আণ ও হাদিসের দিকে রুজু করিতে হইলেই উক্ত দুই দলীলের নজির ধরিয়া হুকুম করিতে হইবে; ইহাকেই কেয়াছ বলে। প্রথমে খোদা ও রছুলের পয়রবির হুকুম হইয়াছে, তৎপরে পুনরায় খোদা ও রছুলের দিকে রুজু করিতে হুকুম হইয়াছে, ইহাতেই আয়তের এই অংশ হইতে কেয়াছের দলীল হইবার মত যুক্তিযুক্ত হওয়া প্রমাণিত হয়; কেননা উহাতে বুঝা যাইতেছে যে, শরিয়তের মসলা তিন প্রকার ঃ- প্রথম যাহা কোর-আন হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় যাহা হাদিছ হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে ও তৃতীয় যাহা কোর-আন ও হাদিসের দিকে রুজু করিয়া কেয়াস দ্বারা সাব্যস্ত হয়।"

তফছির বয়জবির ১৯৭ পৃষ্ঠায় এই রূপ মর্ম্ম লিখিত আছে। এমাম রাজি তফছির কবিরের তৃতীয় খণ্ডে (২৫১ পৃষ্ঠায়) উপরোক্ত আয়ত

হইতে কেয়াসের দলীল হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, যাহার সার মর্ম্ম বোরহানোল-মোকাল্লেদীনে বর্ণিত হইয়াছে।

৭ম দলীল, ছুরা আল এমরান ;—

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ

"এবং তুমি কাজ কর্ম্মে তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ কর।"

তফ্‌ছির বয়জবি, ১৬৯ পৃষ্ঠাঃ—

وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ اَىْ فِى اَمْرِ الْحَرْبِ اِذِ الْكَلَامُ فِيْهِ اَوْ فِيْمَا يَصِحُّ اَنْ يُشَاوِرَ فِيْهِ اِسْتِظْهَارًا بِرَائِهِمْ وَتَطْيِيْبًا لِنُفُوْسِهِمْ وَتَمْهِيْدًا لِسُنَّةِ الْمُشَاوَرَةِ

খোদাতায়ালা জনাব হজরত নবী করিম (ছঃ) কে বলিতেছেন যে, আপনি যুদ্ধের কার্য্যে বা পরামর্শ-সিদ্ধ কার্য্যে ছাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন, তাঁহাদের মত গ্রহণে আপনার উপকার হইবে, তাঁহাদের আত্মা (হৃদয়) আনন্দিত হইবে এবং এক অন্যের সহিত পরামর্শ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে।

তফছির মাদারেক, ১ম খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা ঃ—

(و شاورهم فى الامر) اى فى امر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك فيه وحى تطييبا لنفوسهم وترويحا لقلوبهم ورفعا لاقدارهم او لتقتدى بك امتك فيها (الى) وفيه دلالة جواز الاجتهاد وبيان ان القياس حجة

খোদাতায়ালা জনাব নবী করিম (ছঃ) কে উপরোক্ত আয়তে

বলিতেছেন যে, যুদ্ধ বা তত্তুল্য যে কোন বিষয়ে অহি (প্রত্যাদেশ) নাজিল হয় নাই, আপনি উহাতে ছাহাবাদের সহিত পরামর্শ করুন; ইহাতে তাঁহাদের প্রাণ ও হৃদয় আনন্দিত হইবে, তাঁহাদের সম্মান বৃদ্ধি হইবে এবং অপনার উম্মত উপরোক্ত কার্য্যে আপনার পয়রবি করিবে। এই আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, কেয়াছ করা জায়েজ আছে এবং কেয়াস (শরিয়তের এক অংশ বা) একটি দলীল।

তফছির কবির, তৃতীয় খণ্ড, ৭৫ পৃষ্ঠা ঃ—

والتحقيق فى القول انه تعالى امر اولى الابصار باعتبار فقال فاعتبروا يا اولى الابصار وكان عليه الصوة والسلام سيد اولى الابصار ومدح المستنبطين فقال لعلمه الذين يستنبطون منهم وكان اكثر الناس عقلا وزكائو و هذا يدل على انه كان ماموراً الاجتهاد اذا لم ينزل عليه الوحى والاجتهاد يتقوى بالمنظرة والمباحثته فلهذا كان مامعرا بالمشاورة وقد شاورهم يوم بدر فى الاسارى وكان من امور الدين

"এমাম রাজি লিখিয়াছেন যে, এক দল আলেম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তায়ালা জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) কে কেবল যুদ্ধ বা পার্থিব কার্য্যে ছাহাবাদের পরামর্শ লইতে বলিয়াছেন , ধৰ্ম্ম সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ লইতে বলেন নাই; কিন্তু এ মতটি যুক্তি সঙ্গত মত নহে; বরং যুক্তি যুক্ত

মত এই যে, আল্লাহ্ তায়ালা কোরআন শরিফে জ্ঞানী লোকদিগকে কেয়াস করিতে হুকুম করিয়াছেন; জনাব হজরত নবী করিম (ছঃ) শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানী ছিলেন। আরও খোদাতায়ালা তত্ত্বাবধায়ক ও অনুমান শক্তিধারিদের প্রশংসা করিয়াছেন, হুজুর শ্রেষ্ঠতম তত্ত্বাবদায়ক ও বিচক্ষণ ছিলেন। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, যে সময় অহি নাজিল না হইত, হজরত তখন কেয়াস করিতে আদিষ্ট ছিলেন। তর্ক ও পরামর্শ দ্বারা কেয়াস (অনুমান) শক্তি দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া থাকে। এই হেতু তিনি অন্যের সঙ্গে পরামর্শ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। হুজুর বদরের যুদ্ধের দিবস বন্দীদের বিষয় ছাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন, ইহা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ঘটনা ছিল।"

এমাম এব্‌নে হাজার "ফতহোল-বারি" টীকার ত্রয়োদশ খণ্ডে (২৬১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন যে, দাউদী বলিয়াছেন, — হুজুর ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিষয়ে কাহারও মত লইতে অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই, ইহা প্রমান সঙ্গত মত নহে; কেননা ছহিহ্ তেরমেজির হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তিনি ধর্ম্ম-সংক্রান্ত আহ্কামেও ছাহাবাদের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

৮ম দলীল

ছুরা আনফাল;—

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ

"কোন নবির পক্ষে উচিত নয় যে, যে পর্য্যন্ত তিনি ভূতলে বহু রক্তপাত (না) করেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার জন্য বন্দী সকল হয়। তোমরা পার্থিব- সম্পত্তি ইচ্ছা করিতেছ এবং খোদাতায়ালা পরলোক চাহিতেছেন।"

তফছির আহ্‌মদী, ৪৪৫ পৃষ্ঠা ঃ—

বদরের যুদ্ধে সত্তর জন কোরেশ কাফের বন্দী হইয়াছিল। জনাব হজরত নবী করিম (ছঃ) বন্দীদের সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য, ছাহাবাদের নিকটে এবিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন; হজরত আবুবকর (রাঃ)

বলিলেন, আপনি তাহাদের শিরশ্ছেদন করুন। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রথমোক্ত ছাহাবার মত গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দিলেন; সেই সময় এই আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল,—যাহার সার মর্ম্ম এই যে, বিদ্রোহীদিগের বিদ্রোহিতা দমন না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ লইয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত হয় নাই।

আরও ৪৪৬ পৃষ্ঠা ঃ—

فعلم من هذا جواز الاجتهاد فيكون حجة على منكرى القياس كما نص فى المدارك وعلم ايضا ان المجتهد اذا اخطأ لم يكن معقبا فى علمه اى مجتهد كان

উপরোক্ত আয়ত হইতে অবগত হওয়া গেল যে, কেয়াছ করা জায়েজ আছে, এই রূপ তফছিরে মাদারেকে বর্ণিত আছে। আরও অবগত হওয়া গেল যে, যে কোন এমাম হউন না কেন কেয়াছে ভ্রম করিলেও শাস্তি গ্রস্থ হইবেন না।

তফ্ছির বয়জবি, ৩৩৮ পৃষ্ঠা ঃ—

وَالْاَيَةُ دَلِيْلٌ عَلَى اَنَّ الْاَنْبِيَاءِ يَجْتَهِدُوْنَ

উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, নিশ্চয় পয়গম্বরগণ কেয়াস করিতেন।

৯ম দলীল

ছুরা হাশর ;—

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلَى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَخْزِىَ الْفَسِقِيْنَ

"তোমরা যে খোর্ম্মা গাছ ছেদন করিয়াছ, অথবা তাহা আপন মূলের উপর খাড়া থাকিতে রাখিয়াছ, তাহা খোদাতায়ালার হুকুমে হইয়াছে এবং তাহাতে দুরাচারগণকে লাঞ্ছিত করেন।"

তফছির অহ্‌মদী, ৬৯৩ পৃষ্ঠা ঃ—

জনাব হজরত নবী করিম (ছঃ) ছাহাবাগণকে 'বেনি-নোজা এর' দলের খোর্ম্মা বৃক্ষ কাটিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ইহাতে এক জন উৎকৃষ্ট খোর্ম্মা গাছ কাটিতে লাগিলেন, আর এক জন পূরাতন বৃক্ষগুলি কাটিতে লাগিলেন। হজরত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, একজন বলিলেন, আমি পুরাতন বৃক্ষ গুলি কাটিয়া উৎকৃষ্ট বৃক্ষ গুলি এই জন্য ত্যাগ করিয়াছি যে, পরিণামে তৎসমস্তই আপনার হইবে। আর এক জন বলিলেন, আমি কাফেরদের হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ করিবার জন্য উৎকৃষ্ট বৃক্ষগুলি কাটিয়াছি। কাফেরগণ বলিতে লাগিল , হজরত নবি করিম (ছঃ) ভূতলে বিভ্রাট ঘটাইতে নিষেধ করিয়া থাকেন। এক্ষনে তিনি বৃক্ষ গুলি ছেদন ও দগ্ধ করিতে বলিতেছেন, তখন এই আয়ত নাজেল হইয়াছিল।

উপরোক্ত তফ্‌ছির, উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الاِجْتِهَادِ وَعَلَى جَوَازِهِ بِحَضْرَةِ الرَّسُوْلِ لاَنَّهُمَا بِالْاِجْتِهَادِ فَعَلاً

উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, কেয়াছ করা জায়েজ আছে এবং জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) সাক্ষাতে ছাহাবাগণের কেয়াস করা জায়েজ ছিল; কেননা উক্ত ছাহাবাদ্বয় নিজ কেয়াসে উপরোক্ত কার্য্য করিয়াছিলেন!

তফছির কবির ৮ম খণ্ড , ১২৪ পৃষ্ঠা ঃ— উপরোক্ত আয়ত হইতে কেয়াসের জায়েজ হইবার মত প্রমাণিত হইয়াছে।

১০ম দলীল

সুরা আম্বিয়া;–

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاً اٰتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

"এবং দাউদ ও সোলায়মানকে স্মরণ কর, যখন তাঁহারা শস্য ক্ষেত্র বিষয়ে হুকুম করিতেছিলেন— যে সময় তাহাতে একজনাদের ছাগলের পাল (রাত্রিকালে) চরিয়াছিল এবং আমি তাহাদের হুকুমের সাক্ষী ছিলাম, অনন্তর আমি ছোলায়মানকে তাহা (উক্ত হুকুম বা ফৎওয়া) বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক কে হুকুম ও এল্‌ম দান করিয়াছিলাম।"

তফছির বয়জবি, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা ঃ–

কোন লোকের ছাগলের পাল তাহার কোন প্রতিবাসীর শস্য ক্ষেত্র নষ্ট করিয়াছিল, এই ঘটনার বিচারে (হজরত দাউদ (আঃ)ক্ষতিপূরণের জন্য ছাগলের পাল ক্ষেত্রস্বামীকে সমর্পণ করিতে হুকুম করিয়াছিলেন। আর হজরত ছোলায়মান (আঃ) বলিয়াছিলেন, ছাগলের পাল ক্ষেত্রস্বামীকে সমর্পণ করা হউক, সে ছাগী-দুগ্ধ পান ও শাবকগুলি ভক্ষশ করুক) প্রতিবাদী ক্ষেত্রটী নিজ তত্ত্বাবধানে আনুক। শস্যের পূর্ব্বাবস্থা হইলে, প্রতিবাদী আপন ছাগলের পাল ফেরত লইবে এবং বাদী নিজ পরি পক্ক শস্যের ক্ষেত্র অধিকার করিবে। তাঁহারা নিজ নিজ কেয়াসে এই রূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হুকুম করিয়াছিলেন। খোদাতায়ালা বলিতেছেন, আমি উভয় পয়গম্বরকে এল্‌ম ও হুকুম দান করিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত ব্যবস্থাটি (হজরত) ছোলায়মানকে অবগত করাইয়াছি। উক্ত পৃষ্ঠা ঃ–

دَلِيْلُ عَلَى اَنَّ خَطَّاءَ الْمُجْتَهِدِ لاَ يَقْدَحُ فِيْهِ

উপরোক্ত আয়তে প্রমাণিত হইতেছে যে, কোন এমাম কেয়াসী

ব্যবস্থায় ভ্রম করিলে ও ক্ষতি হইবেনা।

তফছির খাজেন, তৃতীয় খণ্ড, ২৮৪ পৃষ্ঠা ঃ—

واختلف العلماء فى ان حكم داؤد كان باجتهاده لم بنص وكذلك حكم سليمان فقال بعضهم حكما باجتهاد قال ويجوز الاجتهاد للانبياء ليدركوا ثواب المجتدين والعلماء لهم الاجتهاد فى حوادث اذا لم يجتهدوا فيها نص كتاب او سنة واذا اخطوا فلا اثم عليهم وقال قوم ان داؤد وسليمان حكما بالوحى الخ

"আলেমগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে যে, হজরত দাউদ ও ছোলায়মান (আঃ) নিজ নিজ কেয়ায়াসে এরূপ হুকুম করিয়াছিলেন বা অহি (খোদার আদেশ) দ্বারা এরূপ হুকুম করিয়াছিলেন;—কতক সংখ্যক আলেম বলিয়াছেন, তাঁহারা কেয়াসী হুকুম করিয়াছিলেন, পয়গম্বরগণের পক্ষে কেয়াসী হুকুম করা জায়েজ হইতে পারে; তাহা হইলে তাঁহারা (পয়গম্বরী নেকী ব্যতীত) এজতেহাদকারিদিগের (কেয়াসকারিদিগের) নেকী পাইতে পারেন। আলেমগণ যে সময় কোর-আন ও হাদিসের স্পষ্ট মীমাংসা না পান, কেয়াস করিতে পারেন। ইহাতে যদি তাঁহারা ভ্রম করেন, তবে তাহাতেও গোনাহ্‌গার হইবেন না। এক দল আলেম বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা খোদার হুকুমে এরূপ হুকুম করিয়াছিলেন।"

তফছির মাদারেকের দ্বিতীয় খণ্ডে (৪৬ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, উক্ত পয়গম্বরদ্বয় আপন আপন কেয়াসে এইরূপ হুকুম করিয়াছিলেন।

তফছির কবির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৩৭/১৩৮ পৃষ্ঠা ঃ—

اذا اثبتم انه يجوز ان يكون اختلافهما لاجل النص وان يكون لاجل الاجتهاد فاى القولين اولى (والجواب) الاجتهاد ارجح لوجوه (احدها) انه روى فى الاخبار الكثيرة ان داؤد عليه السلام لم يكن قدبت العكم فى ذلك حتى سمع من سليمان ان غير ذلك اولى وفى بعضها ان داؤد عليه السلام ناشده لكى يورد ما عنده وكل ذلك لا يليق بالنص لانه لوكان نصا لكان يظهره و لا يكتمه

"যদিও তাঁহাদের পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা অহি দ্বারা হইতে পারে বা কেয়াস দ্বারাও হইতে পারে, কিন্তু কেয়াসী ব্যবস্থা হওয়া বেশী যুক্তি সঙ্গত; কেননা অনেক রেওয়াএতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত দাউদ (আঃ) যতক্ষন না তাঁহার পুত্র হইতে শুনিয়াছিলেন যে, অন্য প্রকার ব্যবস্থাই উৎকৃষ্ট, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি নিশ্চিন্তরূপে ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। কোন কোন ছনদে আছে যে, হজরত দাউদ (আঃ) তাহার পুত্রকে স্বীয় মত প্রকাশ করিবার জন্য শপথ দিয়াছিলেন; খোদার হুকুম হইলে এইরূপ ব্যাপার ঘটা সঙ্গত হইতে পারে না; কেননা যদি উহা খোদার হুকুম হইত, তবে হজরত ছোলায়মান উহা গোপন না করিয়া অবশ্য প্রকাশ করিতেন।"

আরও এমাম রাজি লিখিয়াছেন, "একদল আলেম বলেন, তাঁহারা খোদার হুকুমে দুই প্রকার ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন; খোদাতায়ালা হজরত দাউদের উপর প্রথম একটি হুকুম নাজিল করিয়াছিলেন, তৎপরে হজরত ছোলায়মানের উপর দ্বিতীয় হুকুম নাজিল করিয়া প্রথম হুকুম মনছুখ

করিয়াছিলেন; এইরূপ মত দুই কারণে বাতীল বলিয়া বোধ হয়, —প্রথম এই যে, যদি দুইটি খোদার হুকুম হইত, তবে খোদাতায়ালা যেরুপ প্রথম হুকুম হজরত দাউদের (আঃ) উপর নাজিল করিয়াছিলেন, শেষ হুকুমটিও তাঁহার পুত্রের উপর নাজিল না করিয়া তাঁহার উপরেই নাজিল করিতেন।

দ্বিতীয় এই যে, খোদাতায়ালা হজরত ছোলায়মানের বুদ্ধি শক্তির প্রশংসা করিয়াছেন, যদি খোদার হুকুম হইত, তবে এইরূপ প্রশংসা করিবার কোনই অর্থ হইতে পারে না।''

মূলকথা এই যে, কেয়াসও শরিয়তের একটী দলিল।

১১শ দলিল

ছহিহ্ মোছলেম, ২য় খণ্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা ঃ–

اِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا اِمْرَأَتَانِ مَعَهُمَا اِبْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِاِبْنِ اِحْدَهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا اَنَّمَا ذَهَبَ بِاِبْنِكِ اَنْتِ وَقَالَتِ الْاُخْرَى اِنَّمَا ذَهَبَ بِاِبْنِكِ فَتَحَا كَمَتَا اِلَى دَاؤُدَ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَضَى لِلْكُبْرِى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاؤُدَ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامِ فَاَخْبِرَتَاهُ فَقَالَ اَتُوْنِى بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَكُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَايَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ اِبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى

"নিশ্চয় জনাব হজরত নবী করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, (কোন স্থানে) দুইটি স্ত্রীলোক ছিল, তাহাদের দুইটি পুত্র সন্তান ছিল। হঠাৎ চিতা ব্যাঘ্র আসিয়া এক জনার পুত্রটি লইয়া গেল। একজন স্ত্রীলোক

অপরকে বলিতে লাগিল, চিতাব্যাঘ্র তোমার পুত্রকেই লইয়া গিয়াছে; অপরটিও প্রথমা স্ত্রীলোককে ঐরূপ বলিতে লাগিল; তৎপর হজরত দাউদ নবীর নিকট বিচার প্রর্থনা করিল। তিনি সন্তানটি জ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকের পুত্র বলিয়া নিৰ্দ্ধারিণ করিলেন। ইহাতে উভয় স্ত্রীলোক হজরত সোলায়মানের নিকট গমন করিয়া উক্ত সংবাদ প্রকাশ করিলে, তিনি বলিলেন,—তোমরা একখানা ছুরী আনয়ন কর, সন্তানটি দুই খণ্ড করিয়া উভয়কে দান করিব। কনিষ্ঠা বলিল, আপনি উহাকে দুই খণ্ড করিবেন না,—"খোদাতায়ালা আপনার উপর দয়া করুন", সন্তানটি জ্যেষ্ঠার পুত্র। ইহাতে ছোলায়মান (আঃ) সন্তানটি কনিষ্ঠার পুত্র বলিয়া স্থির করিলেন।"

হজরত দাউদ ও ছোলায়মান নিজ নিজ কেয়াসে পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন। জনাব হজরত নবী করিম (ছাঃ) ইহা প্রকাশ করিয়া এনকার করেন নাই, কাজেই ইহা মুসলমানদের পক্ষেও দলিল হইবে।

১২শ দলীল

ছহিহ বোখারি চতুর্থ খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা ও ছহিহ মোছালেম ২য় খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠাঃ—

قَالَ اِذَا حَكَمَ الْحَكَمِ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ اَخْطَأَ فَلَهُ اَجْرٌ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যদি কোন ব্যবস্থা- পক ব্যবস্থা দান করিতে কেয়াস করিলে প্রকৃত ব্যবস্থা বিধান করেন, তবে তিনি দুইটি ফল (নেকী) পাইবেন এবং যদি ব্যবস্থা দান করিতে

কেয়াস করিয়া ভ্রম করেন, তবে একটি ফল পাইবেন।

ছহিহ মোছলেমের টীকা, নাবাবী, ৭৬ পৃষ্ঠাঃ--

قال العلماء اجمع المحققون على ان هذا الحديث فى حاكم عالم اهل للحكم فان اصاب فله اجران اجر باجتهاده و اجر باصابته وان اخطأ فله اجر باجتهاد قالوا فاما من ليس باهل للحكم فلا يحل له الحكم فان حكم فلا اجر له بل هو اثم ولا ينفذ حكم سواء وافق الحق ام لا لان اصابته اتفاقية ليست صادرة عن اصل شرعى فهو عاص فى جميع احكامه سواء وافق الصاب ام لا

আলেমগণ বলিয়াছেন, বিচক্ষন বিদ্বানগণ এক মতে (এজমা ভাবে) স্বীকার করিয়াছেন যে, এই হাদিছটি ব্যবস্থাপক আলমের জন্য কথিত হইয়াছে, যদি তিনি কেয়াস করিয়া ছহিহ ব্যবস্থা প্রকাশ করেন, তবে দুইটি নেকি পাইবেন , একটি কেয়াস করিবার নেকী, আর একটি ছহিহ ব্যবস্থা বিধান করিবার নেকী, আর যদি কেয়াসে ভ্রম করেন, তবে কেয়াস করিবার একটি নেকী পাইবেন। আর উক্ত বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ব্যবস্থা বিধানের যোগ্য নহে, তাহার পক্ষে ফৎওয়া দেওয়া জায়েজ নহে। যদি সে ব্যক্তি কোন ব্যবস্থা প্রকাশ করে, তবে উহাতে কোন নেকি পাইবে না, বরং গোনাহগার হইবে, ছহিহ হউক, আর নাই হউক, তাহার কোন ফতওয়া গ্রাহ্য হইবে না, কেননা এরূপ লেকের ফৎওয়া দৈবাৎ ছহিহ হইয়া থাকে, তাহার ফৎওয়া শরিয়তের দলীল হইতে পারে না,

ক্বাজেই সে ব্যাক্তি সমস্ত ফৎওয়ায় গোণাহগার হইবে।

১৩শ দলীল

ছহিহ বোখারি ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃষ্ঠাঃ—

قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْاَحْزَابِ لاَ يُصَلِّيَنَّ اَحَدُنِ الْعَصْرَ اِلاَّ فِى قَرِيْظَةِ فَادْرَكَ بَعْضَهُمُ الْعَصْرَ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّى حَتَّى نَاْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّى لَمْ يُرِيْدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَعْنِفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) 'খন্দক' যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, কেহ যেন 'বনি কোরায়জা' ব্যাতিত আছরের নামাজ না পড়ে, কতক সংখক ছাহাবার আছরের অক্ত পথিমধ্যে উপস্থিত হইল, (তন্মধ্যে) কেহ কেহ বলিলেন, আমরা বনি কোরায়জায় না পৌছিয়া নামাজ পড়িব না। কেহ কেহ বলিলেন বরং আমরা পথিমধ্যে নামাজ পড়িব।

জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) আদেশের মর্ম্ম নামাজ নষ্ট করা নহে। তৎপরে নবি করিম (ছাঃ) কে উহা অবগত করা হইল, তাহাতে তিনি তাদের মধ্যে কাহাকেও ভৎসনা করেন নাই"।

ছহিহ মোসলেমের টীকা, নাবাবী ৯৬ পৃষ্ঠাঃ—

ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم و القياس و فيه انه لايعنف المجتهد فيما فعله باجتگاده اذا بذل و سعة فى الاجتهاد

এই হাদিছে প্রমানিত হইতেছে যে, কেয়াস করিয়া হাদিসের গুপ্ত মর্ম্ম গ্রহণ করা জায়েজ আছে। আরও প্রমানিত হইতেছে যে, এমাম মোজতাহেদ ব্যাক্তি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কেয়াসী ব্যবস্থা বিধান করিলে, দোষান্বিত

হইতে পারে না।

ফৎহোল বারী, ৭ম খণ্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠাঃ—

قال السهيلى وغيره فى هذا الحديث من الفقه انه لايعاب على من اخذ بظهر حديث او اية و لا على من استينبط من النص معنى يخصه

এমাম ছোহায়লি প্রভৃতি বলিয়াছেন, এই হাদিছে বোঝা যাইতেছে যে, যেরূপ কেহ আয়াত ও হাদিসের স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, দোষি হইতে পারে না; সেইরূপ কেহ কেয়াস দ্বারা কোর-আণ ও হাদিছের কোন খাস মর্ম্ম গ্রহণ করিলে দোষী হইতে পারেন না।

১৪শ দলীল

ছহিহ বোখারি, ১ম খণ্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা ও ছহিহ মোছলেম, ১ম খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠাঃ—

اِنَّ اَبَاهُرَيْرَةَ رض قَالَ لَمَّا تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَانَ اَبُوْبَكْرٍ رض وَ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رض كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّىْ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ اِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ حَقِّ الْمَالِ (اِلَى) قَالَ عُمَرُ رض فَوَاللّٰهِ مَا هُوَ اِلاَّ اَنْ قَدْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَ اَبِىْ بَكْرٍ رض فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقُّ

যে সময় জনাব হজরত নবি করিম(ছাঃ) এন্তেকাল করিয়াছিলেন, হজরত আবু বকর (রাঃ) খলিফা হইলেন এবং আরবের কতক সংখ্যক মানুষ তখন কাফের হইয়াছিল; ইহাতে হজরত ওমর (রাঃ) হজরত আবু বকর (রাঃ) কে বলিলেন , আপনি কিরূপে উক্ত লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন ? নিশ্চই জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন , যতক্ষন না লোক কলেমা পাঠ করে, ততক্ষন আমি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি। যে ব্যক্তি কলেমা পাঠ করিল, নিশ্চই সে ব্যক্তি আমা হইতে আপন অর্থ ও প্রানরক্ষা করিল, কিন্তু নিজ হকের জন্য (শাস্তি পাইতে পারে) উহার হিসাব আল্লহতায়ালার নিকট হইবে। এতদুত্তরে হজরত আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, আমি শফত করিয়া বলিতেছি, যে ব্যক্তি নামাজ ও জাকাতের মধ্যে প্রভেদ করে, নিশ্চই আমি তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব। হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, নিশ্চই খোদাতায়ালা হজরত আবুবকরের(রাঃ) বক্ষ স্থলকে প্রসারিত করিয়াছেন; ইহাতে আমি জানিলাম যে, নিশ্চই হজরত আবুবকরের (রাঃ) মত সত্য।

নবাবী টীকা, ১৪ পৃষ্ঠাঃ–

و فيه جواز القياس و العمل به (الى) و فيه اجتهاد الائمة فى النوازل وردها الى الاصول

এই হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, কেয়াস করা এবং কেয়াসী মসলা গ্রহণ করা জায়েজ আছে। আরও প্রমানিত হয় যে, এমামগন কেয়াস করিয়া কোর-আণ ও হাদিছের নজির ধরিয়া উপস্থিত ঘটনা সমুহের ব্যবস্থা বিধান করিতে পারেন।

১৫শ দলীল

ছহিহ বোখারি ৩য় খণ্ড, ১৪০ পৃষ্ঠাঃ—

قَالَ اَبُوْبَكْرٍرض اَنَّ عُمَرَ اَتَانِى فَقَالَ اِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اَسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ لِقُرْأنِ وَ اَنِّى اَخْشَى اَنْ يَسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيْرٌ مِنَ الْقُرْأنِ وَاَنِّى اَرَى اَنْ تَامُرَ بِجَمْعِ الْقُرْأنِ قُلْتُ لِعُمَرَ كَيْفَ تَفعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ عُمَرُ هٰذَا وَ اللّٰهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِى حَتّٰى شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرِى لِذٰلِكَ وَ رَأَيْتَ فِى ذٰلِكَ الَّذِى رَأَى عُمَرُ

হজরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চই হজরত ওমার (রাঃ) আমার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন, এমামা যুদ্ধের দিবস বহু কোর-আনের হাফেজের প্রান বিয়োগ ঘটিয়াছে; আমি অশঙ্কা করি যে, অন্যান্য স্থানে বহু হাফেজের প্রাননাশ হইলে, কোর-আণ শরিফের অধিকাংশ নষ্ট হইতে পারে। আমার মত এই যে, আপনি কোর-আণ শরিফ একত্রে সংগ্রহ করিতে হুকুম করুন। আমি হজরত ওমার (রাঃ) কে বলিলাম, আপনি কি রূপে এরূপ কার্য্য করিবেন— যাহা হজরত নবি করিম (ছাঃ) করেন নাই? হজরত ওমার (রাঃ) বলিলেন, আমি শপথ

করিয়া বলিতেছি, ইহা সৎকার্য্য। তৎপরে ওমার (রাঃ) বারম্বার আমার নিকট এই প্রস্তাব করিতেছিলেন; এমন কি, খোদাতায়ালা ইহার জন্য আমার হৃদয় প্রসারিত করিলেন; হজরত ওমার (রাঃ) যেরূপ মত ধারন করিয়াছিলেন., আমিও সেইরূপ মত ধারণ করিলাম"। হযরত ওমারের (রাঃ) কেয়াসে সাহাবাগণ কোর-আণ শরিফ একত্রে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমানিত হইল যে, কেয়াস শরিয়তের একটি দলীল।

আল্লামা এবনে হাজার 'ফৎহল- বারী' টীকায় লিখিয়াছেন যে, যদিও হজরত নবি করিম (ছাঃ) কোর-আন শরিফ একত্রে সংগ্রহ করেন নাই, তথাচ হজরত অবুবকর (রাঃ) কেয়াস অনুযায়ি উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

১৬ শ দলীল

ছহিহ মোছলেম, ২য় খণ্ড, ৭১ পৃষ্ঠাঃ—

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ اللّٰهِ ﷺ جَلَدَ فِى الْخَمَرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ اَبُوْبَكْرٍ اَرْبَعِيْنَ (اِلَى) فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ

"হজরত আনাছ বেনে মালেক (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চই হজরত নবি করিম (ছাঃ) সুরা পানে বৃক্ষের সাখা ও জুতা দ্বারা প্রহার করিতেন। তৎপরে হজরত আবুবকর (রাঃ) ৪০ বেত মারিয়াছিলেন, তৎপরে হজরত ওমার (রাঃ) ৮০ বেত মারিয়াছিলেন"। সুরাপায়িকে ৮০ বেত মরিবার ব্যবস্থা হজরত ওমারের (রাঃ) কেয়াসে হইয়াছিল।

নাবাবী টীকা, ২য় খণ্ড, ৭১পৃষ্ঠাঃ—

وَفِى هَذَا جَوَازُ الْقِيَاسِ

এক হাদিছে প্রমানিত হইতেছে যে, কেয়াস করা জায়েজ আছে।

১৭শ দলীল

ছহিহ বোখারি, ১ম খণ্ড, ১০৪ পৃষ্ঠাঃ—

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدِ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اِذَا جَلَسَ الْاِمَامُ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَ اَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رضى وَكَثُرَ النَّاسِ زَادَ النِّدَاءُ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ

" ছাএব বেনে এজিদ বলিয়াছেন, হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজরত আবুবকর ও ওমার (রাঃ) সময় জোমার দিবস যে সময় এমাম মেম্বারের উপর বসিতেন, সেই সময় আজান দেওয়া হইত; তৎপর যে সময় হজরত ওসমান (রাঃ) খলিফা হইলেন ও লোক সংখ্যা অনেক বেশি হইল, সেই সময় তিনি 'জওয়া' নামক স্থানে তৃতীয় আজান বেশি করিলেন।" মূল কথা এই যে, হজরত ওমারের (রাঃ) খেলাফৎ কাল পর্য্যন্ত জোমার এক আজান ও এক একামত দেওয়া হত, হজরত্ ওছমানের (রাঃ) খেলাফত্ কালে তাহার কেয়াস অনুযায়ি আর এক আজান বেশি করা হইয়াছিল, ইহাতে প্রমানিত হইতেছে যে, কেয়াসও শরিয়তের একটি দলীল।

১৮ শ দলীল

ছহিহ নাছায়ী, ৭৫ পৃষ্ঠাঃ—

عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ اَنَّ رَجُلَيْنِ تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا مَاءً فِى الْوَقْتِ فَتَوَضَّأَ اَحَدُهُمَا وَاَعَادَ لِصَلَاتِهِ مَا كَانَ فِى الْوَقْتِ وَلَمْ يَعِدُ الْاٰخَرُ فَسَأَلَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِلَّذِى لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلْاٰخَرِ اَمَّا اَنْتَ فَلَكَ مِثْلُ سَهْمِ جَمْعٍ

"হজরত আবু ছইদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চই দুইটি লোক তায়াম্মম করিয়া নামাজ পড়িয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহারা উক্ত নামাজের অক্ত থাকিতে পানি পাইয়া এক জন ওজু করিয়া নামাজের অক্ত পুনরায় নামাজ পড়িলেন, অন্য এক জন পুনরায় উহা পড়িলেন না। তৎপরে তাহারা হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে হুজুর যে ব্যক্তি পুনরায় নামাজ পড়েন নাই, তাহাকে বলিলেন, তুমি ছুন্নাত অনুযায়ি কার্য্য করিয়াছ এবং তোমার নামাজ সিদ্ধ হইয়াছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিলেন, তুমি দুই গুন ফল পাইয়াছ"।

পাঠক, উক্ত দুই ছাহাবা কেয়াছ করিয়া দুই প্রকার কার্য্য করিয়াছিলেন, জনাব নবী করীম (সঃ) ইহাতে তাহাদের উপর অ-সন্তোষ ভাব প্রকাশ করেন নাই।

১৯শ দলীল

ছহিহ মোছমেলঃ–

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلاً كَانَ يَتَّهِمُ بِاُمِّ وَلَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اَذْهَبْ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَاَتَاهُ فَاِذَا هُوَ فِى رَكِىٍّ يَتَبَرَّدُ فَقَالَ اَخْرِجْ فَنَاوَلَهُ يَدَهُ فَاَخْرَجَهُ فَاِذَا هُوَ مَجْبُوْبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ فَكَفَّ عَنْهُ وَاَخْبَرَهُ النَّبِىَّ ﷺ فَحَسَّنَ فَعَلَهُ

হজরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চই এক ব্যক্তির উপর এই অপবাদ হইয়াছিল যে, সে ব্যক্তি নবি করিমের (ছাঃ) একটি দাসির সহিত ব্যাভিচার করিয়াছেন; ইহাতে হজরত নবি করিম (ছাঃ) হজরত আলি (রাঃ) কে বলিলেন, তুমি যাও এবং উহার গলা কাটিয়া ফেল। হজরত আলি (রাঃ) তাহার নিকট গমন করিয়া দেখিলেন যে, সে ব্যক্তি- পাতকুণ্ডাতে নামিয়া গোছল করিতেছে; হজরত আলি বলিলেন, তুমি কূপ হইতে বহির্গত হও। সে ব্যক্তি হাত লম্বা করিয়া ধরিতে বলিলেন, হজরত আলি (রাঃ) তাহার কূপ হইতে উঠাইলেন এবং দেখিলেন যে, তাহার পুরুষাঙ্গ নাই, ইহাতে তিনি তাহার প্রান বধ না করিয়া হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে এই সংবাদ জানাইলেন; হুজুর তাহার এই কার্য্যের প্রশংসা করিলেন"।

ইহাতে প্রমানিত হইল যে, যে সমস্ত হাদিছ কোন বিশিষ্ট কারণের জন্য কথিত হইয়াছে, উক্ত কারণের অভাবে উহা কেয়াস করিয়া ত্যাগ করা জায়েজ আছে।

২০শ দলীল

ছহিহ বোখারি, মোছলেম ও তেরমেজিঃ—

عَنْ اِبْنِ اَبَّاسٍ رضى اَنَّهُ قَالَ لَيْسَ التَّحْصِيْبُ بِشَئٍ اِنَّمَا هُوَ مُنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم

"হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাজিদের আবতাহা (মোহাছছাব) নামক স্থানে বিশ্রাম করা ছুন্নত বা মোস্তাহাব কিছুই নহে; জনাব (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) উক্ত স্থানে অবতরণ করিয়াছিলেন মাত্র"।

পাঠক, (হজরত) নবি করিম (ছাঃ) হজ্জ করিতে 'আবতাহা' নামক স্থানে নামিয়াছিলেন, হজরত এবনে ওমারের (রাঃ) মতে উক্ত স্থানে বিশ্রাম করা ছুন্নত, কিন্তু হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) নিজ কেয়াসে উহা মোবাহ বলিয়াছেন।

২১শ দলীল

মেশকাত, ৩৫ পৃষ্ঠাঃ—

اَلْعِلْمُ ثَلَثَةٌ اٰيَةٌ مُحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَةَ

"এলম (শরিয়তের দলীল) তিন প্রকার ; —প্রথম কোর-আন শরিফের আয়াত— যাহা মনছুখ নহে বা যাহার একই প্রকার ভিন্ন অন্য প্রকার অর্থ হইতে পারে না; ২য় ছহিহ হাদিছ এবং ৩য় কেয়াস— যাহা

কোর-আণ ও হাদিসের তুল্য গ্রহণ করা ওয়াজেব; ইহা ব্যতীত অন্য বিষয় বাহুল্য (অনাবশ্যক)। এমাম আবুদাউদ ও এবনো মাজা এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন।

মাজমাহল- বেহার টীকাঃ--

فريضة اى احكام مستنبطة بالجتهاد وعادلة اى مساوية للقران و الحديث في وجوب العمل

শরিয়তের তৃতীয় দলীল কেয়াস, কোর-আন ও হাদিছের তুল্য কেয়াছি মসলাগুলি ও মান্য করা ওয়াজেব।

আসেয়াতোল লাময়াত, ১ম খণ্ড,১৩৫ পৃষ্ঠা--

يا فريضة ايست كه مثال وعمل كتاب و سنت است اشارت باجماع وقياس كه مستند و مستنبط اند ازان و باين اعتبار انرا مساوى ومعادل كتاب وسنت داشته اند و تعبير ازان بفريضه كردند تنبيه برانكه عمل بانها واجب است چنانچه بكتاب وسنت پس حاصل معنى حديث ان شد كه اصول دين چهار است كتاب و سنت واجماع وقياس

হাদিছের শেযাংশের মর্ম্ম এই যে, এজমায়ি কেয়াছি মসলাগুলি কোর-আন ও হাদিছ হইতে অবিস্কৃত হইয়াছে; সেই হেতু কোর-আণ ও

হাদিছের তুল্য উক্ত মসলাগুলি মান্য করা ওয়াজেব হইয়াছে। হাদিছের মূল মর্ম্ম এই যে, শরিয়তের চারটি দলীল – কোর-আন, হাদিছ, এজমা ও কেয়াস।

পাঠক, কেয়াছ দুই প্রকার, এক প্রকারের উপর সমস্ত এমামের এক মত হইয়াছে, উহাকে এজমা বলে, ও দ্বিতীয় প্রকারে এমামগণের মতভেদ হইয়াছে, উহাকে কেয়াছ বলা হইয়া থাকে। এই হাদিছের বিস্তারিত বিবরণ বোরহানোল-মোকাল্লেদীনের ৭৪/৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

২২শ দলীল

মেশকাত, ৩২৪ পৃষ্ঠাঃ–

عَنْ مُعَاذَبْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَهُ اَلَى الْيَمِنِ قَالَ فَاِنْ تَقْضِى اِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ اَقْضِىْ بِكِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَاِنْ لَمْ تَجِدُ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَجْتَهِدُ بِرَائِىْ وَلاَ اٰلُوْ قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَفَّقَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدُ وَ التِّرْمِزِىّ وَ الدَّرَامِىّ

"এমাম অবু দাউদ, তেরমেজি ও দারমি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত মোয়াজ বেনে জাবাল (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চই জনাব (হজরত) নবি

করিম (ছাঃ) যে সময় তাহাকে ‘ ইমন’ দেশাভিমুখে পাঠাইয়াছিলেন, সেই সময় বলিয়াছিলেন, যে সময় তোমার নিকট কোন বিচার ব্যবস্থা উপস্থিত হয়, সে সময় তুমি কিরূপে হুকুম করিবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, খোদার কোর-আণ অনুযায়ি হুকুম করিব। হুজুর বলিলেন যদি তুমি উক্ত ব্যবস্থা কোর-আন শরিফে না পাও, তবে কি করিবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন জনাব (হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ অনুযায়ি হুকুম করিব। হুজুর বলিলেন, যদি তুমি উহা হাদিছে না পাও, তবে কি করিবে? তিনি বলিলেন নিজ জ্ঞানে কেয়াছ করিব এবং উহাতে ত্রুটি করিব না। হজরত মোয়াজ (রাঃ) বলিয়াছেন, অনন্তর হুজুর তাহার বক্ষঃস্থলে আঘাত (হস্তমর্দ্দন) করিয়া বলিলেন, যে খোদাতায়ালা আমার মনোনিত মত আমার প্রেরিত ছাহাবার অন্তঃকরণে নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার সাম্যক প্রশংসা করিতেছি''।

এই হাদিছে কেয়াসের দলীল হওয়া প্রমাণিত হইল। কেহ কেহ এই হাদিছকে ‘ মোনকাতা’ বলিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য হাদিছের সহায়াতায় ইহা গ্রহনীয় হইবে; নচেৎ ছহিহ বোখারির সহস্রাধিক বিনা ছনদের “ মোয়াল্লাক” হাদিছ বাতিল হইয়া যাইবে।

নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব “ নয়লোল - মারাম” তফসিরের ১৬০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত মোয়াজের হাদিছটি দলীল হইবার যোগ্য (অতএব উহা ছহিহ কিম্বা হাছান)।

২৩ শ দলীল

তেরমেজি, ১ম খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠাঃ—

قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَدْرِ اَيْنَ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا عَلَى حِيَالِهِ فَلَمَّا اَصْبَحْنَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

" অমরা (ছাহাবাগণ) বিদেশে এক অন্ধকার রাত্রে হজরত নবি করিমের (ছাঃ) সঙ্গে ছিলাম, ইহাতে আমরা কেবলা স্থির করিতে পারিলাম না, সেই হেতু আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি এক এক দিকে নামাজ পড়িলেন; আমরা প্রভাত হইলে (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) কে ইহা ব্যক্ত করিলাম তখন এই আয়াত নাজেল হইয়াছিলঃ–

فَاَيْنَمَ تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

আয়াতের মূল মর্ম্ম এই;– তোমরা যেদিকে মুখ ফিরিয়া নামাজ পড়িয়াছ, খোদাতায়ালা তাহাই মঞ্জুর করিয়াছেন"। এই হাদিছে প্রমানিত হইয়াছে যে, ছাহাবাগণ (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছাঃ) বর্ত্তমানে কেয়াছ করিয়াছিলেন এবং খোদা ও রসুল কর্ত্তৃক উহা সমর্থিত হইয়াছিল। আরও কোর-আণ ও হাদিছ হইতে প্রমানিত হইল যে, নামাজি ব্যক্তি কোন উপায়ে কেবলা স্থির করিতে না পারিলে, নিজ কেয়াছে এক দিকে কেবলা ধারনা করিয়া নামাজ পড়িতে পারে এবং এই কেয়াছে ভ্রম হইলেও কোন ক্ষতি হইবে না।

২৪শ দলীল

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমঃ–

اِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِى صَلٰوتِهٖ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ

" হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যদি কেহ আপন নামাজে সন্ধেহ করে, তবে প্রকৃতটী অনুমান করিয়া লইবে"। হাদিছের মূল মর্ম্ম এই যে, যদি কেহ নামাজ কত রাকায়াত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করে, তবে কেয়াছ করিয়া একটী প্রকৃত ধারণা করিয়া লইবে। ইহাতে নামাজের মধ্যে নামাজির কেয়াছ করিবার ব্যবস্থা হইতেছে।

২৫শ দলীল

ছহিহ মোছলেম, ২য় খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠাঃ–

اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَاِنَّ الْحَرَامِ بَيِّنٌ وَ بَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اَتَّقَى الشُّبْهَاتِ اِسْتَبْرَاَ لِدِيْنِهِ وَ عِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِى الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِى الْحَرَامِ

" হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, নিশ্চই কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হালাল হইয়াছে, অন্য কতকগুলি স্পষ্ট হারাম হইয়াছে এবং উক্ত দুই প্রকারের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহ যুক্ত বিষয় আছে, অধিকাংশ লোক উহা অবগত নহেন, এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলি ত্যাগ করিল, নিজের ধর্ম্ম ও সম্ভ্রম রক্ষা করিল, আর যে ব্যক্তি সন্দেহ যুক্ত বিষয়ে পতিত হইল, হারামে পতিত হইল"।

ছহিহ মোছলেমের টীকা, নাবাবী, উক্ত পৃষ্ঠাঃ—

فمعنا ، ان الشياء ثلثة اقسام حلال بين واضح لا يخفى حله كالخبز والفكه (الى) اما الحرام كالخمر و الخنزير و الميتة و البول- واما المشتبهات فمعناه انها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها واما العلماء فيعرفون حكمها بنص او بقياس او استصحاب او غير ذلك فاذا تردد الشئ بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولاجماع اجتهد فيه المجتهد فالحقه باحدهما بالدليل الشرعى فاذا الحقه صار حلالا وقد يكون دليله غير خال عن الاحتمال البين فيكون الورع تركه

হাদিছের মর্ম্ম এই যে, কার্য্য - কলাপ তিন প্রকার,— এক প্রকার স্পষ্ট ভাবে হালাল হইয়াছে, উহার হালাল হওয়া অব্যক্ত নহে; যথা— রুটি ও ফল সমূহ। আর এক প্রকার স্পষ্ট হারাম হইয়াছে; যথা— মদ, শূকর, মৃত জীব ও প্রস্রাব। আর কতকগুলি বিষয় আছে, যাহার হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়নাই, উহাকে "মোশতাবাহাত" (সন্দেহযুক্ত) বিষয় বলে। অধিকাংশ লোক উক্ত বিষয়গুলির অবস্থা ও হুকুম অবগত নহেন, কিন্তু বিদ্বানগন কোর-আণ ও হাদিছ ও কেয়াছ ইত্যাদি দ্বারা তৎসমুয়ের হুকুম অবগত হইয়া থাকেন। যদি কোন বিষয়ের হালাল ও হারাম হওয়ার প্রতি সন্দেহ থাকে, এবং কোর-আণ ও হাদিছ ও এজমায় উহার কোন ব্যবস্থা না থাকে, তবে এমাম মোজাতাহেদ ব্যক্তি এজতেহাদ (কেয়াছ) করিয়া শরিয়তের দলীল দৃষ্টান্তে উহাকে হালাল কিম্বা হারাম স্থির করিলে, উহা হালাল (কিম্বা হারাম) হইবে। আর কখন উহার দলীলে বিলক্ষণ সন্দেহ থাকে, এক্ষেত্রে উহা ত্যাগ করা পরহেজগারি (উত্তম) হইবে।

পাঠক, শরিয়তে অনেক সন্দেহপূর্ণ বিষয় আছে, যাহা প্রকৃত পক্ষে হালাল কিম্বা হারাম হইবে, সাধারণ লোক উহার ব্যবস্থা অবগত নহেন; এমামগণ খোদা- প্রদত্ত জ্ঞানে উহা বুঝিতে সক্ষম হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা আপন আপন এজতেহাদ ও কেয়াছে উহার হুকুম প্রকাশ করিয়া থাকেন; অতএব এমামগণের কেয়াছ শরিয়তের একটি অকাট্য দলীল এবং কেয়াছি মস্‌লা গুলি মান্য করা একান্ত আবশ্যক।

২৬ শ দলীল

মেশকাত, ৩৫ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْزِلَ الْقُرْاٰنُ عَلٰى سَبْعَةِ اَحْرُوْفٍ لِكُلِّ اٰيَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَبَطِنٌ وَلِكُلِّ حَدٌّ مُّطَّلَعٌ رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ

"এমাম বয়হকি 'শরহোছ্-ছুন্নাহ' গ্রন্থে (হজরত) এব্‌নে মছউদ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, (জনাব হজরত) নবী করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন , কোরআন শরিফ সাত অক্ষরে (কেরাতে) অবতীর্ণ হইয়াছে, উহার প্রত্যেক আয়তের দুই প্রকার মর্ম্ম আছে, — স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট এবং প্রত্যেকের এক এক সীমা ও বুঝিবার স্থল আছে।"

ছইয়েদ জামাল উদ্দীন বর্ণনা করিয়াছেন, আরবি অভিধান ও ব্যাকরণ অবগত হইলে কোরআন শরীফের স্পষ্ট মর্ম্ম অবগত হওয়া যায়; আর মহা বিদ্বান্‌গণ খোদাপ্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা উহার অস্পষ্ট মর্ম্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া থাকেন। মায়ালেমে লিখিত আছে যে, বিচক্ষণ ও মোজতাহেদ এমামগণ খোদার অনুগ্রহে এরূপ নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হয়েন যে, সাধারণ লোক উহা বুঝিতে সক্ষম হয়না।

পাঠক , উপরোক্ত হাদিস হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম মোজতাহেদগণ খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান ও অনুমান শক্তি দ্বারা কোর-আন শরিফের অস্পষ্টাংশ হইতে যে সমস্ত নিগুড় তত্ত্ব ও এজতেহাদী মসলা প্রকাশ করেন, যদিও সধারণে উহার দলীল বুঝিতে পারেন না, তথাপি উহা শরিয়তের অস্পষ্টাংশ বা দলীল।

২৭ শ দলীল

৪র্থ খণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رضی اَنَّ اَعْرَابِیًّا اَتٰی رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَنْ اِمْرَأَتِی وَلَدَتْ غُلَامًا اَسْوَدَ وَاَنِّی اَنْكَرْتُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ لَكَ مِنْ اِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا اَلْوَانُهَا قَالَ حَمْرَ قَالَ هَلْ فِیْهَا مِنْ اَوْرَاقَ قَالَ اَنَّ فِیْهَا لَوُرْقًا قَالَ فَاَنّٰی تَرٰی ذٰلِكَ جَاءَ هَا قَالَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عِرْقٌ نَزْعُهَا قَالَ وَ لَعَلَّ هٰذَا عِرْقٌ نَزْعَهُ

"(হজরত) আবুহোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় একজন অরণ্যবাসী লোক (জনাব) নবি করিম (ছঃ)এঁর নিকট আসিয়া বলিল, নিশ্চয় আমার স্ত্রী একটি কালো বর্ণ পুত্র প্রসব করিয়াছে এবং আমি উক্ত পুত্রকে অস্বীকার করিয়াছি। তৎশ্রবণে (জনাব হজরত) নবি করিম (ছঃ) তাহাকে বলিলেন, তোমার কি উটের দল আছে? সে ব্যক্তি বলিল, অবশ্য আছে। হুজুর বলিলেন, উহাদের বর্ণ কি? সে ব্যক্তি বলিল, লোহিত বর্ণ। হুজুর বলিলেন, উহাদের মধ্যে ধূসর বর্ণের উটসকল আছে কি? সে ব্যক্তি বলিল, নিশ্চয় উহাদের মধ্যে ধূসর বর্ণের উট সকল আছে। হুজুর বলিলেন, তোমার মতে ধূসর বর্ণ কোথা হইতে আসিল? সে ব্যক্তি বলিল, উহার কোন পুর্ব্ব বংশের উটের বর্ণ পাইয়াছে। হুজুর বলিলেন, ঐ পুত্রটীও কোন পূর্ব্ব পুরুষের বর্ণ পাইয়াছে।"

পাঠক, জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) এই হাদিছে কেয়াছ করিবার ভাব শিক্ষা দিয়াছেন।

আয়নি, ৯ম খণ্ড, ৬০৫ পৃষ্ঠা ঃ—

قال ابن العربى وفى الحديث دليل قاطع على صحة القياس

এব্নোল আরাবি বলিয়াছেন, এই হাদিছটী কেয়াছ ছহিহ্ হইবার একটি অকাট্য দলীল।

২৮শ দলীল

মিছরি ছাপা ছহিহ্ বোখারি, ৪র্থ খণ্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ اِمْرَاَةً جَائَتْ اِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ اِنَّ اُمِّى نَذَرَتْ اَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ قَبلَ اَنْ تَحُجَّ اَفَاحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا اَرَاَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكِ دَيْنٌ اَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا الَّذِى لَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিশ্চয়

একটি স্ত্রীলোক (জনাব হজরত) নবি করিমের (ছঃ) নিকট আসিয়া বলিল যে, নিশ্চয় আমার মাতা হজ্জ্ করিবার মানত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি হজ্জ্ করিবার পূর্ব্বেই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন; এ ক্ষেত্রে আমি তার পক্ষ হইতে হজ্জ করিব কি? হুজুর বলিলেন , অবশ্য (তুমি হজ্জ কর)। যদি তোমার মাতার উপর ঋণ থাকে , তবে তুমি উহা পরিশোধ করিবে কি? সেই স্ত্রীলোকটী বলিল,অবশ্য পরিশোধ করিব। হুজুর বলিলেন, তাহা হইলে তোমরা (হে মুসলমানগণ) খোদার ঋণ পরিশোধ কর, কেননা খোদার ঋণ পরিশোধ করা বেশি আবশ্যক"।

পাঠক, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এই হাদিছেও কেয়াছ করিবার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন।

ফৎহোল-বারি, ৪র্থ খণ্ড, ৪৬ পৃষ্ঠাঃ—

فيه مشروعية القياس وضرب المثل الخ

উপরোক্ত হাদিছে প্রমাণিত হইতেছে যে, কেয়াছ করা ও দৃষ্টান্ত প্রকাশ করা জায়েজ আছে।

ফৎহোল-বারি, ১৩শ খণ্ড, ২৩২শ পৃষ্ঠা ঃ—

وقد احتج المزنى بهذين الحديثين على من انكر القياس قال و اول من انكر القياس ابراهيم النظام و تبعه بعض المعتزلة وممن ينسب الى الفقه داؤد بن على وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الامصار

এমাম মোজান্না কেয়াছ অমান্যকারিদিগকের বিরুদ্ধে এই হাদিছ দ্বয়কে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, প্রথমেই এব্রাহিম নাজ্জাম কেয়াছ অমান্য করিয়াছিলেন এবং কোন মো'তাজেলা ও ফকিহ নামে অভিহিত দাউদ বেনে আলি তাহার অনুসরণ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক বিদ্যান্ যাহা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই দলীল হইবে। নিশ্চয় ছহাবাগন, তৎপরে তাবেয়ীগণ ও সমস্ত শহরে ফকিহ্‌গণ কেয়াছ করিয়াছেন।

২৯শ দলীল, মিছরি ছাপা ছহিহ বোখারি, ৪র্থ খণ্ড,১৬৫ পৃষ্ঠা ঃ—

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَ سَطًا وَ مَا اَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلُزُوْمِ الْجَمَاعَةِ وَهُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ

'খোদাতায়া'লা বলিয়াছেন, এইরূপ আমি তোমাদিগকে (হে মুসলমানগণ,) ন্যয়পরায়ণ (মধ্যম) উম্মত করিয়াছি। (জনাব হজরত) নবি করিম (ছঃ) বিদ্বানদিগের এজমার পয়রবি ওয়াজেব হওয়ার হুকুম করিয়াছেন।"

পাঠক, উপরোক্ত প্রমাণে প্রমাণিত হইতেছে যে, বিদ্বান্‌গণ ও এমামগন যে কোন কেয়াছি মস্‌লার উপর এজমা করেন, উহা মান্যকরা ওয়াজিব। আরও বিদ্বান্‌গণ ও এমামগণ কেয়াছের দলীল হওয়ার প্রতি এজমা করিয়াছেন, তাহা হইলে কেয়াছকে শরিয়তের দলীল বলিয়া স্বীকার করা ওয়াজিব।

৩০শ দলীল

তলবিহ, ৩৬৭ পৃষ্ঠা ঃ —

(و عمل الصحابة و مناظرتهم فيه) اشارة الى الدليل على حجية القياس بوجهين احدهما انه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة رضى العمل بالقياس عند عدم النص الخ و ثانيهما ان عملهم ومباحثتم فيه بترجيح البعض على البعض تكرر و شاع من غير نكير وهذا وفاق واجماع على حجية القياس

মূল মর্ম্ম, বহু অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বহুসংখ্যক ছাহাবা যে সমস্ত মসলার দলীল কোর-আণ ও হাদিছে না পইতেন, তৎসমস্তে কেয়াছ অনুযায়ি কার্য্য করিতেন। দ্বিতীয় এই যে, তাহারা কেয়াছি মসলায় তর্ক-বিতর্ক করিয়া একটির স্থানে অন্যটি সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তদনুযায়ী কর্য্য করিতেন, ইহা বহুবার সংঘটিত হইয়াছে এবং বিনা এনকারে প্রচলিত হইয়াছে; অতএব উপরোক্ত দুইটি প্রমানে প্রমানিত হইল যে, কেয়াছের দলীল হওয়ার প্রতি ছাহাবাদের এজমা হইয়াছে।

এমাম এবনে অবদুল-বার "জামেয়োল-এলম" গ্রন্থে

লিখিয়াছেনঃ—

لا خلاف بين فقهاء الامصار وسائر اهل السنة فى نفى القياس فى التوحيد و اثباته فى الاحكام

সমস্ত শহরের ফকিহ আলেমগণ ও ছুন্নি সম্প্রদায় একমতে স্বীকার করিয়াছেন যে, খোদাতায়ালার অহদানিয়ত (একত্ব) সম্বন্ধে কেয়াছ করা জায়েজ নহে, কিন্তু শরিয়তের আহকামে কেয়াছ করা জায়েজ হইবে।

এমাম নাবাবি " তহজিবোল-আছমা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

قال امام الحرامين الذى ذهب اليه اهل التحقيق ان منكرى القياس لا يعدون من علماء الامة و حملة الشريعةلانهم معاندون مباهتون فيما ثبت اسرفاضة و وتواترا و لان معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد ولا تفى المنصوص بعشر معشرها وهؤلاء ملتحقون بالعوام

এমামোল হারমাএন বলিয়াছেন, বিচক্ষন বিদ্বানদের মত যে, কেয়াছ অমান্যকারিগণ উম্মতের আলেম ও শরিয়ত বাহক শ্রেনির মধ্যে গন্য হইতে পারে না; কেননা বহু অকাট্য প্রমানে প্রমানিত হইয়াছে যে, কেয়াছ শরিয়তের একটি দলীল; কিন্তু তাহারা সেই কেয়াস অমান্য ও অস্বীকার করিয়া থাকেন। অরও শরিয়তের অধিকাংশ মসলা কেয়াছ দ্বারা

প্রকাশিত হইয়াছে এবং শরিয়তের এক দশমাংশ মসলাও কোর-আণ ও হাদিছে (স্পষ্ট ভাবে) নাই, কাজেই এই কেয়াছ অমান্যকারিগণ সাধারন (উম্মি) শ্রেণীভূক্ত।

তফছির আজিজি, ১২৯ পৃষ্ঠাঃ—

چوں عبادت موقوف بر امتثال اوامر است و او امر الهیه بچهار طریق توان دریافت کتاب الله یا سنت پیغمبران یا اجاتماع مجتهدین یا قیاس جلی و اصل ایں امور کتاب الله است

এবাদত হুকুম মান্য করার উপর নির্ভর করে, খোদাতায়ালার হুকুম চারি প্রকার অবগত হওয়া যাইতে পারে, (প্রথম) কোর-আণ, (দ্বিতীয়) হাদিছ, (তৃতীয়) এমাম মোজতাহেদগণের এজমা ও (চতুর্থ) স্পষ্ট কেয়াছ। হাদিছ, এজমা ও কেয়াছের মূল কোর-আণ শরিফ।

মহাত্মা শাহ আলি উল্লাহ দেহলবি (রঃ) মরহুম "একদোলজিদের ৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

ادرك الاحكام الشريعة الغرعية عن ادلتها التفاصيلية الراجعة كلياتها الى اربعة اقسام الكتاب والسنة و الاجماع والقياس

শরিয়তের 'ফরুয়াত' আহকাম (মাছায়েল) যে সমস্ত 'তফছিলি' (বিস্তারিত) দলীল হইতে অবগত হওয়া যায়, উহা মূল চারটি বিষয়, কোর-আণ, হাদিছ, এজমা ও কেয়াস।

জামেয়ো বাইয়ানেল-এলম, ১২৪ পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابن سيرين ان ابابكر نزلت به قضية فلم يجد فى كتاب الله منها اصلا ولا فى السنة اثرا فاجتهد رأيه

"এবনো-ছিরিন বলিয়াছেন, (হজরত) আবুবকরের নিকট কোন ঘটনা উপস্থিত হইত, তৎপরে তিনি আল্লাহতায়ালার কেতাবে উহার কোন দলীল এবং হাদিছে (উহার) কোন প্রমাণ না পাইলে, নিজ মতে কেয়াছ করিতেন।"

আরও ১২৭ পৃষ্ঠাঃ—

و عن الشعبى قال لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له انظر ما تبين لك فى كتاب الله فلا تسئل عنه احدا ومالم يتبين لك فى كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله عليه وسلم وما لم يتبين لك فى السنة فاجتهد رأيك

শা'বি বলিয়াছেন, যে সময় (হজরত) ওমর (রাঃ) কুফার বিচার ব্যবস্থার জন্য শোরাএহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, আল্লাহতায়ালার কেতাবে তোমার পক্ষে যাহা প্রকাশ হয়, তুমি তৎপ্রতি লক্ষ্য কর, তৎসম্বন্ধে তুমি কহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিও না। আর আল্লাহতয়ালার কোর-আন যাহা তোমার পক্ষে প্রকাশ না হয়, তৎসম্বন্ধে রসুলে খোদা (ছাঃ) এর সুন্নতের (হাদিছের) অনুসরন কর। আর যাহা তোমার পক্ষে হাদিছে প্রকাশ না হয়, তুমি (তৎসম্বন্ধে) নিজ মতে কেয়াছ কর।

উক্ত পৃষ্ঠ ঃ—

عن عبدالله بن مسعود قال من عرض له قضاء فليقض بما فى كتاب الله فان جاء ماليس فى كتاب الله فليقض بما قضى به نبيه ﷺ فان جائه امر ليس فى كتاب الله ولم يقضى به نبيه ﷺ فليقضى بما قضى به الصالحون فان جائه امر ليس فى كتاب الله ولم يقض به نبيه ﷺ ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه

"আব্দুল্লাহ বেনে মসউদ বলিয়াছেন, যাহার নিকট কোন বিচার উপস্থিত হয়, সে যেন আল্লাহর কোর-আন অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রদান করে। আর যদি এই রূপ ঘটনা উপস্থিত হয়—যাহা আল্লাহতায়ালার কোরআনে নাই, তবে তাহার নবি (ছাঃ) যেরূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদান করা কর্ত্তব্য। আর যদি এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়—যাহা আল্লাহতায়ালার কোর-আনে নাই এবং তাঁহার নবী (ছাঃ) উহার ব্যবস্থা বিধান করেন নাই, তবে সজ্জনেরা (নেককার সম্প্রদায়) যে রূপ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যবস্থা প্রদান করা কর্ত্তব্য। আর যদি এইরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়—যাহা আল্লাহ তায়ালার কোর-আনে নাই, তঁহার নবী (ছাঃ) উহার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই, এবং সাধু সম্প্রদায় উহার ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই, তবে সে যেন নিজের রায় অনুযায়ী কেয়াছ করে।"

উক্ত পৃষ্ঠা—

سمعت ابن عباس اذا سئل عن شئ فان كان فى كتاب الله قال به فان يكن فى كتاب الله و كان عن رسول الله ﷺ قال به فان لم يكن فى كتاب الله و لا عن رسول الله ﷺ وكان عن ابى بكر و عمر قال به فان لم يكن فى كتاب الله ولا عن رسول الله ﷺ و لا عن ابى بكر و عمر اجتهد رأيه

"আমি শ্রবন করিয়াছি, যে সময় (হজরত) এবনোআব্বাছ (রাঃ) কোন বিষয় জিজ্ঞাসিত হইতেন, যদি উহা আল্লাহ তায়ালার কেরআনে থাকিত, তবে তিনি তদনুযায়ী ফতওয়া দিতেন। আর যদি উহা কোর-আনে না থাকিত এবং রছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে উল্লিখিত হইত, তবে তিনি তদনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন। আর যদি উহা কোরআনে নাথাকিত এবং রসুলুল্লাহ (ছঃ) হইতে উল্লিখিত না হইত, কিন্তু (হজরত) আবুবকর এবং ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইত, তবে তিনি তদ অনুযায়ী ফৎওয়া দিতেন। আর যদি উহা কোর-আনে না থাকিত, রাছুলুল্লাহ (ছঃ)আবুবকর এবং ওমার হইতে বর্ণিত না হইত, তবে তিনি নিজ রায়ে কেয়াছ করিতেন।"

عن ابن عباس انه ارسل الى زيد بن ثابت افى كتاب الله ثلث ما بقى فقال زيد انما اقول برأيى

"(হজরত) এবনো আব্বাছ, জায়েদ বেনে ছাবেতের নিকট লোক

পাঠাইয়া (জিজ্ঞাসা করিলেন), (স্বামী, পিতা-মাতা অথবা স্ত্রী, পিতা-মাতা ওয়ারেছ থকিলে, স্বামী বা স্ত্রী অংশ গ্রহণ করার পরে) অবশিষ্ট যাহা কিছু থাকে, তাহার এক তৃতীয়াংশ মাতার প্রাপ্য হওয়া কি আল্লাহতায়ালার কোর-আন শরিফে আছে? তদুত্তরে হজরত জায়েদ (রাঃ) বলিলেন, আমি নিজের কেয়াছেই ইহা বলিতেছি।"

উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابن عمر انه سئل عن شئ فعله ارأيت رسول الله ﷺ يفعل هذا او شئ رأيته قال بل شئ رأيته

"(হজরত) এবনো-ওমার কোন কার্য্য করিলে, জিজ্ঞাশিত হইতেন আপনি কি রসুল (ছাঃ) কে ইহা করিতে দেখিয়াছেন কিম্বা নিজ রায়ে (কেয়াছে) উহা করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ, আমি নিজ কেয়াছে উহা করিয়াছি।"

উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

عن ابى هريرة انه كان اذا قال فى شئ برأية قال هذه من كيسى

"আবুহুরায়রা (রাঃ) যে সময়ে নিজ রায়ে কোন বিষয়ে মত প্রকাশ করিতেন; তখন বলিতেন, ইহা আমার জ্ঞান প্রসুত।"

এমাম এবনো- আব্দুল বার্র সাহাবাগণের কেয়াছ করার বহু প্রমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া অবশেষে তাবেয়ী ও তাবা-তাবেয়ী সম্প্রদায়ের কেয়াছ করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন; —সহিহ্ প্রমাণে সম্প্রমান হইয়াছে যে, নিম্নোক্ত বিদ্বান্‌গণ যে যে স্থলে কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট প্রমাণ না পাইতেন, কোর-আন ও হাদিছের নজির ধরিয়া ও নিজ রায়ে কেয়াছ

করিয়া ব্যবস্থা বিধান করিতেন, তবেয়ী (ও তাবা-তাবেয়ী) সম্প্রদায়ের মধ্যে মদীনার ছইদ বেনে মোছাইয়েব, ছোলায়মান বেনে ইছার, কাছেম বেনে মোহাম্মাদ, ছালেম বেনে আব্দুল্লাহ বেনে ওমার, ওবায়দুল্লাহ, বেনে আব্দুল্লাহ, আবুছালমা বেনে আব্দুর রহমান, খারেজাবেনে যায়েদ, আবুবকর বেনে আব্দুর রহমান, ওরওয়া বেনোজ্জোবায়ের, আনাব বেনে ওছমান, এবনো শেহাব (জহুরি), আবুজ্জোদানা, রবিয়া, মালেক, তাঁহার শিষ্যগন, আব্দুল আজিজ বেনে আবুছালমা, এবনো আবিজে'ব।

মক্কা শরীফ ও ইমন দেশের আতা, মোজাহেদ, তাউছ, একরামা, আমর বেনে দিনার, এবনোজোরায়েজ, এহইয়া বেনে আবিকছির, মোয়াম্মার বেনে রাশেদ, ছইদ বেনে ছালেম, এবনো ওয়াইনা, মোছলেম বেনে খালেদ ও শাফিয়ি, কুফার আলকামা, আছওয়াদ, ওরায়দা, কাজি শোরায়েহ, মছরুক, শা'বি, এবরাহিম নাখয়ী, ছইদ বেনে জোবায়ের, হারেছ ও'কালি, হাকাম বেনে ওতায়বা, হাম্মাদ বেনে আবি ছোলয়মান, আবু হানিফা, তাঁহার শিষ্যগণ, ছওরি, হাছান বেনে ছালেহ, এবনোল মোবারক ও কুফার অবশিষ্ট ফকিহগণ।

বাসরার হাসান, এবনো ছিরিন, জাবের বেনে জয়েদ, ইয়াছ বেনে ময়াবিয়া, ওছমান বত্তি, ওবায়দুল্লাহ বেনেল হাছান ও কাজি ছাওয়ার।

শাম দেশের মকহুল, ছোলায়মান বেনে মুছা, আওজায়ি, ছইদ বেনে আব্দুল আজিজ ও এজিদ বেনে জাবের। মিশরের এজিদ বেনে আবি হবিব, আমর বেনেল হারেছ, লায়েছ বেনে ছা'দ, আব্দুল্লাহ বেনে অহাব, মালেকের সমস্ত শিষ্য, এবনোল কাছেম, আশহাব, এবনো আবদেল হাকাম, এছবাগ, শাফেয়ির সমস্ত শিষ্য—মোজান্না, বোয়ায়তি, হারমালা ওরবি।

বাগদাদ ইত্যদির ফকিহ আবু ছওর, ইছহাক বেনে রহওয়াহে, আবু ওবাএদ, আবু জা'ফর তাবারি।

উপস্থিত ঘটনাবলীতে কোর-আন ও হাদিছের নজিরে কেয়াছ করা যে মোবাহ, তাহা (এমাম) আহমদ বেনে হাম্বল হইতে স্পষ্টভাবে উল্লখিত হইয়াছে। প্রাচিন ও তৎপরবর্ত্তী কালের বিদ্বানগণ কোন ঘটনা

উপস্থিত হইলে , এইরূপ ভাবে কার্য্য করিতে এবং সর্বদা কেয়াছ সমর্থন করিতেন, তৎপরে ভ্রান্ত মো'তাজেলা মতাবলম্বী এবরাহিম নাজ্জাম প্রভৃতি আগমন করিয়া শরিয়তের আহকামে কেয়াস করা অস্বীকার করিলেন এবং প্রাচিন বিদ্বানগণ পথের বিরুদ্ধাচারণ করিলেন, তৎপরে দাউদ ইছবেহানী মোতাজেলাদিগের উক্ত মতের অনুসরণ করিয়াছিলেন''।

এমামোল - মুকেনিন, ৭২—৭৪ পৃষ্ঠা;—

''হজরত নবি (ছাঃ) সহাবা মোয়াজকে কোর-আণ ও হাদিছের প্রমান অভাবে নিজ রায়ে কেয়াছ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। এই হাদিছটি ছহিহ।

আরও হজরত (ছাঃ) ব্যবস্থাদাতাকে নিজ রায়ে কেয়াছ করিতে আদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং এই কেয়াছি মতে ভ্রম করিলেও তাহার জন্য একটি নেকি স্থির করিয়াছেন। সাহাবাগণ উপস্থিত ঘটনাবলিতে কেয়াছ করিতে এবং একটি হুকুমের নজির ধরিয়া অন্যটির ব্যবস্থা বিধান করিতেন্। সাহাবাগণ নবি (ছঃ) এর জামানায় বহু আহকামে কেয়াছ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগের প্রতি দোষারোপ করেন নাই। হজরত নবি (ছাঃ) সাহাবাগণকে বনি-কোরায়জায় গমন করিয়া আছর পড়িতে আদেশ করিয়াছিলেন , এতৎসম্বন্ধে দুই দল সাহাবা পৃথক পৃথক ভাবে এজতেহাদ (কেয়াছ) করিয়াছিলেন।

হজরত আলি (রাঃ) এর নিকট তিনটি লোক আগমনপূর্ব্বক একটি বালকের পিতা হওয়ার দাবি করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি 'কোরা' (قرع) নিক্ষেপ করিলেন, যাহার নামে 'কোরা' উঠিল বালকটিকে তাহাকে প্রদান করিলেন এবং ইহার উপর অবশিষ্ট দুইজনকে উহার দিয়তের দুই তৃতীয়াংশ প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। হজরত নবি (ছাঃ) তাহার এই বিচার শ্রবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ছাদ বেনে মোয়াজ 'বনি কোরায়জা' দলের সম্বন্ধে কেআছি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, হজরত নবি (ছাঃ) তাহর ব্যবস্থা সমর্থন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, তুমি খোদার হুকুম অনুযায়ি ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছ।

জায়েদের হজরত ওছামার পুত্র হওয়া সম্বন্ধে মোজজাজ নামক সাহাবা যে কেয়াছি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন , তৎশ্রবাণে হজরত নবি

(ছাঃ) অতীব আনন্দিত হইয়াছিলেন।

হজরত আবুবকর (রাঃ) 'কালালা' সম্বন্ধে কেয়াছি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হজরত এবনে মছউদ (রাঃ) যে স্ত্রীলোকের মোহর স্থিরীকৃত হয় নাই এবং স্বামী সহবাসের পূর্ব্বে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ব্যবস্থা কেয়াছে করিয়াছিলেন।

হজরত জয়েদ (রাঃ) মৃতের স্বামী, পিতা-মাতা থাকিলে মাতার ফরায়েজী অংশ কত হইবে, ইহার কেয়াছি ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মোজান্না বলিয়াছেন, হজরতের জামানা হইতে এই জামানা পর্য্যন্ত ফকিহগণ দীনী সমস্ত আহকামে কেয়াছ করিয়াছেন এবং সত্যের দিষ্টান্ত সত্য হওয়ার প্রতি তাহার এজমা করিয়াছেন, কাজেই কাহার ও পক্ষে কেয়াছের এনকার করা জায়েজ নহে। তৎপরে তিনি বহু কেয়াছি মসলার নজির পেশ করিয়াছেন"।

৩১শ দলীল

মিছরি ছাপা ছহিহ্ বোখারি, ৪র্থ খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠাঃ-

نهى النبى ﷺ عن التحريم الا ما تعرف اباحته وكذا امره

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কোন বিষয় নিষেধ করিলে, উহা হারাম হইয়া থকে, কিন্তু যাহার মোবাহ হওয়া জানা যায়, (উহা হারাম হইবে না)। এইরূপ কোন হুকুম বিষয় করিলে উহা ত্যাগ করা হারাম হইয়া যায়"।

মূল মর্ম্ম এই যে, নিষেধ-সুচক বাক্যে সাধারণতঃ হারাম হওয়া সাব্যস্তত হয়, কখন কখন উহা মকরুহ বা মোবাহ হইয়া থাকে। এইরূপ আদেশ-সূচক বাক্য কখন ওয়াজেব, কখন ছুন্নত, কখন নফল ও কখন মোবাহ ইত্যাদি প্রমানিত হয়। কোর-আণ শরিফের আদেশ-সূচক শব্দ সমূহের ১৬ প্রকার পৃথক পৃথক অর্থ হইয়া থকে এবং নিষেধ-সূচক শব্দ সমূহের ৮ প্রকার পৃথক পৃথক অর্থ হইয়া থাকে। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) যাহা করিয়াছেন, উহা উম্মতের পক্ষে স্থল বিশেষে ছুন্নত, নফল, মোবাহ, মকরুহ ও হারাম হইতে পারে। জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন হুকুম

করিয়াছেন, দুই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়াছেন, কিম্বা একপ্রকার বলিয়াছেন, তদ্বীপরীতে অন্য প্রকার কার্য্য করিয়াছেন। এক্ষেত্রে উভয়টি করা জয়েজ হইতে পারে; স্থল বিশেষ একটি মনছুখ, অপরটি স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারে; স্থল বিশেষ একটী সাধারণ হুকুম হইতে পারে এবং অপরটী তাহার বা অন্য কহার বিশিষ্ট (খাস) হুকুম হইতে পারে। কোর-আণ ও হাদিছের বহু সংখ্যক শব্দ এরূপ আছে--যাহার দুই বা ততোধিক প্রকার অর্থ হইতে পারে। কোর-আণের আয়ত ও হাদিছ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থকে, মোহকাম ও মোতাশাবাহ; যাহার মর্ম্ম স্পষ্ট ও প্রকাশ্য, তাহাকে মোহকাম বলে; আর যাহার মম্ম সম্পুর্ণ অস্পষ্ট ও অপ্রকাশ্য, বা যাহার আভিধানিক বা স্পষ্ট মর্ম্ম প্রকৃত মর্ম্ম নহে, বরং উহার প্রকৃত মর্ম্ম খোদা ও রছুল ভিন্ন কাহারও জ্ঞান গোচর নহে, উহাকে " মোতাশাবাহ" বলে। কোর-আণ শরিফের কতক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাব বর্ণিত হইয়াছে। এমাম মোজতাহেদগণ খোদা- প্রদত্ত জ্ঞান ও কেয়াছ শক্তি দ্বারা এইরূপ জটিল বিষয় সমূহের সরল মীমাংসা করিয়াছেন, যদি তাহাদের এইরূপ কেয়াছি মত শরিয়ত গ্রাহ্য দলীল না হয়, তবে কোর-আণ ও হাদিছের অধিকাংশ গ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া যাইবে। ছহিহ্ মোছলেম, দ্বিতীয় খণ্ড;—

لَاتَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحُهُ

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, তোমরা আমার হাদিছ লিখিও না, যে ব্যক্তি কোর-আন ভিন্ন আমার হাদিছ লিখিয়াছে, সে ব্যক্তি যেন উহা মুছিয়াফেলে।"

পাঠক, এই হাদিছে স্পস্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, হাদিছ শরিফ লিপি বদ্ধ করা নিষিদ্ধ বা হারাম, তাহা হইলে ছেহাহ্-ছেত্তো ইত্যাদি হাদিছ গ্রহন্থ লিপিবদ্ধ করাও হারাম হইয়াছে। কোন কোন আলেম বলিয়াছেন, অন্যান্য হাদিছে হাদিছ লিপিবদ্ধ করা সাব্যস্ত হইয়াছে, কাজেই উপরুক্ত হাদিছটি মনছুখ হইয়াছে; কিন্তু জনাব হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) স্পষ্টাক্ষরে বলেন নাই যে, আমি অমুক সময় হাদিছ লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, অদ্য তোমাদিগকে উক্ত হুকুমের পরিবর্ত্তে হাদিছ লিখিবার হুকুম দিতেছি।

এক্ষেত্রে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা আলেম গনের কেয়াছি ব্যবস্থা। কোন আলেম বলিয়াছেন, ছহাবাগণ স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন লোক ছিলেন, তাঁহারা সহজে হাদিছ কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন, হাদিছ লিখিলে তাহাদের কণ্ঠস্থ করিবার নিয়ম রহিত হইয়া যাইবে, সেই হেতু উহালিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী সময়ে লোকের স্মৃতি শক্তি হ্রাস হওয়ায় উহা লিপিবদ্ধ করা জায়েজ হইয়াছে। কোন আলেম বলিয়াছেন কোর-আন শরিফ সম্পূৃভাবে একত্রে লিখিত ছিল না, হাদিছ শরিফ লিখিলে পাছে কোর-আন, হাদিছের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়, সেই হেতু উহা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে হজরত আবুবকর সিদ্দিকের (রাঃ) খেলাফত কালে সম্পূর্ণ কোর-আণ শরিফ একত্রে লিখিত হইয়াছিল; তৎপরে উক্ত সন্দেহ দুরীভুত হওয়ায় উহালিপিবদ্ধ করা জায়েজ হইয়াছে। মূল কথা এই যে, আলেমগণ কেয়াছ করিয়া এক এক রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

كَسَبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ وَجَرَ النَّبِى ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسَّنُّوْرِ

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কুকুর ও বিড়ালের মুল্য লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং হাজ্জামের বেতন নাপাক বলিয়াছেন।"

এমাম নাবাবি বলিয়াছেন, একদল বিদ্বান শিকারী কুকুরের মূল্য হালাল বলিয়াছেন। সমস্ত বিদ্বান বিড়ালের মূল্য মকরুহ তানজিহ্ বলিয়াছেন। সমস্ত বিদ্বান হাজ্জামের মূল্য হলাল বলিয়াছেন।

ছহিহ এবনো মাজা ঃ—

لَاتَاْكُلُوْا بِالشِّمَالِ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَاْكُلُ بِالشِّمَالِ

"বাম হাত দ্বারা কিছু ভক্ষণ করিও না; কেননা শয়তান বামহাত দ্বারা ভক্ষন করিয়া থাকে।"

তেবরানী ঃ— لَا تَطْرُقُوْا النِّسَاءَ لَيْلاً

"(বিদেশ হইতে বাটী আসিয়া) রাত্রিতে স্ত্রীদিগের নিকট

যাইওনা।"

মসনদে আহমাদ –

لاَ تَسْاَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلاَ سَوْطَكَ وَاِنْ سَقَطَ مِنْكَ

"তুমি লোকের নিকট কোন বস্তু চাহিও না, যদি তোমার বেত পড়িয়া যায়, তথাচ উহা কাহাকেও তুলিয়া দিতে বলিও না।"

বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উক্ত কর্য্য গুলি নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু উহা করা মকরূহ তঞ্জিহি বা মোবাহ্ হইবে।

কোর-আণ ঃ– لاَ تَاْكُلُوْا الرِّبَوا "তোমরা সুদ খইও না।" এস্থলে সুদ খাওয়া হারাম হইয়াছে।

ছুরা মোদ্দাছছের ঃ–

وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

"বেশী লইবার উদ্দেশ্যে দান করিও না।" উপরোক্ত উদ্দেশ্যে দান করা মকরুহ তাঞ্জিহি।

لاَتَسْاَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ "বহু বিষয়ের প্রশ্ন করিওনা।" ইহাতে সদুপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ছহিহ্ আবু দাউদ ও তিরমিজি ঃ—

نَهَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَّنْتَعِلَ الرَّجُلَ قَائِمًا

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) দাঁড়াইয়া জুতা পায় দিতে নিষেধ করিয়াছেন।'

لاَيَمْشِى اَحَدَكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

"কেহ যেন ,একখানা জুতা পায়ে দিয়ে না চলে।"

উপরোক্ত দুই স্থলে দয়ার ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। পাঠক, নিষেধ-সুচক শব্দ বহু অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; এমামগণ নিজ সুক্ষ্ম জ্ঞান ও এজতেহাদ শক্তিতে উক্ত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, যদি তাঁহাদের কেয়াছি মত শরিয়ত-গ্রাহ্য না হয়, তবে প্রত্যেক স্থলে নিষেধ-সুচক শব্দে হারাম হওয়া সাব্যস্ত হইবে।

কোরআণ ঃ– وَاَقِمُوا الصَّلٰوةَ "তোমরা নামাজ ক্রিয়া সম্পাদন কর।" এই হুকুমটি ফরজ।

কোর-আণ ঃ– فَكَاتِبُوهُمْ "তোমরা ক্রীতদাসদিগকে কিছু অর্থ পাইবার শর্ত্তে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত একখানি একবার পত্র লিখিয়া দাও।" এই হুকুমটি পালন করা মোস্তাহাব।

কোর-আণঃ– كُلُوا وَاشْرَبُوا "তোমরা পানাহার কর।"

কোরআণ ঃ– فَاصْطَادُوا "(তোমরা এহরাম ক্রিয়া শেষ করিয়া) প্রাণী স্বীকার কর।" উক্ত হুকুম দুইটি পালন করা মোবাহ্।

কোর-আণ ঃ–

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

"পরে যখন (জুমার) নামাজ শেষ করা হয়, তখন তোমরা জমিনে বিছিন্ন হইয়া পড়িও এবং খোদা তায়ালার করূণা (জীবিকা) অন্বেষণ করিও।" উক্ত হুকুম পালন করা মোবাহ্।

হাদিছ ঃ كُلْ مِمَّا يَلِيكَ "তুমি তোমার নিকটে খাদ্য ভক্ষণ কর।"

ইহাতে আদব ভদ্রতা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। কোন খাদ্যসামগ্রী কাহারও সম্মুখে নীত হইলে, প্রথমে নিকটস্থ বস্তু ভজন করা ভদ্র জনিত কার্য্য।

কোরআণ, ছুরা বাকারা ঃ–

اِذَا تَدَا يَنتُم بِدَيۡنٍ اِلَى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكۡتُبُوهُ (اِلى) وَاسۡتَشۡهِدُوا شَهِيۡدَيۡنِ

"(হে বিশ্বাসী লোক সকল) যখন তোমরা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ঋণ দানে পরস্পর কার্য্য করিবে, তখন তাহা লিখিয়া লইবে।" "এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন সাক্ষীকে সাক্ষী স্থির করিবে।" আলেমগণ বলিয়াছেন যে, ঋণ দানের সময় লেখা পড়া করা ও দুই জন লোককে সাক্ষী স্থির করা ওয়াজেব নহে, বরং সদুপদেশের জন্য ইহা কথিত হইয়াছে।

পাঠক, যদি আলেমগনের এজতেহাদ ও কেয়াছ শরিয়তের দলীল না হইতো, তবে জন্তু শীকার করা, গোলামের মুক্তিপত্র লিখিয়া দেওয়া, পনাহার করা, জোমার পরে জমিনে বিছিন্ন হওয়া ও জীবিকার চেষ্টা করা ও প্রথমেই খাদ্য সামগ্রীর নিকটস্থ অংশ ভক্ষণ করা ও ঋণ দান কালে কর্জ্জ পত্র লিখিয়া লওয়া ও দুইজন সাক্ষী স্থির করা ওয়াজেব ফরজ হইয়া যাইতো।

কোরআণ ছুরা কাহাফ;–

فَمَن شَاءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَ فَلۡيَكۡفُر

"অনন্তর যাহার ইচ্ছা হয়, ইমানদার হউক, আর যাহার ইচ্ছা হয় কাফের হউক"।

কোরআণ ছুরা হামিম ছেজদা;– اِعۡمَلُوا مَا شِئۡتُمۡ

" যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তাহাই কর"।

কোরআণ ছুরা জোমার;– تَمَتَّعۡ بِكُفۡرِكَ قَلِيۡلاً

"তুমি আপন কাফেরির অল্প অল্প ফল লাভ কর"।

কোরআণ ঃ– فَاعۡبُدُوا مَا شِئۡتُمۡ

"অনন্তর তোমারা যাহার পূজা করিতে ইচ্ছা হয় করিতে পার"। এমামগণ এজতেহাদ ও কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শব্দগুলি ভীতি- প্রদর্শনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। যদি তাহাদের এজতেহাদ ও কেয়াছ দলীল না হইত, তবে কাফেরি, প্রতিমা পূজা করা ও সমস্ত পাপ

কার্য্য করা জায়েজ হইয়া যাইত।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম;—

يَخِبُ ثَلاَثَةَ اَطوَافٍ مِنَ السَّبعِ

" জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কাবা শরিফ সাতবার প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) করিতেন, তন্মধ্যে তিনবার আস্তে আস্তে দৌড়াইতেন"। হজরত এবনো- মছউদ, ওমার ও এবনো ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, সাতবার তওয়াফের তিনবার আস্তে আস্তে দৌড়ানো ছুন্নত, কিন্তু হজরত এবনো- আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) ও তাহার ছাহাবাগণ মক্কা শরিফে আগমন করিলে, মোশরেকগণ বলিয়াছিল যে, মদিনা শরিফের বায়ুর দোষে তাহারা রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সেই হেতু হুজুর ছাহাবাগণকে তিনবার আস্তে আস্তে দৌড়াতে আদেশ করিয়াছিলেন, অতএব এ সময়ে অপবাদের আশঙ্কা নাই এবং উক্ত কার্য্যও ছুন্নত নহে।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;— قَالَ بِالاَبْطَحِ

" হজরত আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আবতাহ নামক স্থানে আছরের নামাজ পড়িয়াছিলেন"।

হজরত ওমার ও এবনো - ওমার (রাঃ) হজ্জ করিতে উক্ত স্থানে বিশ্রাম করা ছন্নত বলিতেন; কিন্তু হজরত আএশা ও এবনো আব্বাছ (রাঃ) উহা মোবাহ বলিয়াছেন। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমঃ—

اَتَى النَّبِيّ ﷺ سُبَاطَةَ قَومٍ فَبَالَ قَائِمًا

" জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) একদল লোকের মল-মূত্র স্থানে অগমন করিয়া দাড়াইয়া প্রস্রাব করিয়াছিলেন"।

এমাম মহিউছ ছুন্নাহ বলিয়াছেন যে, হুজুর ইহা কোন আপত্তি (কারণ বা ঘটনা) বশত ঃ করিয়াছিলেন। মূল কথা এই যে, বিনা কারণে দাড়াইয়া প্রস্রাব করা মকরুহ কিম্বা নাজায়েজ।

ছহিহ আবু দাউদ ও নাছায়ীঃ—

اَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا

" জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) খাটিয়ার (পালঙ্গের) নীচে একটী কাষ্ঠের পিয়ালা থাকিত, হুজুর রাত্রিতে উহাতে প্রস্রাব করিতেন"। আলেমগণ বলিয়াছেন যে, পালঙ্গের নিচে রাত্রিকালে প্রস্রাবের জন্য পিয়ালা রাখা এবং উহাতে প্রস্রাব করা ছুন্নত নহে, বরং মোবাহ কার্য্য। মৌলবি আব্বাছ আলি সাহেব কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা ছুন্নত।

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) চারি অপেক্ষা বেশী স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করিয়াছেন; কিন্তু উম্মতের পক্ষে এক সময়ে চারি অপেক্ষা বেশী স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করা হারাম।

মূল কথা এই যে, এমামগণ এজতেহাদ ও কেয়াছ করিয়া জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কার্য্য কালাপকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কাবা গৃহকে সম্মুক কিম্বা পশ্চাৎ করিয়া মল- মূত্র ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আরও উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, হুজুর কাবা গৃহকে পশ্চাত করিয়া মল-মূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। ছহিহ মোছলেমে বর্ণিত আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তিন খণ্ড প্রস্তরের কমে এস্তেজা (মলদ্বার পরিস্কার) করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আরও ছহিহ বোখারিতে বর্ণিত অছে যে, হুজুর দুই খণ্ড প্রস্তরে এস্তেঞ্জা করিয়াছিলেন। ছহিহ বোখারিতে আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) 'ওরায়নিন' নামক এক দল লোককে উটের প্রস্রাব পান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। আরও হাকেম হহিহ ছনদে বর্ণানা করিয়াছিলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) প্রস্রাব হইতে পরিচ্ছন্ন থকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে যে, জেমার গোছল ওয়াজেব। ছহিহ আবুদাউদ, তেরমেজি ও নাছায়িতে বর্ণিত আছে

যে, জোমার গোসল মোস্তাহাব। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার পূর্ব্বে এক রাকায়াত আছর পড়িতে পারিলে এবং উহার উদয় হওয়ার পূর্ব্বে ফজরের এক রাকায়াত নামাজ পড়িতে পারিলে, আছর ও ফরজের নামাজ জায়েজ হইবে। অরও বোখারি ও মোছলেমে জনাব হজরত নবি করিম (সাঃ) এর একটি হাদিছে বর্ণিত আছে যে, তোমরা সূর্য্য অস্তমিত ও উদয় হওয়ার সময় নামাজ পড়িও না। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের একটী হাদিছে আছে, আছরের পরে সূর্য্য অস্তমিত হওয়া পর্য্যন্ত নামাজ পড়িও না। আরও উক্ত হাদিছে আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) আছরের নামাজের পরে, দুই রকায়াত নামাজ পড়িয়াছিলেন।

সেহাহ সেত্তা বা অন্যান্য হাদিছ গ্রন্থে এরূপ সহস্রাধিক হাদিছ বর্ত্তমান আছে যাহা একে অন্যের বিপরীত বলিয়া বোধ হয়; কাজেই এমামগণ কেয়াছ করিয়া একটীকে মনছুক, অপরটীকে গ্রহণীয়; একটীকে খাস, অপরটীকে সাধারণ হুকুম কিম্বা উভয়টীকে গ্রহণীয় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যদি এমামগণের কেয়াছ শরিয়তের দলীল না হয়, তবে সহস্রাধিক হাদিছ বাতিল ও পরিত্যাক্ত হইয়া যাইবে।

ছহিহ মোছলেম;—

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, বীর্য্য স্খলিত না হইলে গোছল ফরজ হইবে না।" ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী-সঙ্গমকালে বীর্য্য স্খলিত (মণি বাহির) না হইলে গোছল ফরজ হইবে না; কিন্তু ওবাই বেনে কায়াব (রাঃ) বলিয়াছেন যে, উহা প্রথম ইসলামের হুকুম ছিল, তৎপরে উহা মনছুখ হইয়াছে; কেননা জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, স্ত্রী- সঙ্গম করিলেই গোছল ফরজ হইবে, বীর্য্য নির্গত হউক আর নাই হউক। হজরত এবনো- আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন যে, প্রথমোক্ত হাদিছের মর্ম্ম এই যে, রাত্রিতে স্বপ্নদোষ (এহতেলাম) হইলে যদি বীর্য্য নির্গত হয়, তবে গোছল ফরজ হইবে;

নচেৎ ফরজ হইবে না । উহা স্ত্রী-সঙ্গমের ব্যবস্থা নহে। চারি এমাম বলিয়াছেন যে, বীর্য্য নির্গত হউক , আর নাই হউক, স্ত্রী- সঙ্গম করিলেই গোছল ফরজ হইবে। এমাম বোখারি মলিয়াছেন যে, মনি বাহির না হইলে গোছল ফরজ হইবে না। মোহাম্মাদিগণ এমাম বোখারির উক্ত মত ত্যাগ করিয়াছেন।

ছহিহ মোছলেম ;—

اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْخَمَرِ يَتَّخَذُ خِلاًّ فَقَالَ لاَ

জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে সুরা হইতে সিরকা প্রস্তত করিবার বিষয় জিজ্ঞাসা করা হয়, ইহাতে হুজুর বলিয়াছিলেন যে, উহা করিও না।

ছহিহ বোখারি, তৃতীয় খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠাঃ—

قَالَ اَبُوالدَّرْدَاءِ فِى الْمُرَّى ذَبْحُ الْخَمْرِ النِّيْنَانِ وَالشَّمْسُ

"হজরত অবুদ- দারদা (রাঃ) 'মোররির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, মৎস্য ও সূর্য্য সুরাকে পবিত্র করিয়াছে"। এমাম হারবি বলিয়াছেন যে, শাম দেশে সুরা মৎস্যসহ সূর্য্যের উত্তাপে রাখা হয়, উহাতে সুরা সিরকা রূপে পরিণত হয় এবং নেশার লেশমাত্র থাকে না, উহাকে " মোরারি" বলে। হজরত আবুদ দারদা (রাঃ) বলিয়াছেন, মৎস্য ও সূর্য্যের উত্তাপের জন্য সুরা পাক হইয়াছে; এবং হালাল সিরকা হইয়াছে।

ফৎহোল-বারি, ৯ম খণ্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠাঃ—

وكان ابو الدرداء و جماعة من الصحابة يأكلون هذا المرى المعمول بالخمر و ادخله البخارى فى طهارة صيد البحريويد ان السمكطاهر وحلال و ان طهارة وحلة يتعدى الى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس باضافتها اليه طاهرا حلالا،

"হজরত আবুদ দারদা (রাঃ) ও একদল ছাহাবা উপরোক্ত প্রকার সিরকা ভক্ষন করিতেন। এমাম বোখারি সামুদ্রিক শিকারের পবিত্রতার অধ্যায়ে উহা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন; তাহার উদ্দেশ্য এই যে, মৎস্য পাক ও হালাল, উহা লবণের সংযোগে হারাম ও নাপাক বস্তুকে পাক ও হালাল করিয়া থাকে"।

আয়নি, ১০ম খণ্ড, ২২ পৃষ্ঠাঃ--

و فی التوضيح وكان ابوهريرة و ابوالدرداء و ابن عباس وغيرهم من التبعين يأكلون هاذا المرى بالخمر ولا يرون به بأسا ويقال ابوالدرداء انما حرم الله الخمر بعينها و سكرها وما ذبحته الشمس و الملح نحن نأكله و لانرى به بأسا

"তওজিহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, হজরত আবু হোরায়রা, আবুদ-দারদা, এবনো- আব্বাছ (রাঃ) ও অন্যান্য তাবিয়িগণ উক্ত প্রকার সিরকা ভক্ষণ করিতেন এবং উহাতে কোন দোষ ভাবিতেন না। হজরত আবুদ-দারদা (রাঃ) বলিতেন, খোদাতায়ালা প্রকৃত সুরা এবং উহার নেশা হারাম করিয়াছেন। আর যে সুরা লবণসহ সূর্য্যের উত্তাপে রাখা হইয়াছে এবং উহা পবিত্র সিরকা হইয়াছে, আমরা (ছাহাবাগণ) উহা পান করিয়া থাকি এবং উহাতে কোন দোষ ভাবি না"।

কোস্তোলানিতে বর্ণিত আছে যে, হজরত ওমার বেনে আবদুল অজিজ (রাঃ) উহা খাইয়াছিলেন এবং হজরত আবু হোরায়রা (রাঃ) উহা হালাল ও পাক বলিতেন। নবাব ছিদ্দিক হাছান ছাহেব রওজা-নদিয়ার ৩১৫ পৃষ্ঠায় ও মেছকোল-খেতামের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, হজরত আলী ও আএশা (রাঃ) সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করিতেন।

এমাম বোখারি ধারণা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম

(ছঃ) সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এস্থলে নিষেধ - সূচক শব্দে উহার " মকরুহ তঞ্জিহি" হওয়া সাব্যস্ত হয়, হারাম কিম্বা মকরুহ তহরিমি হওয়া সব্যস্ত হয় না; নচেৎ ছাহাবাগণ উহা ভক্ষণ করিতেন না। আরও তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, প্রথম ইসলামে লোকে সুরা পান করিতেন, তৎপরে উহা হারাম হইয়া যায়; সেই সময় জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) লোকের হৃদয় হইতে সুরার লোভ দূরীভুত করণেচ্ছায় উহা হইতে সিরকা প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহার বহু দিবস পরে এই লোভ তাহাদের হৃদয় হইতে একেবারে দূরীভুত হইলে, আর উহাতে দোষ থাকিল না; অতএব তাহার মতে সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা জায়েজ আছে এবং উহা পাক হইয়া থাকে। মোহাম্মদিগণ এস্থলে এমাম বোখারির মত ত্যাগ করিয়াছেন"।

মৌলবি ছিদ্দিক হাছান ছাহেব মেছকোল- খেতাম ও রওজা নদিয়ায় লিখিয়াছেন যে, সুরা হইতে সিরকা প্রস্তুত করা জায়েজ নহে; কিন্তু কাহারও বিনা চেষ্টায় সুরা সিরকা হইয়া গেলে, উহা পাক ও হালাল হইবে। পাঠক, কাহারও চেষ্টায় সুরা সিরকা হইলে, তাহা হারাম ও নাপাক হইবে, আর বিনা চেষ্টায় উহা সিরকা হইলে হালাল ও পাক হইবে, ইহা মোহাম্মদী মৌলবি ছাহাবের নতুন কেয়াছ; আশা করি মোহাম্মদিগণ ইহার প্রমাণ দেখাইবেন।

ছহিহ বোখারি (মিছরি ছাপা) ২৯ পৃষ্ঠাঃ —

اِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى اِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا

" জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, যদি কুকুরে তোমাদের কাহারও পানি-পাত্রে মুখ দেয়, তবে উহা সাতবার ধৌত কর"।

পাঠক, এই হাদিছে প্রমানিত হয় যে, কুকুরের এঁটো পানি নাপাক।

এমাম বোখারি উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি একটী কুকুরকে তৃষ্ণায় মরণাপন্ন দেখিয়া নিজের মোজা দ্বারা পানি উঠাইয়া উহাকে পান করাইয়াছিল;

খোদাতায়ালা এই সৎকার্য্যের জন্য বেহেশতে তাহার স্থান দিয়াছেন।

আরও লিখিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জীবিতকালে কুকুর মছজিদের মধ্যে যাতায়াত করিত, কিন্তু লোকে ঐ মছজিদ পানি দ্বারা পরিস্কার করিতেন না। আরও লিখিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, যদি তুমি শিক্ষিত কুকুর (শিকার করিতে) পাঠাইয়া দাও , এবং সেই কুকুর (কোন প্রাণি) বধ করে, তবে তুমি উহা ভক্ষন কর। এমাম জুহরি বলিয়াছেন , যদি কোন কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিয়া থাকে এবং তথায় উহা ভিন্ন অন্য পানি না থাকে, তবে উহাতে অজু জায়েজ হইবে। এমাম ছুফইয়ান বলিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থা কোরআণের আয়ত হইতে অবিস্কৃত হইয়াছে। ফৎহোল -বারি ও আয়নিতে লিখিত আছে যে, এমাম বোখারি উক্ত কয়েকটী হাদিছের জন্য কুকুরের এঁটো পানি ও প্রস্রাবকে পাক বলিয়াছেন। অরও তিনি ধারণা করিয়াছেন যে, যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়াছেন, কেবল উহার পরিচ্ছন্নতার (পাকিজিগির) জন্য উহা সাত বার ধৌত করিবার হুকুম হইয়াছে, ইহাতে উহার নাপাকি সাব্যস্ত হয় না। ইহা এমাম বোখারির কেয়াছি মত। মোহাম্মদিগণ এমাম বোখারির এই কেয়াছি মত ত্যাগ করিয়াছেন।

পাঠক, হানিফিদের মতে কুকুরের সর্ব্বাঙ্গ নাপাক , উহার এঁটো পানিতে অজু জায়েজ হইতে পারে না, ইহার প্রমান ও এমাম বোখারির কেয়াছের রদ ফৎহোল - বারি ও আয়নিতে বর্ণিত আছে।

ছহিহ তেরমেজি, ২১ পৃষ্ঠাঃ--

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْرَئُنَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَالَمْ يَكُنْ جُنُبًا

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) নাপাক অবস্থা ভিন্ন প্রত্যেক অবস্থায় আমাদিগকে কোর-আণ পড়াইতেন"। এই হাদিছে প্রমানিত হইতেছে যে, নাপাক অবস্থায় কোরআণ পড়া জায়েজ নহে। এমাম তেরমেজি বলিয়াছেন যে, উহা বহুসংখ্যক ছাহাবা ও তাবিয়ীর মত এবং উক্ত হাদিছটী ছহিহ।

এমাম বোখারি লিখিয়াছেন যে, হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ)

ও এবরাহিম নখয়ী নাপাক অবস্থায় কোর-আণ পড়া জায়েজ বলিতেন এবং জনাব হজরত নবি করিম (সঃ) রুমের খৃষ্টান বাদশাহ হেরকলের (হিরাক্লিয়সের) নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, উহাতে কোর-আণ শরিফের দুইটি আয়ত ছিল। এমাম বোখারি নিজ কেয়াছে শেষোক্ত কারণের জন্য প্রথমোক্ত হাদিছটী ত্যাগ করিয়াছেন। ফৎহোল বারি ও আয়নিতে এমাম বোখারির এই কেয়াছি মতের রদ লিখিত আছে। মোহাম্মদিগণ এমাম বোখারির উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) খয়বর বাসী য়িহুদীগণকে ভাগের ভূমি কর্ষন করিতে দিয়াছিলেন। ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে যে, হজরত জাবের (রাঃ) বলেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ভাগের ভূমি কর্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ছহিহ মোছলেমে আছে, হজরত এবনে ওমার (রাঃ) বলেন, আমরা ভাগে ভূমি কর্ষণ করিতে দিতাম, কিন্তু হজরত রাফে (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হজরত নবি করিম (ছাঃ) উহা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, কাজেই উহা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। আরও ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে আছে যে, হজরত এবনো - আব্বাছ (রাঃ) বছিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) উহাতে উত্তম নিয়ম প্রকাশ করিয়াছিলেন, (উহা হারাম নহে)। মূল কথা এই যে, ছহাবাগণ উপরোক্ত ঘটনায় অপন আপন কেয়াছ অনুযায়ি ফৎওয়া দিয়েছেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে, "এক সময় নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু ছাহাবাগণের নিকট পানি ছিল না, কাজেই তাহারা বিনা ওজুতে নামাজ পড়িয়া জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ)নিকট ইহা প্রকাশ করেন, সেই সময় তায়াম্মমের আয়ত নাজিল হয়"।

পাঠক, ছাহাবাগণ উপরোক্ত ঘটনায় পানি অভাবে নিজ নিজ

কেয়াছে বিনা অজুতে নামাজ পড়িয়াছিলেন, তৎপরে তায়াম্মমের আয়ত নাজিল হয়, কিন্তু পানি ও মৃত্তিকা উভয়ের অভাবে বিনা ওজু ও তায়াম্মমে নামাজ পড়িতে হইবে কি না, বা পড়া জায়েজ হবে কি না, ইহা উক্ত হাদিছে বর্ণিত হয় নাই। এমাম বোখারি নিজ কেয়াছে বলিয়াছেন যে, এইরূপ স্থলে বিনা ওজু ও তায়াম্মমে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। মৌলবি আব্বাছ আলি ছাহেব মাছায়েল- জরুরিয়ায় ২১ পৃষ্ঠায় এমাম বোখারির উক্ত কেয়াছি মতের অনুসরণ করিয়াছেন। আর এক দল বিদ্বান বলিয়াছেন যে, বিনা ওজু ও তায়াম্মমে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না, কেননা ছাহাবাগণ বিনা ওজুতে নামাজ পড়িয়া হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে অবগত করাইলে, তায়াম্মমের আয়ত নাজিল হয়; যদি স্থির সিদ্ধান্তমতে বিনা ওজুতে নামাজ পড়া জায়েজ হইত, তবে তায়াম্মমের আয়ত নাজিল হইত না, অতএব বিনা ওজু ও তায়াম্মমে নামাজ জায়েজ হইবে না।

বলুগোল- মারাম ১১২ পৃষ্ঠাঃ--

إِنَّ طَبِيبًا سَأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضِّفْدَعِ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَى قَتْلِهَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَصَحَّحَهُ الْحَكَمُ

"নিশ্চই একজন চিকিৎসক জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ঔষধে ব্যাঙ ব্যবহার করা জায়েজ কি না? ইহাতে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) ব্যাঙ বধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। এমাম আহমদ (রঃ) নিজ 'মছনদে' ইহা বর্ণনা করিয়াছেন এবং এমাম হাকেম ইহাকে ছহিহ বলিয়াছেন"। ছহিহ আবু দাউদ ও নাছায়ীতে উক্ত হাদিছটী বর্ণিত হইয়াছে।

এমাম মোঞ্জারি বলিয়াছেন যে , উপরোক্ত হাদিছে ব্যাঙ ভক্ষন করা হারাম প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবনো- হাজম উহা হারাম বলিয়াছেন। মোহাম্মদী মৌলবি মোহিউদ্দীন ছাহেব ফেকা মোহাম্মদির ১২১পৃষ্ঠায় ও মৌলবি ছিদ্দিক হাছান সাহেব রওজা নাদিয়ার ২০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ব্যাঙ ভক্ষন করা হারাম।

এমাম বোখারি ছহিহ বোখারির তৃতীয় খণ্ড (১৯১ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেনঃ--

وَقَالَ الشَّعْبِىُ لَوْ اَنَّ اَهلِى اَكَلُوْا الضَّفَادِعِ لاَ طَعَمْتُهُمْ

"এমাম শায়াবি বলিয়াছেন যে, যদি আমার গৃহবাসীগণ (স্ত্রী-পুত্র- কন্যা) ব্যাঙ খাইতেন, তবে অমি তাহাদিগকে উহা ভক্ষণ করাইতাম"।

এমাম বোখারি নিজ শিক্ষকের কেয়াছের অনুসরণ করিয়া ব্যাঙ হালাল হইবার মতাবলম্বন করিয়াছেন। ইহা তাহার কেয়াছ।

ছহিহ বোখারি , তৃতীয় খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠাঃ--

عَنْ خَالِدِيْنِ الْوَلِيْدِ قَالَ اُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ مَشْوِىٍّ فَاَهْوَى اِلَيْهِ لِيَاْكُلَ فَقِيْلَ لَهُ اَنَّهُ ضَبٌّ فَاَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ اَحَرَامٌ هُوَ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ لاَ يَكُوْنُ بِاَرْضِ قَوْمِى فَاَجِدُنِى اَعَافَهُ فَاَكَلَ خَالِدُ وَرَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ

"হজরত খালেদ বেনে অলিদ (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব

হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর নিকট একটী ভর্জ্জিত গোসাপ আনায়ন করা হইয়াছিল, হুজুর উহা খাইবার ইচ্ছায় হস্ত লম্বা করিলেন; ইহাতে কেহ তাহাকে বলিল, উহা গোসর্প, এতচ্ছ্রবণে হুজুর হাত টানিয়া লইলেন; হজরত খালেদ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা কি হারাম? হুজুর বলিলেন হারাম নহে, কিন্তু উহা আমার স্বজাতির দেশে নাই, সেই হেতু আমি উহা ঘৃনা করি তৎপরে হজরত খালেদ (রাঃ) তাহার সাক্ষাতে উহা খাইলেন এবং রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

এমাম বোখারি এই হাদিছ অনুযায়ি উহা হালাল হইবার মত ধারণ করিয়াছেন। মোহাম্মদী মৌলবি মহইউদ্দীন ছাহেব ফেকা মোহাম্মদীর ১২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, গোসর্প হালাল।

মোয়াত্তায় মোহাম্মদ, ২৮১ পৃষ্ঠাঃ—

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ اُهدِىَ لَهَا ضَبٌّ فَاَتَاهَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلَتْهُ عَنِ اَكلِهِ فَنَهَا هَا عَنْهُ فَجَائَتْ سَائِلَةٌ فَاَرَادَتَانِ تُعَمْهَا اِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَتَطْعَمِيْنَهَا مِمَّا لاَ تَاْكُلَيْنِ .. عَنْ عَلِىٍّ اِبنِ اَبِى طَالِبٍ كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ اَنَّهُ نَهَى عَنْ اَكلِ الضَّبِّ

হজরত আ... সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহার নিকট একটি গোসর্প উপহার স্বরূপ আনীত হইয়াছিল, তৎপরে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তাহার নিকট আগমন করিলেন, ইহাতে তিনি উহা খাইবার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর তাহাকে উহা খাইতে নিষেধ

করিলেন। অনন্তর একজন ভিক্ষাকারিণী স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল, হজরত আএশা ছিদ্দিকা (রাঃ) তাহাকে উহা ভক্ষণ করাইতে ইচ্ছা করিলেন, ইহাতে হুজুর তাহাকে বলিলেন, যাহা তুমি ভক্ষণ কর না, তাহা ভিক্ষাকারিণীকে ভক্ষণ করাইতে চাইতেছ?

আরও হজরত আলি (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি উহা খাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ছহিহ আবু দাউদ, ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠাঃ—

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ اَكْلِ الضَّبِّ

"নিশ্চই জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) গোসর্প খাইতে নিষেধ করিয়াছেন"। এমাম এবনে হাজার এই হাদিছটি হাছান (উত্তম) বলিয়াছেন, এবং ইহার ছনদ বিষয়ে প্রতিপক্ষদের আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন।

এমাম আহমদ এবনে হাব্বানও তাহাবি বর্ণনা করিয়াছেন,— "ছাহাবাগণ এক স্থানে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গোসাপ রন্ধন করিতেছিলেন, ইহাতে জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছিলেন যে, এক দল ইস্রায়িল বংশীয় লোক চতুস্পদ জন্তু হইয়া গিয়াছে, আমি অশঙ্কা করি যে, তাহারা গোসাপ হইতেও পারে, উহা নিক্ষেপ কর।" এমাম আজম (রঃ) এই সমস্ত হাদিছের জন্য গোসাপ ভক্ষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি, তৃতীয় খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠাঃ—

وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسُّلْحَفَاةِ بَأْسًا وَرَكِبَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلٰى سَرْجٍ مِنْ جُلُوْدِ كِلَابِ الْمَاءِ

হাছান (বাছারি) কচ্ছপ হালাল বলিয়াছেন। হজরত হাছান (রঃ) সামুদ্রিক কুকুরের চর্ম্ম নির্ম্মিত জিনের উপর আরোহণ করিয়াছিলেন"।

আরও তিনি লিখিয়াছিলেন;–

قَوْلُهٗ تَعَالٰی اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ـ قَالَ شُرِيْحُ كُلُّ شَيْءٍ فِى الْبَحْرِ مَذْبُوْحٌ

খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, তোমাদের জন্য সমুদ্রের শীকার করা হালাল করা হইয়াছে। শোরায়হা বলিয়াছেন, সমুদ্রের প্রত্যেক জন্তু জবেহ করা হইয়াছে।

বলগোল মারাম, ২য় পৃষ্ঠাঃ–

اَلطَّهُوْرُ مَاؤُهٗ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهٗ اَخْرَجَهُ الْاَرْبَعَةُ

"এমাম অবু দাউদ, তেরমজি, নাছায়ী ও এবনে মাজা বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, সমুদ্রের পানি পাক এবং উহার মৃত জীব হালাল"।

মোহাম্মদী মৌলবি ছিদ্দিক হাছান বলিয়াছেন যে, সামুদ্রিক কুকুর ও শূকর হালাল।

পাঠক, এমাম বোখারির কথায় বুঝা যায় যে, কুম্ভির, হাঙ্গর, কচ্ছপ ও কাঁকড়া ইত্যাদি সমস্ত সামুদ্রিক জন্তু হালাল। মৌলবি ছিদ্দিক হাছান ছাহেবের মতে সমুদ্রের কুকুর ও শূকর হালাল।

তফছির- মাদারেক, ১ম খণ্ড,২৩৭ পৃষ্ঠাঃ–

احل لكم صيد البحر مصيدات البحر مما يؤكل و مما لا يؤكل و طعامه و ما يطعم من صيده والمعنى احل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد فى البحر و حل لكم اكل الماكولين منه و هو السمك وحده

"তোমাদের জন্য সমুদ্রের শীকার করা ও খাদ্য হালাল করা হইয়াছে।" ইহার সার মর্ম্ম এই যে, সমুদ্রের কতক জীব খাদ্য এবং কতব অখাদ্য, কেবল মৎস্য খাদ্য উহা ভক্ষণ করা হালাল; কিন্তু খাদ্য কিম্বা অখাদ্য প্রত্যেক জীব কোন উপকারের জন্য শিকার করা হালাল হইয়াছে। অতএব যদিও সামুদ্রিক প্রত্যেক জীব শিকার করা হালাল হইয়াছে, তথচ মৎস্য ব্যতীত কোন বস্তু হালাল হইবে না।

আয়নি, ১০ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠাঃ--

وَ عِنْدَنَا يَكْرَهُ اَكْلُ مَا سِوَى السَّمَكِ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ كَالسَّرْطَانِ وَالسُّلْحَفَاةِ وَالضَّفَدِعِ وَ خِنْزِيْرِ الْمَاءِ وَاحْتَجُّوْا بِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ) وَ مَا سِوَى السَّمَكِ خَبِيْثٌ

" হানাফি মজহাবে মৎস্য ভিন্ন সামুদ্রিক সমস্ত জীব মকরুহ (তহরিমি বা নাজায়েজ), যথা, কাঁকড়া, কচ্ছপ, ব্যাঙ ও সমুদ্রের শূকর। তাহাদের দলীল এই আয়তঃ-- " তিনি তাহাদের উপর ঘৃণিত বস্তু সকল হারাম করেন"। মৎস্য ভিন্ন সামুদ্রিক সকল জীব ঘৃণিত"।

ছহিহ বোখারি ৪র্থ খণ্ড, ১২৪ পৃষ্ঠাঃ--

وَاِنْ قِيْلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمَرَ اَوْ لَتَاْ كُلَنَّ الْمَيْتَةَ (اِلَى) اَوْ لَتَقْتُلَنَّ اَخَاكَ فِى اْلاِسْلاَمِ وَسِعَهُ ذَلِكَ . اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَسْلِمُهُ

এমাম বোখারি বলিয়াছেন;— যদি কেহ কোন লোককে বলে যে, তুমি মদ্য পান কর, কিম্বা মৃত জীব ভক্ষণ কর, নচেৎ একজন মুসলমান ভ্রাতার প্রাণ বধ করিব, তবে তাহার পক্ষে মদ্য পান ও মৃত ভক্ষণ করা জায়েজ হইবে। তিনি এই প্রস্তাব প্রমাণর্থে এই হাদিছটী পেশ করিয়াছেন; " জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই, একজন অন্যের উপর অত্যাচার করিবে না, একে অন্যকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করিবে না"।

পাঠক, জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ)বলিয়াছেন,—

لاَ طَاعَةُ لِلْمَخْلُوقِ فِى مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"খোদাতায়ালার হুকুম লঙ্ঘন করিয়া মানুষের হুকুম মান্য করিবে না।" এমাম আজম (রঃ) এই হাদিছ অনুযায়ী বলিয়াছেন যে, পাপ কার্য্য করিয়া পরের উপকার করিবে না। অবষ্য মুসলমানের সাহায্য করিবার হুকুম আছে, কিন্তু মদ্য পান বা মৃত জন্তু ভক্ষণ করিয়া সাহায্য করিবার হুকুম নাই। অতএব এমাম বোখরির কেয়াছ বাতীল।

৩২শ দলীল, আলেমগণের নাছেখও মনছুখ আয়াতে কেয়াছি মতভেদ।

কোরআণ ছুরা নুর;—

اَلزَّانِى لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا اِلاَّ زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

"ব্যভিচারী পুরুষ, ব্যভিচারীণী কিম্বা অংশীবাদিনী (মোশরেকা)

স্ত্রীলোককেই নিকাহ করিবে। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক, ব্যাভিচারী কিম্বা মোশরেক পুরুষের সহিত নিকাহ করিবে। ইমানদারদের উপর উহা হারাম করা হইয়াছে''।

তফছির আহমদী ১২ পৃষ্ঠাঃ--

فَهُوَا مَنْسُوْخٌ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى وَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِ كُمْ وَ اِمَاءُ كُمْ فَاِنَّهٗ اَمَرَ لِلْاَوْلِيَاءِ بِالنِّكَاحِ الصَّالِحِيْنَ مِنَ الْعَبِيْدِ وَ الْاِمَاءِ سَوَاءٌ كَانَ مَعَ الصَّالِحِيْنَ مِنْهَا اَوْلَا

উপরোক্ত আয়াতে বুঝা যায় যে, ব্যাভিচারী পুরুষ কিম্বা ব্যাভিচারিণী স্ত্রীলোকের সহিত সৎপুরুষ কিম্বা সাধ্বী স্ত্রীলোকের নিকাহ হারাম; কিন্তু উক্ত আয়তের হুকুম নিম্নোক্ত আয়ত দ্বারা মনছুখ হইয়াছে,- " তোমরা তেমাদের বিধবা স্ত্রীদিগকে এবং সৎ দাস ও সাধ্বী দাসীদিগকে নিকাহ দাও''। এই আয়তে আল্লাহতায়ালা ওলি (কর্ত্তপক্ষ) গণের উপর সৎ দাস ও সাধ্বী দাসীদিগকে নিকাহ দিবার হুকুম করিয়াছেন, কিন্তু সৎপুরুষ কিম্বা সাধ্বী স্ত্রীলোকদের সহিত হউক বা নাই হউক, তাহার কোনই কথা বলেন নাই।

ইহাতে প্রমানিত হয় যে, ফাছেকের সহিত নিকাহ করা জায়েজ হইবে, অতএব প্রথম আয়ত মনছুখ হইয়াছে।

তফছির খাজেনে লিখিত আছে, একদল আলেম বলিয়াছেন যে, উহা কোন বিশিষ্ট দলের জন্য হুকুম হইয়াছিল, উহা সাধারণ মুসলমানের জন্য হুকুম নহে। আর একদল আলেম বলেন যে, এই

হুকুম মনছুখ হইয়াছে। অন্য একদল আলেম উক্ত আয়তের অন্য প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন–

ছহিহ বোখারি, ৩য় খণ্ড, ৬৫ পৃষ্ঠাঃ–

وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْن عَنْ اِبْنِ عُمَرَ
رضى هِىَ مَنْسُوْخَةٌ ـ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَ عَلَى
الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ كَانَ مَنْ اَرَادَ اَنْ
يُّفْطِرَ وَ يَفْتَدِىْ حَتّٰى نَزَلَتِ الْاٰيَةُ اَلَّتِى بَعْدُ فَنَسَخَتْهَا ـ
عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَ عَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ قَالَ اِبْنِ عَبَّاسٍ لَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٍ
هِىَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَ مَرْاَةُ الْكَبِيْرَةِ لاَ يَسْتَطِيْعَانِ اَنْ
يَّصُوْمَا فَلْيَطْعَمَا مَاكَانَ كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا

খোদাতায়ালা কোর-আণ শরিফে বলিয়াছেন, "যাহারা রোজা করিতে অক্ষম হয়েন, তাহাদের উপর রোজার পরিবর্ত্তে একজন দারিদ্রের আহারীয় বস্তু (দান করা) ওয়াজেব" হজরত ছালামা (রাঃ) বলেন, উক্ত আয়ত অবতীর্ণ হইলে কেহ কেহ রোজা করিয়া তৎপরিবর্ত্তে দরিদ্রকে খাদ্য বস্তু দান করিত, তৎপরে এই আয়ত অবতীর্ণ হয়,–'যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে রমজান মাস পাইবে, তাহাকে রোজা করাই আবশ্যক"। এই আয়াত নাজিল হওয়ায় প্রথম আয়াত মনছুখ হইয়াছে, অতএব রমজান মাসে রোজা করিতেই হইবে। হজরত এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন যে, এই আয়ত দ্বারা প্রথম আয়ত মনছুখ হইয়াছে। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, প্রথম আয়ত মনছুখ হয় নাই, তবে উহার মর্ম্ম এইরূপ হইবে,– "যাহারা রোজা করিতে অক্ষম, তাহারাই রোজার পরিবর্ত্তে এক একজন দরিদ্রকে আহার করাইবে"। অতি বৃদ্ধ পুরুষ বা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক যাহারা রোজা করিতে অক্ষম তাহারাই প্রত্যেক রোজার পরিবর্ত্তে এক এক দরিদ্রকে আহার করাইবে।

ছহিহ বোখারি, ৩য় খণ্ড, ৬৬ পৃষ্ঠাঃ–

عَنْ اَبْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ اُنْزِلَتْ اٰيَةُ الْمُتْعَةُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْاٰنَ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهَا حَتّٰى مَاتَ قَالَ رَجُلَ بَرَائَهُ مَاشَاءَ قَالَ مُحَمَّدُ يُقَالُ اَنَّهُ عُمَرُ

" হজরত এমরান বেনে হোছএন (রাঃ) বলিয়াছেন যে, কোর-আণ শরিফে মোতা নিকাহের আয়ত নাজিল হইয়াছিল, আমরা (ছাহাবাগণ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এর সঙ্গে উহা করিয়াছি এবং উহা হারাম ও নিষেধ করিবার জন্য কোর-আণের আয়ত নাজিল হয় নাই, এমন কি জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) (এই অবস্থায়) এন্তেকাল করিয়াছেন। এক ব্যক্তি নিজ কেয়াছে স্বেচ্ছানুযায়ী একরূপ বলিয়াছেন, অর্থাৎ হজরত ওমার (রাঃ) নিজ কেয়াছে উহা হারাম করিয়াছেন" যদি কেহ কোন স্ত্রীলোককে বলে, এত দিবসের সুখ সম্ভোগের জন্য তোমার সহিত নিকাহ করিতেছি, এই মিয়াদি নিকাহকে " মোতা নিকাহ" বলে।

ছহিহ বোখারি, তৃতীয় খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠাঃ—

سَمِعْتُ اِبْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ مِنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ فَوَلّٰى لَهُ اِنَّمَا ذَلِكَ فِى الْحَالِ الشَّدِيْدِ وَفِى النِّسَاءِ قِلَّةٌ اَوْ نَحْوُهُ فَقَالَ اِبْنِ عَبَّاسٍ نَعَمْ

" রাবি বলেন, আমি শুনিয়াছি, লোকে হজরত এবনো আব্বাছ (রাঃ) কে মোতা নিকাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি মোতা নিকাহ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার একজন আজাদ (মুক্তি প্রাপ্ত) গোলাম বলিলেন, যে সময় লোকের আর্থিক অবস্থা শোচনিয় ছিল এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম ছিল বা এইরূপ কোন আপত্তি ছিল, সেই সময় মোতা নিকাহ হালাল হইয়াছিল, তদুত্তরে উক্ত ছাহাবা বলিলেন, ইহাই সত্য"।

মূল কথা এই যে, হজরত এবনো অব্বাছ (রাঃ) ধারণা

করিয়াছিলেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মানুষের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা কম হইবার সময় মোতার অনুমতি দিয়াছিলেন। আর তিনি লোকের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল হওয়ার ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার সময় উহা নিষেধ করিয়াছিলেন। এখনও প্রথম অবস্থায় মোতা নিকাহ হালাল হইবে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় উহা হারাম হইবে।

আরও ১৫২/১৫৩ পৃষ্ঠাঃ—

وَ بَيَّنَهُ عَلِىٌّ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اَنَّهُ مَنْسُوْخٌ

-- اِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ

" হজরত আলি (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চই মোতা নিকাহের হুকুম মনছুখ হইয়াছে। আরও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) মোতা নিকাহ নিষেধ করিয়াছেন"।

মূল কথা এই যে, হজরত আলি (রাঃ) সর্ব্বতোভাবে মোতা (মিয়াদি) নিকাহ হারাম সাব্যস্ত করিয়াছেন। ছুন্নি আলেমগণ এই মতাবলম্বন করিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি, ৩য় খণ্ড, ১৭০ পৃষ্ঠাঃ—

قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

খোদতায়ালা কোর-আণ শরিফে প্রকাশ করিয়াছেন; তোমরা মোশরেক স্ত্রীলোকগণের সহিত নিকাহ করিও না যতক্ষণ না তাহারা ইমান গ্রহণ করে।

আরও উক্ত পৃষ্ঠাঃ—

اِنَّ اِبْنِ عُمَرَ كَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْيَهُوْدِيَّةِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ لَا اَعْلَمُ مِنَ الْاِشْرَاكِ شَيْأً اَكْبَرُ مِنْ اَنْ تَقُوْلُ الْمَرْاَةُ رَبَّهَا عِيْسَى وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ

" নিশ্চই লোকে হজরত এবানে ওমার (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করিতেন যে, খৃষ্টান ও য়িহুদি স্ত্রীলোকের সহিত নিকাহ করা জায়েজ আছে কি না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, নিশ্চই খেদাতায়ালা মোশরেক স্ত্রীলোকদিগকে ইমানদার পুরুষদের উপর হারাম করিয়াছেন।

যে স্ত্রীলোকটী খোদার সৃষ্ট মানবকুলের মধ্যে একজন মানুষ হজরত ইছা (আঃ) কে আপন প্রতিপালক (খোদা) বলিয়া থাকে, আমি তাহা অপেক্ষা প্রধান মোশরেকা কাহাকেও জানি না"।

মূল কথা এই যে, হজরত এবনে ওমারের (রাঃ) মতে উপরোক্ত আয়ত অনুযায়ী য়িহুদি ও খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদের সহিত মুসলমানদিগের নিকাহ হালাল নহে। আরও হজরত এবনে ওমার (রাঃ) ছুরা মায়েদার যে আয়তে য়িহুদী ও খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিকাহ হালাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, উক্ত আয়তকে মনছুখ ধারণা করিয়াছেন। এমাম বোখারি এই মতাবলম্বন করিয়াছেন।

আয়নিঃ—

رُوِىَ اِبْنِ اَبِى حَاتِمٍ بِاِسْنَادِهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ اَلْاَيَةُ (وَ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتُ حَتّٰى يُؤْمِنَّ) قَالَ فَحَجَّرَ النَّاسُ عَنْهُنَّ حَتّٰى نَزَلَتِ اَلاَيَةُ اَلَّتِى بَعْدَهَا(وَالْمُحْصَانَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ) فَنَكَحَ النَّاسَ نِسَاءٌ اَهْلُ الْكِتَابِ

এমাম এবনে আবি হাতেম নিজ ছনদে হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন , যে সময় মোশরেকা স্ত্রীলোকদিগের সহিত নিকাহ করা নিষিদ্ধ হইবার আয়ত নাজিল

হইয়াছিল, সেই সময় মুসলমানগণ উক্ত নিকাহ্ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎপরে খোদাতায়ালা এই আয়ত নাজিল করিলেন যে, "তোমাদের পুর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থধারিদের (আহলে কেতাবদের) স্ত্রীলোকগণ তোমাদের জন্য হালাল হইয়াছে"। সেই সময় মুসলমানগণ য়িহুদী ও খ্রীষ্টান স্ত্রীলোকদের সহিত নিকাহ করিতে আরম্ভ করিলেন।

ছহিহ্ বোখারী, ৩য় খণ্ড, ৭৪ পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَ اِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُو الْقُرْبٰى وَ الْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنَ قَالَ هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوْخَةٌ

কোর-আণ,—"যখন (মৃতের অর্থ) বণ্টন হইবার সময় আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন সন্তান এবং দরিদ্র সকল উপস্থিত হয়, তখন উহা হইতে কিছু তাহা দিগকে দান করে।"

হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, উক্ত আয়াতটি মনছুখ হয় নাই,(অতয়েব তাঁহার মতে মৃতের সম্পত্তি বণ্টন করিবার সময় উহার কিছু আংশ দরিদ্র, এতিম ও মহরুম (বঞ্চিত) স্বজনগণকে দেওয়া অবশ্যক।

তফছির খজানের ৩৪৮ পৃষ্ঠায় লিখত আছে যে, হজরত আবু মুছা, হাছান, আবুল আলিয়া, শায়াবী, আতা, ছইদ বেনে জোবায়ের, মোজাহেদ, নখয়ী এবং জুহরি বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়ত মনছুখ হয় নাই। আর এবনে মোছাইয়েব, একরামা, জোহাক ও কাতাদা বলেন, উহা মনছুখ হইয়াছে। এক দল আলেম বলিয়াছেন, উক্ত হুকুম পালন করা ওয়াজেব; আর এক দল বলেন, উহা মোস্তাহাব হুকুম।

ছহিহ বোখারি , ৩য় খণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠাঃ—

فَقَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهٗ جَهَنَّمُ هِيَ اٰخِرُ مَا نَزَلَ وَمَا نَسَخَهَا شَيْءٌ

কোর-আণ শরিফে বর্ণিত হইয়াছে যে, " যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন ইমানদারের প্রাণবধ করে, তাহার শাস্তি এই যে, সে চিরকাল দোজখে থাকিবে"। হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এই আয়তটী শেষে নাজিল হইয়াছে এবং উহা মনছুখ হয় নাই।

তফছির খাজেনের প্রথম খণ্ডে (৪১৬ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত আছে যে, হজরত এবনে মছউদ ও জায়েদ বেনে ছাবেত উপরোক্ত মতাবলম্বন করিয়াছিলেন।

ছাহাবা ও তৎপরবর্ত্তী বহুসংখ্যক বিদ্বান বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়াত মনছুখ হইয়াছে, কেননা খোদাতায়ালা বলিয়াছেন--

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ

"নিশ্চই আল্লাহতায়ালা তাহার সঙ্গে অংশী (শরিক) স্থাপন করাকে ক্ষমা করেন না এবং এতদ্ব্যতীত যাহাকে ইচ্ছা করেন, ক্ষমা করেন"।

ছহিহ মোছলেম—

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি খোদাতায়ালার সঙ্গে কোন বস্তুর শরিক না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করিবে"।

উপরোক্ত বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়ত ও হাদিছে প্রমানিত হইতেছে যে, মানুষ শেরক (কাফিরি) ব্যতীত অন্য কোন গোনাহতে চির জাহান্নামী হইবে না।

৩৩শ দলীল

আলেমগণের আয়াত ও হাদিছের মর্ম্ম নির্ব্বাচনে কেয়াছি মতভেদ

কোর- আণ ঃ—

اَوْلاَ مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا

" কিম্বা যদি তোমারা স্ত্রীলোকদিগকে স্পর্শ কর এবং পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র ভূ- পৃষ্ঠের উপর তায়াম্মম কর"। এই আয়তে স্ত্রীলোককে স্পর্শ করার মর্ম্ম কি, ইহাতে ছাহাবাগণের মতভেদ হইয়াছে।

এমাম মালেক ও দারকুৎনি বর্ণনা করিয়াছেন, হজরত এবনে ওমার, এবনে মছউদ ও ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, আয়তের মর্ম্ম এই যে, যদি কেহ স্ত্রীলোকের শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করে, তবে উহাতে অজু ভঙ্গ হইয়া যায়, আর যদি এই অবস্থায় পানির অভাব হয়, তবে তায়াম্মম করিবে।

ছহিহ বোখারি, ৩য় খণ্ড, ৭৮ পৃষ্ঠা—

وَ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ لَمَسْتُمْ وَ تَمَسُّوْهُنَّ وَاللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَالْاِفْضَاءُ النِّكَاحِ

" হজরত এবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, উক্ত আয়তের মর্ম্ম এই যে, যদি তোমারা স্ত্রী- সঙ্গম কর, তৎপরে পানি না পাও,

তবে তায়ম্মম কর"। মূল কথা এই যে, স্ত্রীলোকের শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করিলে, অজুভঙ্গ হইবার মত উক্ত আয়ত হইতে প্রমাণিত হয় না।

ছহিহ বোখারি, ১ম খণ্ড, ৬৪পৃষ্ঠা ঃ—

عَنْ عَائِشَةَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِى فَقَبَضْتُهُمَا

হজরত আএশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) (তাহাজ্জোদ) নামাজ পড়িতেন এবং আমি তাহার ও কেবলার মধ্যে (সম্মুখে) শুইয়া থাকিতাম, তৎপরে যে সময় তিনি ছেজদা করিতে ইচ্ছা করিতেন, আমার দুই পায়ে হাত দিয়া নাড়াইতেন, ইহাতে আমি উহা টানিয়া লইতাম"। এই হাদিছে প্রমাণিত হয় যে, কেহ স্ত্রীলোকের শরীরের কোন অংশ স্পর্শ করিলে, অজু নষ্ট হইবে না।

ছহিহ বোখারি , তৃতীয় খণ্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা—

اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ اَرَاَيْتِ قَوْلَ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَا اَرَى عَلٰى اَحَدٍ شَيْئًا اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كَانَتْ كَمَا يَقُوْلُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

কোর- আন শরিফে বর্ণিত আছে, "নিশ্চই 'ছাফা' ও 'মারওয়া' (পর্ব্বতদ্বয়) খোদাতায়ালার (নিরূপিত) চিহ্ন, যে ব্যক্তি কাবা শরিফে হজ্জ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে উক্ত পর্ব্বতদ্বয় প্রদক্ষিন করাতে কোন গোনাহ হইবে না"।

উক্ত কথার মূল মর্ম্ম এই যে, (হজরত) ওরওয়া (রাঃ) বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত আয়ত হইতে প্রমানিত হইয়াছে যে, হজ্জ করিবার সময় ছাফা ও মারওয়া নামক পাহাড়দ্বয়ের মধ্যস্থলে দৌড়ানো জায়েজ আছে, কিন্তু ওয়াজেব নহে। হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, উহা মোবাহ কার্য্য নহে, বরং ওয়াজেব কার্য্য। যদি উহা কেবল মোবাহ হইত, তবে খোদাতায়ালা বলিতেন, ছাফা ও মারওয়ায় প্রদক্ষিণ না করিলে, গোনাহ হইবে না।

ছহিহ বোখারির ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা—

اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ

"নিশ্চই মৃত ব্যক্তি তাহাদের জুতার শব্দ শুনিতে পায়"।

قَالَ اِطَّلَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى اَهْلِ الْقَلِيْبِ فَقَالَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فَقِيْلَ لَهُ اَتَدْعُوْ اَمْوَاتًا فَقَالَ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ مِنْهُمْ وَلَكِنَّ لاَ يُجِيْبُوْنَ

(হজরত) এবনে ওমার (রাঃ) বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বদর কুপে (নিপাতিত) লোকদের নিকট পৌঁছিয়া বলিলেন, খোদাতায়ালা তোমাদিগকে যে (শাস্তির) সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা সত্যই পাইয়াছ? লোকে হুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

আপনি মৃতদিগকে ডাকিতেছেন? তদুত্তরে হুজুর বলিলেন, তোমরা তাহাদের অপেক্ষা বেশি শুনিতে পাও না, কিন্তু তাহারা উত্তর দিতে সক্ষম নহেন।

উক্ত পৃষ্ঠা—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّمَا قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اِنَّهُمْ لَيَعْلَمُوْنَ الْاٰنَ اَنَّ مَا كُنْتُ اَقُوْلُ حَقٌّ وَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتٰى

"হজরত আএশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, নিশ্চই খোদাতায়ালা বলিয়াছেন "নিশ্চই তুমি (ইয়া মোহাম্মদ) মৃতদিগকে শুনাইতে পারিবে না"। (এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, মৃতেরা কিছু শুনিতে পায় না)। আর জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, মৃতেরা এখন জানিতে পারিতেছে যে, আমি যাহা বলিতাম, তাহা সত্য"।

মূল কথা এই যে, হজরত আএশা (রাঃ) প্রথমোক্ত হাদিছের অন্য প্রকার মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, কিম্বা উহা হাদিছ বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

ছহিহ বোখারি, ১ম খণ্ড, ১৪২/১৪৩ পৃষ্ঠা—

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم اَلْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ

"হজরত ওমার (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, মৃত ব্যক্তি গোরের মধ্যে জীবিতদের রোদন করার জন্য শাস্তি ভোগ করে"।

এমাম বোখারি হজরত এবনে ওমার (রাঃ), মোগিরা ও শোবা

হইতে ঐরূপ হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন।

ছহিহ বোখারি--

فَقَالَتْ تَرَحَّمَ اللّٰهُ عُمَرَ وَاللّٰهِ مَا حَدَّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَنَّ اللّٰهَ لَيُعَذِّبُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ عَلَيْهِ وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَزِيْدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهٖ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبُكُمُ الْقُرْاٰنُ لَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰى قَالَتْ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى يَهُوْدِيَّةٍ يُبْكٰى عَلَيْهَا فَقَالَ اِنَّهُمْ يَبْكُوْنَ عَلَيْهَا وَاِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِىْ قَبْرِهَا

(হজরত) আএশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলিয়াছেন, খোদাতায়ালা হজরত ওমারের (রাঃ) উপর দয়া করুন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছাঃ) বলেন নাই যে, খোদাতায়ালা ইমানদার পুরুষকে তাহার গৃহবাসীদের রোদন করার জন্য শাস্তি দিবেন; কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা কাফেরকে তাহার গৃহবাসীদের রোদনের জন্য বেশী শাস্তি দিবেন। হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, (এ বিষয়ে) কোর- আনের এই আয়ত তোমাদের জন্য যথেষ্ট হইবে- "কোন বহনকারী অন্যের ভার বহন করিবে না" (অথাৎ একজন অন্যের গোনাহ লইবে না)। হজরত একটি য়িহুদী স্ত্রীলোকের নিকট গিয়াছিলেন-যাহার জন্য লোকে রোদন করিতেছিল, ইহাতে হুজুর বলিয়াছিলেন, "তাহারা এই স্ত্রীলোকটীর জন্য রোদন করিতেছে, আর নিশ্চয় উক্ত স্ত্রীলোকটি গোরের মধ্যে শাস্তি ভোগ করিতেছে"।

আরও উক্ত পৃষ্ঠা--

قَوْلُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ اِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ فَاِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ سُنَّتِهِ فَهُوَ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ اَنَّهُ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى

এমাম বোখারি বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, মৃতের জন্য গৃহবাসীদের এক প্রকার রোদনে উহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয়। আর কোর-আন শরিফে আছে, একজন অন্যের গোনাহ বহন করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি রোদন - ক্রন্দন করা মৃত ব্যক্তির অভ্যাস থাকে, তবে গৃহবাসীদের রোদন করায় তাহাকে শাস্তি লইতে হইবে, আর যদি উহা তাহার অভ্যাস নাথাকে, তবে হজরত অএশার (রাঃ) মতানুযায়ী তাহাকে শাস্তি লইতে হইবে না।

এমাম নবাবি বলিয়াছেন, অধিকাংশ বিদ্বান বলিয়াছেন, হাদিছটীর মর্ম্ম এই যে, যে ব্যক্তি গৃহবাসীদিগকে নিজের মৃত্যুর পর উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিবার ওছিয়ত করিয়া যায়, তাহাকে এই রোদনের জন্য শাস্তি লইতে হইবে। আর এক দল আলেম বলিয়াছেন, যদি উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিবার ওছিয়ত করিয়া যায়, কিম্বা উচ্চ শব্দে রোদন করিতে নিষেধ না করিয়া যায়, তবে এই রোদনের শাস্তি লইতে হইবে, নচেৎ না। অন্য এক দল বিদ্বান বলিয়াছেন, জীবিত লোকেরা উচ্চৈঃশ্বরে রোদন করিয়া থাকে, মৃতেরা উহা শুনিয়া বেশি কষ্ট বোধ করে , ইহাই হাদিছের মর্ম্ম।

৩৪ শ দলীল

আলেমগণের কেয়াছে কতক বিশিষ্ট হুকুম সাধারণ হুকুমে পরিণত হইয়াছে।

কোর-আণ ছুরা নেছা–

وَ رَبَائِبُكُمُ الاَّتِى فِى حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِّسَاءِ كُمُ اللاَّتِى دَخَلْتُمْ بِهِنَّ

" আর তোমরা যে স্ত্রীলোকদিগের সহিত সঙ্গম করিয়াছ, তাহাদের যে কন্য সকল তোমাদের ক্রোড়ে (প্রতিপালিত) হইয়াছে, উক্ত কন্যা সকল তোমাদের পক্ষে হারাম করা হইয়াছে"।

এই আয়াতে বুঝা যাইতেছে যে, আপন পত্নীর অন্য স্বামীর পক্ষ হইতে যে কন্যা থাকে, যদি সেই কন্যা এই ব্যক্তির ক্রোড়ে প্রতিপালিত না হয়, তবে হারাম হইবে না, কিন্তু আলেমগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন, যে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা হইয়াছে, তহার কন্যা ইহার নিকট প্রতিপালিত হউক আর নাই হউক হারাম হইবে।

কোর-আণ ছুরা বনি ইস্রায়িল–

وَ لاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ

"তোমরা তোমার সন্তান সন্ততিকে দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করিও না"।

ইহার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, দারিদ্রের ভয়ে সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ , কিন্তু অন্য কারণে উহা জায়েজ হইবে। আলেমগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন, কোন কারণেই সন্তান হত্যা জয়েজ হইবে না।

কোর-আণ ছুরা নূর--

وَ لاَ تُكْرِهُوْا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا

" তোমরা তেমাদের দাসীদিগের প্রতি ব্যভিচারের জন্য বল প্রয়োগ করিও না - যদি তাহারা পবিত্রতার চেষ্টা করে''। এই আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, যদি দাসীরা পবিত্রতার ইচ্ছা না করে, তবে ব্যভিচারের জন্য তাহাদিগের উপর বল প্রয়োগ করা জায়েজ আছে, কিন্তু আলেমগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, তাহারা পবিত্রতার ইচ্ছা করুক আর নাই করুক , ব্যভিচারের জন্য তাহাদের উপর বল প্রয়োগ করা জায়েজ নহে।

কোর-আণ ছুরা আল- এমরান ঃ---

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَاْكُلُوْا الرِّبَا اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً

"হে বিশ্বাসীগণ (ইমানদারগণ), তোমরা দ্বিগুনের পর দ্বিগুণ সুদ খাইও না''।

উক্ত আয়তের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, দ্বিগুনের কমে সুদ খাওয়া জায়েজ আছে; কিন্তু আলেমগণ বলিয়াছেন, তিল পরিমান সুদ গ্রহণ করাও হালাল নহে।

কোর-আণ ছুরা বাকারা--

وَ لاَ تَكُوْنُوْا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهٖ

" এবং তোমরা কোর-আন শরিফের প্রথম অমান্যকারী হইও না।'' ইহার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায়তেছে যে, কোরআণ শরিফকে শেযে অমান্য করা যায়, কিন্তু আলেমগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন, কোন সময়ে কোর-আন শরিফ অমান্য করা যায় না।

কোর-আন ছুরা নেছা;—

وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ
تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

" আর যে সময় তেমরা ভূতলে পর্য্যটন (ছফর) কর, তখন কাফেরগণ তোমাদিগকে বিপন্ন করিবে এই আশঙ্কা করিলে নামাজের কছর (কম) করায় তোমাদের প্রতি গোনাহ নাই"। এই আয়াতের মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, ছফরে কাফেরদিগের অত্যাচারের আশঙ্কা না হইলে কছর নামাজ পড়া জায়েজ নহে ; কিন্তু আলেমগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, ছফরে কাফেরদের অত্যাচারের আশঙ্কা হউক আর নাই হউক, কছর করা জায়েজ আছে।

কোর - আন ছুরা নেছা;—

وَ اِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ الخ

"এবং যখন তুমি (ইয়া মহম্মদ,) তাঁহাদের (মুসলমানদের) মধ্যে থাক এবং তাঁহাদের জন্য নামাজ প্রতিষ্ঠিত (কায়েম) কর, তখন এই ভাবে ভয়ের নামাজ পড়।"

ইহাতে বোঝা যাইতেছে যে, জনাব হজরত নবিয়ে করিমের (ছাঃ) অবর্ত্তমানে খওফের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না, কিন্তু আলেমগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, জনাব হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) উপস্থিত থাকুন আর নাই থাকুন, খওফের নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

৩৫ শ দলীল

কোরআণ শরিফের কিয়ৎসংখ্যক আয়াতে বিরোধ ভাব ও আলেমগণের কেয়াছি মিমাংসা

কোর-আন ঃ--

فَلاَ اَنْسَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاءَ لُوْنَ

"সেই দিবস (কেয়ামতের দিবস) তাহাদের মধ্যে বংশগত সম্বন্ধ থাকিবে না এবং এক অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে না।"

কোর-আন ঃ--

وَ اَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُوْنَ

"এক অন্যের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।"

উক্ত আয়াতদ্বয় পরস্পর বিপরীত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, একটি আয়াতে বুঝা যায় যে, কেয়ামতে কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবে না। অন্যটিতে বুঝা যায় যে, এক অন্যের অবস্থা জিজ্ঞাসাবাদ করিবে।

কোর-আন ছুরা নেছা ঃ-- وَلاَ يَكْتُمُوْنَ اللّٰهَ حَدِيْثًا

"কাফেরগণ খোদাতায়ালা হইতে কোন কথা গোপন করিবে না।"

কোর-আন ঃ-- رَبَّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِيْنَ

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা মোশরেক ছিলাম না।"

প্রথম আয়াতে বুঝা যায় যে, কাফেরগণ খোদাতায়ালার নিকট কিছুই গোপন করিবে না। আর দ্বিতীয় আয়াতে বুঝা যায় যে, তাহারা নিজ মোশরেকির কথা গোপন করিবে।

কোর-আন ছুরা হামিম ছিজদা ঃ–

خَلَقَ الْاَرْضَ فِى يَوْمَيْنِ (اِلٰى) ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ

" খোদাতায়ালা দুই দিবসে ভূতল সৃজন করিয়াছেন।" "তৎপরে তিনি আকাশের দিকে ইচ্ছা করিলেন।"

কোর-আন ঃ– وَ الْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا

"এবং ইহার পরে তিনি জমিন কে বিছাইয়া দিয়াছেন।"

উক্ত আয়াত দ্বয়ের কোনটিতে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা প্রথমে জমি, তৎপরে আকাশ সৃজন করিয়াছিলেন। আর কোনটিতে বুঝা যায় যে, তিনি প্রথম আকাশ সৃজন করিয়াছিলেন।

কোর-আনছুরা নেছা ঃ–

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

"তোমার প্রতি যে কিছু কল্যান উপস্থিত হয়, তাহা খোদাতায়ালা হইতে হয়, তাহা তোমার জীবন হইতে হয়।"

আরও উক্ত ছুরাঃ– قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

"বলুন (ইয়া মোহাম্মদ (ছাঃ) কল্যান ও অকল্যান) প্রত্যিকটি খোদাতায়ালা হইতে হয়।" উপরুক্ত আয়াতদ্বয়ে পরস্পর বিরোধ ভাব বোধ হয়।

কোর-আন ছুরা বনি ইস্রায়িল ঃ–

فَاَرَادَ اَنْ يَّسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ جَمِيْعًا

তৎপরে সে (ফেরয়াউন) ইচ্ছা করিল যে, তাহাদ্গিকে জমি হইতে বাহির করিয়া দিব, অনন্তর আমি তাহাকে (ফেরয়াউনকে)ও তাহাদের সঙ্গে যাহারা ছিল, সকলকে ডুবাইয়াছিলাম।''

কোর-আন ছুরা ইউনুছ ঃ—

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ اٰيَةً

''পরন্তু আমি অদ্য তোমার দেহ সহ তোমাকে রক্ষাকরিব, যেন তুমি তোমার পরবর্ত্তী লোকদিগের জন্য নিদর্শন হইবে।''

প্রথম আয়াতে বুঝা যায় যে, ফেরয়াউন জলমগ্ন হয়াছিল, আর দ্বিতীয় আয়াতে বুঝা যায় যে, সে জলমগ্ন হয় নাই।

কোর-আন ছুরা ছেজদা ঃ—

كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَةٍ

''কেয়ামতের দিবসের পরিমাণ এক সহস্র বৎসর হইবে।''

কোর-আন ছুরা মায়ারেজ ঃ—

كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ

''কেয়ামতের দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ সহস্র বৎসর হইবে।''

উক্ত আয়াতদ্বয়ে পরস্পর বিপরীত বিপরীত কথা আছে। এমামগণ উপরুক্ত বিরোধ ভাবগুলি ভঞ্জন করিয়া আয়াত সমুহের সরল অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাহাদের কেয়াছি ব্যবস্থা, একথা সুনিশ্চিত, যদি কেয়ছি ব্যবস্থা গুলি স্বীকার না করা হয় তবে তৎসমস্থকে ত্যাগ করিতে হইবে।

৩৬ শ দলীল

মোতাশাবাহ্ আয়াত নির্ব্বাচনে কেয়াছি মতভেদ

কোর-আন শরিফ— ছুরা আল এমরান ঃ–

هُوَ الَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اَيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ اُمّ الْكِتَابِ وَ اُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِى قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَاوِيْلِهِ

"সেই খোদাতায়ালা তোমাদের উপর কোর-আন শরিফ নাজিল করিয়াছেন, উহার মধ্যে কতিপয় স্পস্ট মর্ম্মবাচক আয়ত আছে—যাহা কোর-আণ শরিফের মূল, অপর কতিপয় মোতাশাবাহ্ (অস্পস্ট মর্ম্ম বাচক) আয়ত আছে, কিন্তু যাহাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে, তাহারা উক্ত মোতাশাবাহ্ আয়ত দ্বারা বিভ্রাট ঘটাইবার ও উহার মর্ম্ম অবগত হইবার চেষ্টায় তৎপর থাকে।"

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الَّذِى اَنْزَلَ عَلَيْكَ (اِلَى) فَاِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَاُلَئِكَ الَّذِيْنَ سَمَاهُمُ اللّٰهُ فَاحْذَرُوْهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"ছহিহ্ বোখরি ও মোসলেমে বণিত আছে, হজরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) বলিয়াছেন, জনাব হজরত নবীয়ে করিম (সঃ) উক্ত আয়াত পড়িয়া বলিয়াছেন, যাহারা মোতাশাবাহ্ আয়াতের মর্ম্মানুসন্ধান করে খোদাতায়ালা তাহাদিগকে পথভ্রষ্ট (গোমরাহ) নামে অভিহিত করিয়াছেন, যে সময় তোমরা তাহাদিগকে দেখিবে, তাহাদের সংশ্রব ত্যাগ করিবে।"

এক্ষণে কোন্ কোন্ আয়াত মোতাশাবাহ্, তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

ছহিহ্ বোখারি ও মোসলেম ঃ--

خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ فَيَأْتِيْهِمُ اللّٰهُ فِىْ صُوْرَةِ الَّتِىْ يَعْرِفُوْنَ رَأَيْتُ رَبِّىْ فِىْ اَحْسَنَ صُوْرَةٍ

উপরুক্ত হাদিস সমুহের, আভিধানিক মর্ম্মানুসারে খোদাতায়ালা অবয়বধারী প্রমাণিত হয়। কোর-আন ঃ----

كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ اِلاَّ وَجْهَهٗ وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُوالْجَلاَلِ وَالْاِكْرَامِ

উক্ত আয়াত দ্বয়ের স্পস্ট মর্ম্মানুসারে খোদাতায়ালার চেহারা থাকা বুঝা যায়।

ছহিহ্ মোসলেমঃ--

وَحِجَالُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهَا لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهٖ كُلَّ شَىْءٍ اَدْرَكَهُ بَصَرَهُ

ইহার স্পস্ট মর্ম্মানুসারে খোদাতায়ালার চেহ্রার আলোক থাকা সাব্যস্ত হয়।

কোর-আন ঃ--

وَلِتَصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَاَصْنَعُ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا

উপরোক্ত আয়াত সমুহের আভিধানিক মর্ম্মানুসারে খোদাতায়ালার কতকগুলি চক্ষু থাকা সাব্যস্থ হয়।

কোর-আনঃ---

يَأْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِى ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

ইহার স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে খোদাতায়ালার যাতায়াত করা বুঝা যায়।

ছহিহ্ তেরমেজি :- اِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ

ছহিহ্ মোছলেম ঃ–

مَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَىَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَمَنْ اَتَانِى يَمْشِى اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

উক্ত দুইটী হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে খোদাতায়ালার রাত্রিতে আকাশ হইতে নামিয়া আসা, মানুষের নিকটে আসা ও দৌড়িয়া আসা সাব্যস্ত হয়।

ছহিহ্ মোছলেম;– يَضْحَكُ اللّٰهُ اِلَى رَجُلَيْنِ

ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম :- اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا

ছহিহ্ বোখারি;–

مَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ اَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِى عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ

উক্ত হাদিছের আভিধানিক মর্ম্মানুসারে খোদাতায়ালার হাস্য করা, সন্তুষ্ট হওয়া ও চিন্তা করা সাব্যস্ত হয়

কোর-আন ;-

غَضِبَ اللّٰهُ .. يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ ..

উক্ত আয়ত সমুহের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে খোদাতায়ালার রাগন্বিত হওয়া, ভালবাসা এবং বিদ্রুপ করা সাব্যস্ত হয়।

পাঠক, উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ সমুহ মোতাশাবাহ্, উহার প্রকৃত মর্ম্ম আমাদের জ্ঞান গোচর নহে। তৎসমস্তের আভিধানিক মর্ম্ম বলিয়া ধারণা করা জায়েজ নহে। অতএব উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছ সমূহ হইতে খোদাতায়ালার অবয়ব, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকা, আরশ্ কিম্বা আকাশে উপবিষ্ট হওয়া, যাতায়াত করা, অবতারণ করা, নিকটবর্ত্তী হওয়া, দ্রুত গতিতে আগমন করা, হাস্য, চিন্তা ও বিদ্রুপ করা, সন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হওয়া প্রমাণিত হইতে পারে না।

এমাম বায়হকি 'কেতাবোল -- আছ্মা অছ্ছে ফাতে' লিখিয়াছেন;---

فان الذى يجب علينا وعلى كل مسلم ان يعلم ان ربن ليس بذى صوية ولاهيئة'

নিশ্চয় আমাদিগকে ও প্রত্যেক মুসলমানকে বিশ্বাস করা ওয়াজেব যে আমাদের প্রতিপালক (খোদাতায়ালা) অবয়ব ও রূপধারী নহেন। এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ৬ষ্ঠ খণ্ডে (৪।৫ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন যে, খোদাতায়ালা আরশের উপর বসিয়া আছেন, কিন্তু ইহা কয়েক কারণে বাতিল। ১ম এই যে, যে সময় আরশ ছিল না, খোদাতায়লা সেই সময় ছিলেন, চিরকাল হইতে আছেন, তৎপরে তিনি আরশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার জন্য আরশের কি আবশ্যক হইবে?

২য়, কোর-আণ শরিফে বর্ণিত আছে, "তাঁহার তুল্য কোন বস্তু নাই।" এই আয়ত হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহার পক্ষে এক স্থানে উপবেশন করা অসম্ভব, কেননা উহা সৃষ্ট বস্তুর গুণ বিশেষ; যদি তিনি উপবেশন করেন, তবে সৃষ্ট বস্তুর তুল্য হইবেন।

৩য় কেয়ামতের দিবস ৮ আট জন ফেরেশ্‌তা আরশকে বহন করিয়া থাকিবেন, যদি খোদাতায়ালা আরশের উপর উপবেশন করেন, ফেরেশ্‌তাগণ খোদাতায়ালাকে বহন করিবেন, ইহা যুক্তি বিরুদ্ধ মত।

৪র্থ—কোর-আন শরিফে বর্ণিত আছে, খোদাতায়ালা অংশ বিহীন এক; যদি খোদাতায়ালা আরশের উপর উপবিষ্ট থাকেন, তবে তাহার অংশ বিশিষ্ট হওয়া প্রমাণিত হইবে এবং উক্ত আয়াতের মর্ম্ম ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

উক্ত তফছির, উক্ত খণ্ড, ৫৯১ পৃষ্ঠা ঃ—

و الجلوس والا ستقرا والمكانى من ذلك الباب احدهما من يقول المراد ظاهره وهو القيام والانتصاب او الا ستقرار (الى) والاول مع كونه جهلا هو بدعة وكان ان يكون كفرا

• খোদাতায়ালাকে আরশের উপর উপবিষ্ট হওয়া স্বীকার করিলে, তঁহার উপর দোষারুপ করা হয়। উহা অনভিজ্ঞতা, বেদয়াত ও প্রায় কাফেরি মত।

উক্ত তফছির, উক্ত খণ্ড, ৩১০/৩১১ পৃষ্ঠা ঃ—

اعلم ان لفظ النور موضوع فى اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر الامر و النار على الارض و الجدوان و غيرهما و هذه الكيفية يستحيل ان تكون الها لوجره

"চন্দ্র, সুর্য্য ও অগ্নি হইতে যে আলোক ভুতল ও প্রাচীর ইত্যাদির উপর পতিত হয়, উহাকে নূর বলে, খোদাতায়ালা ,এরূপ নূর হওয়া অসম্ভব।"

অরাও তিনি লিখিয়াছেন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, ليس كمثله شئ "তিনি কোন বস্তুর তুল্য নহেন।" যদি তিনি উক্ত প্রকার নূর হয়েন, তবে তিনি পার্থিব্য বস্তুর তুল্য হইবেন, ইহাও বাতিল মত। দ্বিতীয়,—খোদাতায়ালা আলোক ও অন্ধকার সৃষ্টিকরিয়াছেন, কাজেই তিনি নিজে আলোক (নূর) হইতে পারেন না। এমাম নবাবী ছহিহ মোছলেমের টীকার ৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, নূর (আলোক) একটি পর্থিব্য পদার্থ, সমস্ত এমামের এজমাতে খোদাতায়ালার নূর হওয়া অসম্ভব, আর কোর-আন শরিফে তাহাবে যে নূর বলা হইয়াছে, উহার মর্ম্ম আলোক দানকারী।

কেতাবোল আছমা অছ্‌ছেফাত, ৩১৬ পৃষ্ঠা ঃ--

فان الحركة و السكون و الانتقال و الاستقرار من صفات الاجسام و الله تعالى احد صمد ليس كمثله شئ

এমাম বয়হাকী বলিয়াছেন যে, যাতায়াত করা, স্থয়ী হওয়া, স্থির হওয়া, কম্পন ইত্যদি পার্থিব পদার্থের গুন বিশেষ, আল্লাহতায়ালা এইসকল

গুণ হইতে পবিত্র; তিনি অংশ বিহীন এক, স্বার্থ বিহীন, তাহার তুল্য কোন বস্তু নহে।

আরও ৩১৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, নীচে নামিয়া আসা পর্থিব বস্তুর গুণ বিশেষ, খোদাতায়ালা এই গুণ হইতে পবিত্র।

আরও তিনি ইমাম খাত্তবি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাস্য করা, বিদ্রুপ করা, চিন্তা করা ও আনন্দ অনুভব করা ইত্যাদি মানবিয় গুণ হইতে খোদাতায়ালা সম্পূর্ণ পবিত্র।

মূল কথা এইযে,আলেমগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত আয়াত সমূহ অস্পষ্ট মর্ম্মবাচক, উহার স্পষ্ট মর্ম্ম গ্রহণ করিলে, মানুষ গোমরাহ (পথ ভ্রষ্ট) হইয়া যাইবে।

৩৭ শ দলীল

হাদিছ

হাদিছ কাহাকে বলে, ইহার বিশদ ব্যাখ্যা কোর-আণ ও হাদিছে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয় নাই, সেই হেতু আলেমগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেনঃ- জনাব হজরত নবী করিম (ছঃ) যাহা করিয়াছেন বা যাহা বলিয়াছেন, অথবা অন্যকে করিতে দেখিয়া কিম্বা বলিতে শুনিয়া কোন প্রতিবাদ করেন নাই, তাহাকে হাদিছ বলে।

হাদিছের ছনদ

যিনি কোন একটি হাদিছ প্রকাশ করেন, তাহাকে আরবী ভাষায় ''রাবি''বলে প্রথম হইতে জনাব হজরত নবী করীম (ছঃ) পর্য্যন্ত শিক্ষকদের (হাদিছ রাবিদের) নামগুলি ছনদ বলে ।

ছনদের আবশ্যকতা

ছাহাবাগণ জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ)এর নিকট যে হাদিছ সকল শুনিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই অকাট্য ছহিহ্, কিন্তু তথপরবর্ত্তী সময়ের লোক হুজুরের সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই বা তঁহার নিকট উহা শুনেন নাই; কাজেই

তঁহাদের পক্ষে হাদিছের সত্যাসত্য নির্বাচন করিতে ছনদের আবশ্যক হইয়াছে।

ছহিহ মোছলেম, ১১ পৃষ্ঠাঃ—

عن ابن سيرين لم يكونوا يسئلون عن الاسناد فما وقعت الفتن قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنة فيئخذ حديثهم و ينظر الى اهل البدع فلا يؤخذ حديثهم

(হজরত) এবনে ছিরিন বলিয়াছেন,প্রাচীন বিদ্বানগণ হাদিছের রাবিদের নাম (ইছনাদ) জিজ্ঞাসা করিতেন না। তৎপরে বিভ্রাট (ফাছাদ) উপস্থিত হইলে, তাহারা বলিতে লাগিলেন, তোমরা আমাদের নিকট তোমাদের রাবিদের নাম প্রকাশ কর এবং ছুন্নত জামায়াত দেখিয়া তাহাদের হাদিছ গ্রহণকরা যাইবে, আর বেদয়াতি দেখিয়া তাহাদের হাদিছ ত্যাগ করা যাইবে।

আরও ২২ পৃষ্ঠাঃ—

يقول الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء

"(হজরত) এবনে মোবারক বলিতেন, ইছনাদ দীন হইতেছে, যদি ইছনাদ না হইত তবে যে যাহা ইচ্ছা করিত বলিত"। মোহাম্মদিগণ যেরূপ ইছনাদ শর্ত্ত বুঝিয়াছেন, উহার প্রমান কোর- আন ও হাদিছে নাই, উহা কেবল কেয়াছি মত।

ছহিহ্ হদিছ জফরোল আমিনি, ৫০ পৃষ্ঠাঃ—

قال الخطابى فى معالم السنن الصحيح عندهم ما اتصل سنده و عدلت نقلته

"(এমাম) খাত্তাবি (রহঃ) বলিয়াছেন, হাদিছজ্ঞ বিদ্বানদিগের মতে যে হাদিছের রাবিদের নাম ধারাবাহিক বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহারা ধার্ম্মিক হয়েন, উক্ত হদিছকে "ছহিহ" বলে"।

কোর-আন ও হাদিছে ছহিহ্ হাদিছের এরূপ ব্যাখ্যা বর্ণিত হয় নাই, ইহা বিদ্বানগণের কেয়াছি মত। যাহা হউক এরূপ ব্যাখ্যা অনুসারে ছহিহ বোখারির ১২৪১ টী বিনা ছনদের মোয়াল্লাক হাদিছ ছহিহ হইতে পারে না। আরও ছহিহ বোখারির বেদয়াতি ও দোষান্বিত ৮০ জন রাবির হাদিছগুলি এবং ছহিহ্ মোছলেমের বেদয়াতি ও দোষান্বিত ১৬০ জন রাবির হাদিছগুলি ছহিহ হইতে পারে না।

নোখবাতোল- ফেকরঃ--

خبر الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل غير معال ولا شاذ هو الصحيح لذاته

"এমাম এবনে হাজার বলিয়াছেন, যে হাদিছকে এক জন ধার্ম্মিক ও তীক্ষ্ণ স্মৃতি - শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বর্ণনা করেন, প্রথম রাবি হইতে ছাহাবা পর্য্যন্ত উহার সমস্ত রাবির নাম ধারাবাহিক বর্ণিত হয়, উহার মধ্যে কোন গুপ্ত দোষ না থাকে এবং এই হাদিছটী তদপেক্ষা বেশী বিশ্বাস ভাজন লোকের বর্ণিত হাদিছের বিপরিত না হয়, উহাকে "ছহিহ হাদিছ" বলে"। এবনে ছালাহ ও হাফেজ এরাকি উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহাও তাহাদের কেয়াছি মত। ইহা প্রথমোক্ত এমাম খাত্তাবির মতের বিপরীত।

মোয়াল্লাল হাদিছ

তজনিব ৯ পৃষ্ঠাঃ—

و الثانى العلل الخفيه اشار اليها السمانى بان الصحيح لا يعرف برواية الثقات بل بالفهم و المرفة و كثرة السماع و المذكراة

মূল হাদিছে বা উহার ছনদে কোন গুপ্ত দোষ থাকিলে, উহাকে মোয়াল্লাল হাদিছ বলে উহা ছহিহ্ হইতে পারে না। এমাম ছাময়ানি এতদ্সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বিশ্বাস ভাজন রাবিগনের দ্বারা হাদিছ ছহিহ হওয়া বুঝা যায় না। বরং সুক্ষ জ্ঞান, বিবেক, বহু হাদিছ শ্রবন ও বাদানুবাদ দ্বারা উহার ছহিহ্ হওয়া বুঝা যাইতে পারে। তদরিব ঃ—

اذا قيل هذا حديث صحيح معناه انه اتصل الينا باصقة المذكورة لا انه مقطوع به فى نفس الامر و ان كون الاسناد اصح لا يوجب انيكون المتن كذلك

যদি কোন মোহাদ্দেছ বলেন, এই হাদিছটি ছহিহ্ ইহার মর্ম্ম এই যে, ইহার রাবিগণ ধারাবাহিক বর্নিত হইয়াছেন এবং তাহারা ধার্মিক ও তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু ইহাতে বুঝা যায় না যে, উক্ত কথাটি নিশ্চয় হজরত নবী করীমের (ছঃ) হাদিছ। যদি কোন হাদিছের ছনদ সর্ব্বোত্তম ছহিহ্ হয় তবে উহাতে প্রমানিত হয় না যে, হাদিছটি সর্ব্বোত্তম ছহিহ্।

এমাম নবাবী 'উপক্রমনিকার' ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এবনে ছালাহ্ বলিয়াছেন এমাম বোখারী ও মোছলেমের হাদিছ গুলি

বর্ণনা করিয়াছেন , উহা নিশ্চই (জনাব হজরত) নবী করীমের (ছঃ) হাদিছ, কিন্তু ইহা বহু সংখ্যক বিচক্ষন বিদ্বানের মতের বিপরীত । উক্ত হাদীছ গুলি ''মোতাওয়াতের '' নহে , কাজেই উহা অকাট্য ছহিহ্ হইতে পারে না। যদিও বিদ্বানগণ এক মতে উক্ত কেতাবদ্বয়ের হাদিছ গ্রহণ করিয়া থাকেন । তথাচ তৎসমুদ্বয়ের অকাট্য ছহিহ্ হাদিছ হওয়ার প্রমাণ নাই এমাম এবনে বোরহান , এব্নে ছালার মতের দৃঢ় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

তজনিব , পৃষ্ঠা ৯ ঃ–

এমাম এবনে ছালাহ্ ও এবনে হাজার ছহিহ্ বোখারী ও মোছলেমের হাদিছ গুলি অকাট্য ছহিহ্ বলিয়াছেন । কিন্তু উহা যুক্তি বিরুদ্ধ ও ভ্রন্তিমূলক মত ।

আল্লামা বাহরুল উলুম, মোছাল্লামের টীকার ৪১১ পষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, এবনে ছালাহ্ ও একদল বিদ্বান ছহিহ্ বোখারী ও মোছলেরে হাদিছ গুলিকে অকাট্য ছহিহ্ বলিয়াছেন , কিন্তু উহা ভ্রমাত্মক মত । কেননা উক্ত গ্রন্থদ্বেয়ে অনেক বিপরীত বিপরীত হাদিছ ও অনেক বেদয়াতি লোকের বর্নিত হাদিছ বর্ত্তমান আছে , তাহা হইলে উক্ত হাদিছ গুলি কিরূপে অকাট্য ছহিহ্ হইবে ?

ছহিহ্ মোছলেম ৩৫৩ পৃষ্ঠা ছহিহ্ বোখারী ২১০ পষ্ঠা ঃ–

(হজরত) আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে., নাপাকি অবস্থায় ফজর হইলে রোজা জায়েজ হইবে না । লোকে এই হাদিছের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে , তিনি বলিয়াছিলেন , হজরত আব্বাছের পুত্র ফজল (রাঃ) আমার নিকট এই হাদিছ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইহার তত্ত্ব বেশী অবগত আছেন ।

পাঠক , যদিও হাদিছটির ছনদ ছহিহ্ এবং উক্ত ছহিহ গ্রন্থদ্বয়েবর্নিত হইয়াছে , তথাচ মূল হাদিছটি ছহিহ্ নহে ।

তজনবি , ১৭/১৭ পৃষ্ঠা ঃ–

হাফেজে হাদিছগণ হাদিছের গুপ্ত দোষ অনুসন্ধানে পটু ছিলেন , পরবর্ত্তী বিদ্বান গণের পক্ষে উহা অবগত হওয়া অসম্ভব। সেই হেতু তাঁহারা অনেক ছহিহ্ ছনদের হাদিছকে জইফ্ সাব্যস্ত করিয়াছেন । মহাত্মা রাফে (রাঃ)

জনাব হজরত নবী করীম (ছঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন হাজ্জাম রমজান মাসে কাহারও স্কন্ধদেশ হইতে রক্ত বাহির করিলে, উহার রোজা ভঙ্গ হইবে। এমাম তেরমেজি ও আহ্মদ এই হাদিছটি ছহিহ্ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম আলিমদিনি, হাতেম, বোখারী ও ইছহাক উহাকে বাতিল সাব্যস্ত করিয়াছেন।

ফৎহোল মোগিছ, ৯৮ পৃষ্ঠাঃ--

"হাদিছের গুপ্ত দোষ অবগত হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার; এমাম আলিমদিনি, আহমদ, বোখারি, ইয়াকুব, আবু হাতেম, আবু জোরয়া ও দারকুৎনি প্রভৃতি বিচক্ষন পণ্ডিত মণ্ডলি ইহা অবগত হইয়াছেন। এমাম এবনে মেহদি বলিয়াছেন যে, আমরা হাদিছের সূক্ষ্ম তত্ত্ব এলহাম কর্ত্তৃক পাইয়াছি, যদি তোমরা এই গুপ্ত তত্ত্বের প্রমান চাও, তবে আমরা উহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। এমাম আবু হাতেম ও আবু জোরয়া একটি হাদিছকে ছহিহ, বাতীল বা জইফ বলিলে, লোকে ইহার দলীল জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহাতে তাহারা বলিতেন, আমরা ইহার প্রমাণ পেশ করিতে অক্ষম; তবে অন্যান্য আলেমকে জিজ্ঞাসা কর, তাহাদের মতের সহিত আমাদের মত ঐক্য হইলে, উহা সত্য জান"।

পাঠক, একটী হাদিছ ছহিহ ছনদে বর্ণিত হইলেও উহা বাতীল হইতে পারে; কেননা কোন রাবি শিক্ষক হইতে হদিছ শ্রবণ কালে তন্দ্রাবস্থায় ছিলেন, বা কথপোকথনের মধ্যভাগে কিম্বা শেষ ভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন, বা বক্তৃতার সময় তাহার মন অন্য চিন্তায় মগ্ন ছিল, বা হাদিছের কোন শব্দ অস্পষ্ট মর্ম্মের ছিল, এই সমস্ত কারণে হাদিছের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে বা বুঝিতে পারেন নাই, এই ক্ষেত্রে রাবি ভ্রমাত্মক কথাকে হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাও হইতে পারে যে, হাদিছের মর্ম্ম রাবির স্মরণে ছিল, কিন্তু হাদিছের শব্দগুলি তাহার স্মরণ ছিল না, রাবি উক্ত হাদিছ প্রচার কালে নিজ ভাষা ও শব্দে উহা প্রকাশ করিয়াছেন, এই হেতু হাদিছের মূল মর্ম্ম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আরও জনাব হজরত নবি করিম (সঃ) কোন বিশিষ্ট কারণের জন্য একটী কার্য্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রাবি উক্ত কারণ জানিতে না পারায়, উহা সাধারণ

ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। জনাব হজরত নবি করিম (সঃ) একটী কার্য্য করিয়াছিলেন, তৎপরে উহা মনছুখ হইয়াছিল, কিন্তু রাবি উহা মনছুখ হইবার সংবাদ অবগত হইতে না পারিয়া, প্রথম কর্য্যকে গ্রহণীয় কার্য্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। এইরূপ বিবিধ কারণে একজন বিশ্বসভাজন ধর্ম্মিক ও তিক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন রাবি একটী ভ্রমাত্মক কথাকে ছহিহ হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (সঃ) হজরত জাবের (রাঃ) ছাহাবার উট ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু উহার মূল্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকার হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, অবশ্যই উহার একটী ছহিহ হইবে, অবশিষ্ট গুলি বাতীল হইবে।

জনাব হজরত নবি করিম (সঃ) হজ্জ করিতে তিন স্থানে "লাব্বায়কা" দোয়া পাঠ করিয়াছিলেন , কোন রাবি কেবল মাত্র প্রথম স্থানের কথা. কেহ কেবল দ্বিতীয় স্থানের কথা , কেহ কেবল তৃতীয় স্থানের কথা এবং কেহ তিন স্থানের কথাউল্লেখ করিয়াছেন । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে শেষ রাবির হাদিছটি ছহিহ্ ।

জনাব হজরত নবী করীম (ছঃ) হজ্ব করিয়াছিলেন, কোন রাবি হুজুরের হজ্জের বিবরনে বলিয়াছেন যে, হুজুর হজ্ব এবং ওমরা এক নিয়তে করিয়াছিলেন , কোন রাবি বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রথমে ওমরার নিয়েত করিয়াছিলেন ।তৎপরে পৃথক ভাবে হজ্বের নিয়ত করিয়াছিলেন । উভয় হাদিছের ছনদ ছহিহ্ , কিন্তু মূলে একটি হাদিছ ছহিহ্ । ফাতেমা নাম্নী একটি স্ত্রীলোক নিজ স্বামী হইতে তিন তালাক পাইয়া জনাব হজরত নবী করীমের (ছঃ) নিকট ইহার ব্যবস্তা জিজ্ঞাসা করেন ইহাতে হুজুর এদ্দত অবধি তাহার স্বামীর গৃহে থাকিবার স্থান ও খোরাকের ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই । এই হাদিছটির ছনদ ছহিহ্ , কিন্তু হজরত ওমার ও আএশা (রাঃ) কোন গুপ্ত কারনের জন্য উক্ত হাদিছ গ্রহণ করেন নাই ।

মেশক্াত , পৃষ্ঠা ৫২১

ছহিহ্ , বোখারি ও মোছলেমের কোন হাদিছে জনাব হজরত নবী করিমের (ছঃ) ৬০ বছর জীবিত থাকার কথা আছে । কোন হাদিছে ৬৩ বৎসর ও

অন্য হাদিছে ৬৫ বৎছর জীবিত থকিবার কথা আছে।

পাঠক যদিও তিনটি হাদিছের ছনদ ছহিহ্ তথাচ প্রকৃত পক্ষে একটি হাদিছ ছহিহ্। ছহিহ্ মোছলেমের একটি হাদিছে বর্নিত হইয়াছে যে, ইমানের ৭০ টি এবং আরও কয়েকটি শাখা আছে। ছহিহ্ বোখারিতে বর্নিত আছে যে, ইমানের ৬০ এবং আর ও কয়েকটি শাখা আছে। উভয় হাদিছের ছনদ ছহিহ্, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহার একটি ছহিহ্ এবং অপরটি বাতিল হইবে।

শাজ হাদিছ

তজনিব, ৮/৯ পৃষ্ঠা ঃ--
এমাম এবনে হাজার বলিয়াছেন যে, অধিকাংশ বিদ্বান 'শাজ' হাদিছকে ছহিহ্ বলে স্বীকার করেন না। কিন্তু শাজ হাদিছের দুই প্রকার মর্ম্ম হইতে পারে প্রথম এই যে একজন লোক তদপেক্ষা বেশী বিচক্ষন ব্যক্তির বর্নিত হাদিছের বিপরীত কোন হাদিছ বর্ননা করিলে, উক্ত হাদিছকে শাজ হাদিছ বলে।

দ্বিতীয় এই যে, একজন রাবি এইরূপ হাদিছ বর্ননা করিয়াছেন, যাহা অন্য কেহ বর্ননা করেন নাই। উহাকে শাজ বলে। এক্ষনে যদি প্রথম প্রকার শাজ হাদিছকে ছহিহ্ না বলা হয় তবে এমাম মালেক বর্নিত ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নতের অগ্রে জনাব হজরত নবী করীম (ছঃ) শয়ন করিবার হাদিছটি বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু সকলে উহা ছহিহ্ বলিয়া থাকেন। আর যদি দ্বিতীয় প্রকার শাজ হাদিছকে ছহিহ্ না বলা হয় তবে ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের অন্তত দুই শত হাদিছ বাতিল হইয়া যায়। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, হাদিছের ধারাবাহিক ইছনাদ বর্নিত হইলে, রাবি সকল ধার্ম্মিক ও তীক্ষ্ণস্মৃতি সম্পর্ন হইলে এবং উহার কোন স্পষ্ট দোষ না থাকিলে, কেন উহা ছহিহ্ হইবে না ?

পাঠক যদি শাজ হাদিছ ছহিহ্ না হয়, তবে ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের উক্ত প্রকার হাদিছ গুলি কেন জইফ হইবে না ? আর যদি ছহিহ্ হয়, তবে অন্যান্য কেতাবের উক্ত প্রকার হাদিছ গুলি কেন ছহিহ্ হইবে না ?

মূল মথা এই যে, ছহিহ্ হাদিছ কাহাকে বলে , তাহা কোর- আন ও হাদিছে নাই , আলেমগণ কেয়াছ করিয়া এই একরূপ ব্যাখা করিয়াছেন এবং তদানুযায়ী হাদিছকে ছহিহ্ বলিয়াছেন । সেই কারনে তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়াছে । যদি মোহাম্মদিগণ ছহিহ্ হাদিছের উক্ত প্রকার ব্যাখা কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইতে পারেন , তবে ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন, আর যদি দেখাইতে না পারেন তবে কেয়াছ মান্য করিতে বাধ্য হইলেন ।

মোরছাল ও মোয়াল্লাক হাদিছ

মোখ্ তাছারোল - জোরজানি ঃ –

যিনি জনাব হজরত নবী করীমরে (ছঃ) সাক্ষাত লাভ করেন নাই কিন্তু সাহাবা দিগের (রাঃ) সাক্ষাত পাইয়াছেন , তাহাকে তাবিয়ী বলে , যদি তিনি হাদিছ বর্ণনা কালে মধ্যবর্ত্তী রাবি ছাহাবার নাম বর্ণনা না করিয়া বলেন , হজরত নবী করীম (ছঃ) এই হাদিছটি বর্ন্নণা করিয়াছেন, তবে ইহাকে মোরছাল হাদিছ বলে । আর যদি কোন লোক প্রথম হইতে সমস্থ রাবির নাম প্রকাশ না করিয়া বলেন যে, জনাব হজরত নবী করীম (ছঃ) এই হাদিছটি বর্ণনা করিয়াছেন , তবে উহাকে মোয়াল্লাক হাদিছ বলে ।

জাফ্রোল-আমানি ঃ–

ছহিহ্ বোখারীতে ১৩৪১ টি বিনা ছনদের মোয়াল্লক হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে । আর ও উক্ত গ্রন্থে আছে এমাম আবু দাউদ বলিয়াছেন, এমাম ছুফইয়ান , মালেক ও আওজায়ীর ন্যায় প্রাচীন কালের অধিকাংশ বিদ্বান মোরছাল হাদিছকে দলীল স্বরূপ গ্রহণ করিতেন । এমাম আবু হানিফা , মালেক (রহঃ) ও তহাদের অনুসরণকারিগণ ও একদল হাদিছজ্ঞ বিদ্বান মোরছাল হাদিছকে ছহিহ্ বলিতেন । ইহা এমাম আহ্মদের এক মত । এমাম নাবাবী "মোহাজ্জাব" এর টিকায় লিখিয়াছেন যে, উহা অধিকাংশ ফকিহ্ আলেমের মতে ছহিহ্ হাদিছ । এমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, প্রায় সমস্ত ফকিহ্ বিদ্বানের মতে উহা ছহিহ্ হাদিছ এমাম এবনে জরির ও এবনে হাজেব দাবি করিয়াছেন যে, তাবিয়ী আলেমগণের এজমা

হইয়াছে যে, মোরছাল হাদিছ ছহিহ্ হইবে ।

পাঠক এমাম বোখারি , মোছলেম প্রভৃতি বিদ্বানগণ কেয়াছ করিয়া এইরূপ সহস্রাধিক হাদিছ রদ করিয়াছেন । মোহম্মদিগণ তাঁহাদের কেয়াছের তকলিদ করিয়া এইরূপ সহস্র হাদিছ বাতীল ক রিয়াছেন । তাহারা এইরূপ কেয়াছি মতের দলীল কি কোর-আন ও হাদিছ হইতে দেখাইতে পারিবেন ? যদি মোরছাল হাদিছ ছহিহ্ না হয় , তবে ছহিহ্ বোখারির ১৩৪১টি মোয়াল্লাক হাদিছ কিরূপে ছহিহ্ হইবে ? যাহারা বলেন যে, অন্য কেতাবের মোরছাল ও মোয়াল্লাক হাদিছ ছহিহ্ হইবে না , কেবল ছহিহ্ বোখারির উক্ত দুই প্রকার হাদিছ ছহিহ্ হইবে , তাহাদের এইরূপ কেয়াছি মতের প্রমান কোর- আন ও হাদিছে আছে কি না ? যদি তাহারা এইরূপ প্রমাণ দেখাইতে পারেন তবে ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন, আর যদি না পারেন , তবে তকলিদ অমান্যকারীগণ এইরূপ কেয়াছি মতের তকলিদ করিয়া কি হইবেন ?

মোয়ানয়ান হাদিছ

ফৎহোল -মোগিছ ঃ—

অমুক অমুক হইতে হাদিছ শুনিয়াছেন এইরূপ হাদিছকে “মোত্তাছেল ” বলে । অমুক হইতে বর্নিত হইয়াছে , এইরূপ ইছনাদবে “আনয়ানা” বলে । ইহাতে এক অন্য হইতে শুনিয়াছেন কিনা ? তাহা বুঝা যায় না , এইরূপ হাদিছকে মোয়ানয়ান বলে । যদি দুইটি লোক পরস্পর সাক্ষাত লাভ করিয়া থাকেন ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় , তবে এক অন্য হইতে উপরোক্ত ভাবে হাদিছ বর্ণনা করিলে , ইহা এমামগণের মতে ছহিহ্ হাদিছ বলিয়া গন্য হইবে । আর যদি এক সময়ে দুইটি লোক উপরোক্ত ভাবে এক অন্য হইতে হাদিছ বর্ণনা করেন , কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ পাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ না থাকে , তবে এমাম বোখারি ও আলি মদিনির কেয়াছে উহা ছহিহ্ হাদিছ হইবে না। কিন্তু এমাম মোছলেম ও বহু সংখ্যক আলেমের মতে উহা ছহিহ্ হাদিছ হইবে। ইছনাদ ও গোপনকারী ব্যক্তি অন্য হইতে ‘আনয়ানা’ ভাবে হাদিছ বর্ণনা

করিলে উহা কাহারও মতে ছহিহ্ হইবে না । যতক্ষন না তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ পাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়, ততক্ষন উহা কাহারও মতে ছহিহ্ হইবে না।

তজনিব ঃ –

এমাম মোজাই বলিয়াছেন যে, এমাম বোখারি উপরোক্ত শর্তের জন্য বহুসংখ্যক ছহিহ্ হাদিছ রদ করিয়াছেন । এমাম মোছলেম উক্ত কারনে এমাম বোখারিকে বেদাতি বলিয়াছেন । আরও এমাম মোজাই বলিয়াছেন, এমাম বোখারি ও মোছলেম নিজ নিজ গ্রন্থে ইছনাদ গোপন কারীদের বহু মোয়ান্য়ান হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন - যাহা বিদ্বানগণের মতে ছহিহ্ নহে ।

পাঠক এইরূপ মত সমুহের প্রমাণ কোর-আন ও হাদিছে নাই, ইহা তাহাদের কেয়াছ । ঐরূপ কেয়াছি মতে তাঁহারা কতক ছহিহ্ হাদিছকে বাতিল ও কতক বাতিল কথাকে ছহিহ্ হাদিছ সাব্যস্ত করিয়াছেন। একজন অন্যের নিকট কোন হাদিছ শুনিলে , উহাকে "ছনদে ছহিহ্ মোত্তাছেল" বলা যায় , কিন্তু উক্ত মোয়ান্য়ান হাদিছের একজন রাবি অন্য জন হইতে শুনিয়াছেন কিনা , ইহার প্রমাণ নাই । সেহেতু এমাম হারেছ মোহাছেবি বলিয়াছেন যে, ইহা ছহিহ্ হাদিছ হইতে পারে না। কিন্তু মোহাদ্দেছগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা ছহিহ্ হাদিছ হইবে।

তৎপরে তাহদের কোন কোন বিদ্বান্ কতক রাবির মোয়ানয়ান হাদিছ ছহিহ্ বলিলেন ও কতক রাবির মোয়ানয়ান হাদিছ বাতিল বলিলেন এবং কোন কোন বিদ্বান্ তাহার বিপরীত হুকুম করিলেন । ইহাও তাহাদের কেয়াছি মত । মোহম্মাদিগণ এইরূপ কেয়াছ অবাধে মান্য করিয়া লইয়াছেন।

হাছান হাদিছ

নোখবাতোল ফেক্র ঃ –

যে হাদিছের রাবিদের নাম ধারাবাহিক ভাবে বর্নিত হইয়াছে, তাহারা ধার্মিক হয়েন, কিন্তু তাহারা ছহিহ্ হাদিছের রাবিদের ন্যায় স্মৃতিমান ও বিচক্ষন না হয়েন এবং উহা মোয়াল্লাল ও শাজ না হয়, তাহাকে "হাছান হাদিছ" বলে, এইরূপ হাদিছ কয়েক ছনদে বর্ণিত হইলে, ছহিহ্ হইয়া যায়। ইহা কেয়াছি মত।

জাফ্রোল আমানি ঃ—

এমাম তেরমেজি, এবনে ছালাহ্ প্রভৃতি বিদ্বান্গনণ ছহিহ্ ও হাছানকে পৃথক পৃথক ধারনা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম হাকেম, শেখ তকিউদ্দিন এ জাহাবি, হাছান হাদিছকে ছহিহ্ হাদিছের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন। হাছান হাদিছ ও শরিয়তের দলীল হইয়া থাকে।

জইফ হাদিছ

জাফরোল-আমানি ঃ—

ছহিহ্ হাছান হাদিছের শর্তগুলি যে, হাদিছে না পাওয়া যায়, তাহাকে "জইফ হাদিছ" বলে। এমাম আবু হাতেম লিখিয়াছেন যে, জইফ হাদিছ ৪৯ প্রকার হইয়া থাকে। যে হাদিছে সমস্ত রাবির নাম ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত না হয়, যে হাদিছের রাবিগণ বেদয়াতি, অতি ভ্রমকারী, ফাছেক; অপরিচিত, স্মৃতি-শক্তিহীন বা ইছনাদ গোপনকারী হয়েন, উহাকে "জইফ" বলা হয়।

তজনিব, ৯পৃষ্ঠা;—

হাদিছ জইফের মর্ম্ম এই যে, উহার ছনদ জইফ, কিন্তু ইহাতে নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না যে, মূল হাদিছটী বাতীল।

ফৎহোল - কদির, ১৮৮ পৃষ্ঠাঃ—

ছনদের হিসাবে হাদিছকে ছহিহ, হাছান বা জইফ বলা হয়, ইহা কেয়াছি (অনুমাণিক) মত; কিন্তু প্র কৃত পক্ষে ছহিহ ছনদের হাদিছ ভ্রমাত্মক কথা হইতে পারে। এবং জইফ ছনদের হাদিছ ছহিহ হইতে পারে। যদি প্রধান প্রধান ছাহাবা বা অধিকাংশ প্রাচিন বিদ্বান হাছান বা জইফ ছনদের হাদিছ অনুযায়ী কার্য্য করেন, তবে উক্ত প্রকার হাদিছকে ছহিহ জানিতে

হইবে। আর যদি বহুসংখ্যক ছাহাবা বা প্রাচীন বিদ্বান ছহিহ ছনদের হাদিছকে ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে উহাকে জইফ বুঝিতে হইবে। এই হেতু হাছান হাদিছ বহু ছনদে বর্ণিত হইলে ছহিহ হইয়া থাকে এবং জইফ হাদিছ বহু ছনদে বর্ণিত হইলে শরিয়ত গ্রাহ্য দলীল হইয়া থাকে।

নোখবার টীকা, ৪০ পৃষ্ঠাঃ—

স্মৃতি - শক্তিহীন, অপরিচিত ও ইছনাদ গোপনকারী লোকের বর্ণিত হাদিছ, অন্য বিশ্বাসযোগ্য হাদিছের সাহায্যে "হাছান" (দলীল) হইয়া থাকে।

ছেহাহ লেখকদের কেয়াছি শর্ত্ত

তজনিব ১৭/১৮ পৃষ্ঠাঃ—

এমাম জুহরির পঞ্চ প্রকার শিষ্য ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর শিষ্যগণ অতি ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন এবং অনেক সময় শিক্ষকের নিকট থাকিতেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিষ্যগণ উক্ত গুণ সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু শিক্ষকের নিকট অল্প সময় থাকিতেন। তৃতীয় শ্রেণীর শিষ্যগণ অনেক সময় শিক্ষকের নিকট ছিলেন, বিদ্বান ও মেধাবীও ছিলেন, কিন্তু রাফিজি, কাদরিয়া ও মরজিয়া ইত্যাদি ছিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর শিষ্যগণ উপরোক্ত দোষে দোষান্বিত থাকা স্বত্ত্বেও অল্প সময় শিক্ষকের নিকট ছিলেন। এমাম বোখারির কেয়াছি মতানুসারে কেবল প্রথম শ্রেণীর হাদিছগুলি ছহিহ হইবে এবং অবশিষ্টগুলি জইফ হইবে। এমাম মোছলেমের শর্ত্তনুসারে কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর হাদিছগুলি ছহিহ, অবশিষ্টগুলি জইফ হইবে। এমাম আবু দাউদ ও নাছায়ীর শর্ত্তনুসারে কেবল প্রথম তিন শ্রেণীর হাদিছগুলি ছহিহ, অবশিষ্টটী জইফ হইবে। এমাম তেরমেজির শর্ত্তানুসারে চারিশ্রেনীর সমস্থ হাদিছ ছহিহ্ হইবে।

ছহি তেরমেজি , ২৪০ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম শোবা , আবু জোবাএর , আবদুল মালেক ও হাকিমকে জইফ্ (অযোগ্য) বলিয়া তহাদের হাদিছগুলি ত্যাগ করিয়াছেন , কিন্তু অন্যান্য এমামগণ তাহাদের যোগ্য বলিয়া তাঁহাদের হাদিছগুলি গ্রহণ করিয়াছেন। এমাম শোবা, জাবের , এবরাহিম ও মোহাম্মদের হাদিছগুলি গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু অন্যান্য এমাম তাঁহাদিগকে জইফ্ বলিয়াছেন ।

এমাম এহইয়া, শরিক, আবুবকর বেনে আইয়াশ, রবি ও মোবারকের হাদিছগুলি ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এমাম এবনে মোবারক, অকি ও আব্দুর রহমান তাঁহাদের হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন।

মোকাদ্দামায় ছহিহ্ মোছলেম , ১১ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম মোছলেম , ছোহাএল , আলা ও হাম্মাদের হাদিছ ছহিহ্ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি উহা জইফ বলিয়াছেন । এমাম বোখারি একরামা, ইছহাক ও আমরের হাদিছ ছহিহ্ বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম উহা জইফ্ বলিয়াছেন ।

ছহি তেরমেজি ২৮/২৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম আবু জোরয়া বলিয়াছেন, আবু ছালেহ যে হাদিছটি হজরত আবু হোরায়রা(রাঃ) হইতে বর্নিত করিয়াছেন, তাহাই বেশী ছহিহ্; কিন্তু এমাম বোখারি বলিয়াছেন যে, আবু ছালেহ যে হাদিছটি হজরত আএশা (রাঃ) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, উভয়ের একটিও ছহিহ্ নহে। এমাম এহইয়া ও আহ্মদ , আফরিকির হাদিছকে জইফ্ বলিতেন , কিন্তু এমাম বোখারি উহা গ্রহণ করিতেন ।

ফৎহোল কদির , ১৪ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম এহইয়া কাত্তান ও আহ্মদ আলি বেনে আলি কে অযোগ্য ধারনা করিতেন , কিন্তু এমাম অকি এবনে ময়ীন ও আবু জোরয়া তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিতেন ।

হাদিছ বিচারকদের শর্ত্ত

মেছাল্লামের টীকা , ৪৪০ পৃষ্ঠা

যিনি রাবিদের দোষ গুণ প্রকাশ করিবেন, তিনি যেন ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ন, হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েন, দোষ গগুণের কারন গুলি অবগত হয়েন, হিংসুকও অহঙ্কারী না হয়েন, কেন না হিংসুক লোকের কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যথা এমাম দারকুৎনি হিংসা বশ্যত এমাম আজমের প্রতি দোষারূপ করিয়াছেন।

মিজানোল - এতেদাল, ১ম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম এহ্ইয়া ময়ীন, আহ্‌মদ বেনে ইছাকে মিথ্যবাদি বলিয়াছেন, এমাম জাহাবি তাঁহাকে হাফেজে হাদিছ বলিয়াছেন। এমাম নাছায়ী তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন। ছেহাহ্ লেখক এমামগণ তাঁহার হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন। খতিব বলেন, বিনা কারনে তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলা হইয়াছে।

মিজানোল - এতেদাল, ৬০ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম জাহাবি বলিয়াছেন, আহমদ বেনে ফোরাত হাদিছের হাফেজ ও বিশ্বাস ভাজন আলেম ছিলেন, কিন্তু এবনে খারাশ অন্যায় ভাবে তাঁকে মিথ্যাবাদি বলিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থ, ৪৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম জাহাবি বলিয়াছেন, আহ্‌মদ বেনে ছালেহ্ উচ্ছ ধরনের আলেম, হাফেজে-হাদিছ ও বিশ্বাস ভাজন বিদ্বান ছিলেন। এমাম বোখারি, আবু দাউদ, এব্‌নে ওয়ানা, আবু নয়ীম, ফাছাবি, আবু হাতেম, আজালি ও এব্‌নে আদি প্রভৃতি এমামগণ আহ্‌মদ বেনে ছালেহকে বিশ্বাস ভাজন আলেম বলিয়াছেন। এমাম নাছায়ী তাঁহাকে অ-বিশ্বাসী বলিয়াছেন, আরও তিনি বলিয়াছেন যে, এমাম এহইয়া ময়ীন তাঁহাকে মিথ্যাবাদি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম বোখারি ও আবু ছয়ীদ বলিয়াছেন, অকারনে এমাম আহ্‌মেদ বেনে ছালেহের প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে। এমাম মহাম্মদ বেরকি বলেন এমাম আহ্‌মেদ এমাম নাছায়ীকে মজলিশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, সেই হিংসায় ইনি তাঁহার উপর দেষারোপ করিয়াছিলেন। এমাম জাহাবি বলেন, এমাম নাছায়ী তাঁহার উপর দেষারোপ করিতে গিয়া নিজের উপর কলঙ্কের কালিমা লেপন করিয়াছেন।

তকরিবোৎ তাহজিব, ৮ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম এব্নে হাব্বান বলিয়াছেন , এমাম এহইয়া আহ্মদ শমুনিকে মিথ্যাবাদি বলিয়াছেন , ইহাতে এমাম নাছায়ী ভ্রম বশ্যত আহ্মদ বেনে ছালেহকে মিছরি বুঝিয়া তাঁহার উপর দেষারোপ করিয়াছেন।

তকরিব গ্রন্থে বর্নিত আছে যে, কেহ কেহ হিংসা বশ্যত বা ভ্রম বশ্যত কতকগুলি বিশ্বাসভাজন আলেমের প্রতি দেষারোপ করিয়াছেন, তম্মধ্যে কতিপয় নির্দ্দোষ আলেমের নাম উল্লেখ যোগ্য । আহ্মদ বেনে আব্দুল মালেক, আহমদ বেনে আলি, আবান বেনে ইছহাক, আবান বেনে ছালেহ, এবরাহিম বেনে ছায়াদ, এব্রাহিম বেনে ছয়ীদ, এব্রাহিম বেনে ছোওয়াএদ, এবরাহিম বেনে মোহাম্মদ, ওছমান বেনে হাফ্ছ, এছরাইল বেনে ইউনোছ, এছমাইল বেনে এব্রাহিম, এছমাইল বেনে বাজা, এছমাইল বেনে আব্দুল্লাহ্ বাছারি, এছমাইল বেনে আবদুল্লাহ্ রাকি, আইউব কারাশি, আবদুল হামিদ বেনে আবদুল্লাহ, আবদুল ওহাহেদ ছদুছি , আলি বেনে হাকাম, মোহাম্মদ বেনে এহইয়া কানানি, মোৎরাফ এছারি , মোয়াল্লা রাজি, মোকাতেল বেনে হেয়ান, মনছুর মক্কি, মোহ্লাব বাছার ও মুছা বেনে এছমাইল ।

কোন কোন হাদিছ বিচারকদের কথা ধর্ত্তব্য হইবে ?

জাহরাতোর রেবা ঃ–

প্রত্যেক তবকার মোহাদ্দেছগণের মধ্যে কেহ রাবিদের অবস্থা বর্ণনা করিতে মধ্যম নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন, কেহ বা অতি কঠিন নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন। এমাম ছুফিয়ান, এবনে মেহদি, আহমাদ হাম্বল ও বোখারি মধ্যম পন্থী ছিলেন। এমাম শোবা, এহইয়া কাত্তান, এহইয়া ময়ীন ও আবু হাতেম কঠিন পন্থী ছিলেন। অতএব কঠিন পন্থী এহইয়া কাত্তান কোন রাবিকে জয়ীফ বলিলে, এবং মধ্যম পন্থী এবনে মেহদী তঁহাকেই বিশ্বাস ভাজন বলিলে, শেষোক্ত বিদ্বানের মতে গ্রাহ্য হইবে। এমাম এবনে হাজার বলিয়াছেন, এমাম নছায়ী, এমাম আবু দাউদ,

তেরমিজি, বোখারি ও মোছলেমের এক দল রাবিকে জইফ বলিয়া তাঁহাদের হাদিছগুলি ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব ইনিও কঠিন পন্থিদের মধ্যে গণ্য হইবেন।

ছহিহ্ মোছলেম ঃ—

এমাম মোছলেম মোয়ানয়ান হাদিছের সম্বন্ধে এমাম বোখারি ও আলি মদিনিকে বেদাতি বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

তজনিব, ৪১ পৃষ্ঠা ঃ—

হাফেজ ওকায়লি, এমাম আলি মদিনি, মোহাম্মদ, আব্দুর রাজ্জাক ও ওছমান বেনে আবি শায়বাকে জইফ বলিয়াছেন। এমাম জাহাবি ইহার প্রতিবাদে বলিয়াছেন যে, যদি উক্ত এমামদিগের হাদিছ গ্রহণ না করা হয়, তবে একেবারে সমস্থ হাদিছ নষ্ট হইয়া যাইবে। ওকায়লি যাহাদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা বহুগুণে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর ছিলেন।

এমাম এবনে আদি সত্য অসত্য প্রত্যেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এব্নে আদি হিংসা বশ্যত এমাম আবু কাছেম বাগাবির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন, অতএব তিনি কাহাকে জইফ্ বলিলেই যে তাহা সত্য হইবে এমন কথা নহে।

মিজানোল - এতেদাল, ২য় খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম জাহাবি বলিয়াছেন, এমাম এহইয়া কাত্তান রাবিদের অবস্থা বর্ননা করিতে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিতেন।

উক্ত গ্রন্থ, ৪ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম জাহাবি, এমাম আবু হাতেমকে ন্যায়ের সীমা অতিক্রমকারী বলিয়াছেন।

মিজানোল এতেদাল, ১ম খন্ড ১২৭ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম, এব্নে হাব্বান বিশ্বাসভাজন লোকের প্রতি অযথা দোষারোপ করিতেন।

মিজানোল এতেদাল ঃ —

হাফেজ আজদি অন্যায় ভাবে বহু লোকের প্রতি দেষারোপ

করিয়াছেন, তাঁহার কথা অগ্রায্য।

রাফা অত্তক্‌মিল , ১৮/ ২০ পৃষ্ঠা ঃ–

এমাম আবু হাতেম, নাছায়ী এব্‌নে ময়ীন, এব্‌নে কাত্তান , এহইয়া কাত্তান , এব্‌নে হাব্বান সামান্য কারনে রাবিদিগকে জইফ বলিতেন ও ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিতেন, অতএব অন্যান্য ন্যায় পরায়ন আলেমের মতের সহিত ঐক্য না হইলে, তাহাদের দোষারোপ গ্রায্য হইবে না ।

এমাম এব্‌নে হাজার তহজিবে লিখিয়াছেন যে, জহ্‌জানি, কুফি আলেমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষন করিতেন, অতএব কুফি আলেমদের বিরুদ্ধে তাঁহার দোষারোপ গ্রাহ্য হইতে পারে না । এমাম শায়ারানি ও ছুবকি বলিয়াছেন, এমাম জাহাবি অন্যায় ভাবে পীর মহ্‌ইউদ্দিন আরাবি ও এমাম আশয়ারির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন । এইরূপ এব্‌নে জওজি, এব্‌নে তায়মিয়া ও মজদদ্দিন ফিরুজাবাদী রাবিদের অবস্থা বর্ণনা করিতে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন ।

অপরিচিত লোকের হাদিছ

নোখবার টীকা ঃ–

যদি একজন রাবির নাম কেবলমাত্র এক স্থানে উল্লেখ হয় এবং অন্য কেহ তাঁহার বিশ্বাস ভাজন হইবার প্রমান না দিয়া থাকে, তবে তাহাকে ''মজহুল'' বলে আর যদি তাঁহার নাম দুই স্থানে উল্লেখ হয় এবং কেছ তাঁহার সুখ্যাতি করে নাই , তবে উহাকে ''মস্তুর'' বলে। মোহাদ্দেছগণ এইরূপ লোকের হাদিছ ছহিহ্ বলেন না মজহুল ও মস্তুরের অর্থ অপরিচিত ব্যক্তি ।

নোখ্‌বার পর টীকা ঃ –

এমাম এব্‌নে হাব্বান বলিয়াছেন যে, উপরোক্ত অপরিচিত লোকের হাদিছ ছহিহ্ হইবে । কেন না যে ব্যক্তির কোন দূনাম প্রকাশ পাই নাই, তাঁহাকে ধার্ম্মিক বা সৎলোক ধারনা করিতে হইবে, মানুষ কাহার ও গুপ্ত অবস্থা তদন্ত করিতে আদিষ্ট হয় নাই, প্রকাশ্য ভাবের উপর হুকুম

করিতে আদিষ্ট হইয়াছে। খোদাতায়ালা বলিয়াছেন, তোমরা কাহারও ছিদ্র অনুসন্ধান করিও না। মানুষকে ভাল ধারনা করিয়াই হাদিছ বিচার করা হইয়াছে। এব্‌নে হাজার ও এমামোল - হারামাএন বলিয়াছেন যে, যতক্ষন না তাঁহার অবস্তা উত্তম রূপে অনুসন্ধান করা হয়, ততক্ষন তাঁহার হাদিছ ছহিহ্ বা বাতিল কিছুই বলা যাইবে না।

মোকাদ্দমায়-এব্‌নে ছালাহ, ১ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম ছালাহ, এব্‌নে হাব্বানের মতের সমর্থন করিয়াছেন। মিজান শায়ারানিতে আছে ;— এমাম শায়ারানি উক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন।

মিজানোল এতেদাল, ৩য় খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম আবু হাতেম বলিয়াছেন, মোহম্মদ বেনে মছউদ অপরিচিত লোক ছিলেন ; এমাম জাহাবি বলেন তিনি অপরিচিত নহেন, বরং একজন মহান ব্যক্তি ছিলেন ও বিশ্বাস ভাজন লোক ছিলেন। কিন্তু আবু হাতেম তাঁর পরিচয় জানেন না।

তজনবি ৩৬ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম আবু হাতেম, এহইয়া কাত্তান প্রভৃতি বিদ্বানগণ একদল ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের বিশ্বাস ভাজন পরিচিত রাবিকে অপরিচিত বলিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। হে মহাম্মদীগণ, এমাম বেখারি ও মোছলেমের কতক গুলি অপরিচিত রাবিদের হাদিছ ছহিহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন উহা ছহিহ্ হইবে কি না ? যদি হয় তবে অন্যান্য কেতাবের অপরিচিত লোকের হাদিছ কেন ছহিহ্ হইবে না ?

কিরূপ জারাহ্ গ্রাহ্য হইবে ?

মোছাল্লামের টীকা, ৪০৮ পৃষ্ঠা ঃ —

অধিকাংশ ফকিহ ও মোহাদ্দেছ বলিয়াছেন, যদি কেহ কোন রাবিকে জাইফ বলেন, তবে উহার কারন প্রকাশ করিতে হইবে। নচেৎ উহা গ্রাহ্য হইবে না।

মোকাদ্দমায় এব্‌নে ছালাহ্, ৪৮ পৃষ্ঠা ঃ—

যদি কেউ কাহারও প্রতি দোষারোপ করে, তবে যতক্ষন না

উহার কারন দর্শাইবে, ততক্ষন উহ গ্রাহ্য হইবে না কেননা লোকে নিজের মতানুযায়ী অন্যের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকে; হইতে পারে যে এই ব্যক্তি যাহা দোষ বুঝিয়াছে উহা প্রকৃত পক্ষে দোষ না হইতে পারে, অতএত উহা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিলে উহার বিচার করা যাইতে পারে। খতিব বলিয়াছেন যে, ইহা এমাম বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ প্রভৃতি মোহাদ্দেছদিগের মত।

সেই হেতু তাঁহারা অনেক দেযোম্বিত ব্যক্তি হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন।

তজনিব ৩৩ পৃষ্ঠা ঃ--

লোকে এমাম শোবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কি জন্য অমূকের হাদিছ ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি বলিলেন, অমুক ব্যক্তি ঘোড়া দৌড়াইয়া থাকে, সেই কারনে তাঁহার হাদিছ ত্যাগ করিয়াছি।

লোকে মোছলেম বেনে এবরাহিমকে ছালেহের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন এমাম হাম্মাদের নিকট তাঁহার বিষয় উথ্যাপন করা হইয়াছিল, ইহাতে তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছিলেন।

মিজান ৩য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা ঃ--

আরকা বলেন, আমি এমাম শোবাকে আবুজ জোবাএরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে ওজনে বেশী চাহিতে দেখিয়াছিলাম।

পাঠক উপরোক্ত কার্য্য গুলির জন্য একজনার হাদিছ জইফ হইতে পারে না।

মোছল্লামের টীকা, ৪৪০ পৃষ্ঠা ঃ--

এমাম দারকুৎনি, এমাম আজমের (রহঃ) প্রতি দোষারোপ করিতেন, ইহার কারন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিতেন যে, তিনি ফেকহ্ প্রকাশ করিতেন; কিন্তু ইহা দোষ হইতে পারে না। আর একবার বলিতেন যে, তিনি হাদিছের এমামদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন নাই, কিন্তু ইহা বাতিল কথা; কেন না তিনি এমাম মোহাম্মদের বাকের, আমাশ প্রভৃতি বহুসংখ্যক মোহাদ্দেছের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিয়াছিলেন; আর একবার

বলিতেন যে, তিনি কেয়াছ করিতেন এবং হাদিছ ত্যাগ করিতেন; কিন্তু ইহা ও অমূলক কথা, কেন না তিনি মোরছাল হাদিছ ও ছাহাবাদের মত থাকিতে কেয়াছ ত্যাগ করিতেন এবং অন্যান্য আলেম ও কেয়াছ করিতেন।

মিজান ১ম খন্ড , ১২৯ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম জাহাবি বলেন, এমাম বোখারি অএছ কারাণিকে জইফ বলিয়াছেন; কিন্তু জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; এবনে আদি তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন এবং তিনি একজন উচ্চদরের অলি উল্লাহ ছিলেন, অতএব এইরূপ দোষারোপ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

পাঠক, এইরূপ অনেকে মনোক্তি মতে অনেক নির্দ্দোষ ব্যক্তিদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, অতএব যতক্ষণ না দোষারোপের কারণ অবগত হওয়া যায়, ততক্ষণ উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

মরজিয়াদের হাদিছ

তজনিব, ৪১/৪২ পৃষ্ঠাঃ—

মরজিয়া দুই প্রকার, এক প্রকার মরজিয়া বলিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি মুখে ইসলামের একরার করে, কিন্তু মনে বিশ্বাস না করে, তাহাকেও ইমানদার বলা যায়। সে ব্যক্তি গোনাহ কবিরা করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। ইহারা গোমরাহ মরজিয়া। আর এক প্রকার মরজিয়া বলিয়া থাকে যে, সৎকার্য্য ও ইমান পৃথক পৃথক বস্তু, ইহারা ছুন্নত জামায়াত ভুক্ত।

তমহিদ আবু শকুর ছালামি;—

মরজিয়া দুই প্রকার, এক প্রকার মরজিয়া রহমতের যোগ্য ছিলেন, জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছাহাবাগণ এই দল ভুক্ত। আর এক দল মরজিয়া লানতের যোগ্য, তাহারা বলে, গোনাহ করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

খয়রাতোল- হেছান;—

গাছছান নামক এমাম আজমের একজন শিষ্য উক্ত এমামের মত ত্যাগ করিয়া মারজিয়া হইয়াছিল এবং প্রবঞ্চনা করিয়া বলিত যে, আমি এই মত এমাম আজমের নিকট শিক্ষা করিয়াছি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এমাম আজম মরজিয়া ছিলেন না।

এমাম আমাদি বলিয়াছেন, মোতাজেলাগণ প্রথম জামানায় ছুন্নত জামায়াতকে মরজিয়া বলিত।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণি হইল যে, গোমরাহ মরজিয়া লোকের হাদিছ জইফ হইবে, কিন্তু ছুন্নত জামায়াত ভূক্ত মরজিয়াদের হাদিছ ছহিহ্ হইবে।

মিজান, ২য় খণ্ড, ৩০১ পৃষ্ঠাঃ —

আমর বেনে মোররাহ্, এমাম ও হাদিছের শ্রেষ্ঠতম আলেম ছিলেন, এমাম এবনে ময়ীন, আবু হাতেম প্রভিতি তঁহাকে বিশ্বাস ভাজন করিয়াছিলেন, তিনি মরজিয়া ছিলেন।

মিজান, ৩য় খণ্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা ঃ–

এমাম জাহাবি বলিয়াছেন ; — মেছয়ার বেনে কোদাম , এমাম ও হাদিছের হাফেজ ছিলেন ; ছোলাইমানি যে মেছয়ার , হাম্মাদ , আমর বেনে মোররাহ, আবদুল আজিম , আবু মোয়াবিয়া প্রভৃতি আলেম গনকে মরজিয়া বলিয়াছেন , তাহার কথাই অগ্রাহ্য । এমাম জাহাবি বলিয়াছেন বহুসংখ্যক আলেম (ছুন্নি) মরজিয়া ছিলেন, অতএব এইরূপ মতাবলম্বীদের প্রতি দোষারোপ করা অনুচিত ।

মিজান , ১ম খন্ড ১৯ পৃষ্ঠা ঃ –

এমাম জাহাবি বলেন, এব্রাহিম বেনে তহমান অতি বিশ্বাস ভাজন আলেম ছিলেন; এমাম দারকুৎনি, আবু ইসাহাক, আহমদ ও এহইয়া ময়ীন তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন আলেম বলিয়াছেন; তিনি মরজিয়া ছিলেন, এই হেতু যাহারা তাহাকে জইফ বলিয়াছেন, তাহাদের কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের নিম্নোক্ত রাবিগণ মরজিয়া ছিলেন; বেশর মরুজী, বশির কুকি, হাছান বেনে মোহাম্মদ, খালেদ বেনে ছালামা,

খাল্লাদ বেনে এহইয়া, জার বেনে আবদুল্লাহ , ছলেম বেনে এজলান, শোয়াএব বেনে ইছহাক, তালক বেনে, হবিব, আছেম বেনে কোলাএব, আবদুল হামিদ বেনে আব্দুর রহমান, আবদল হামিদ বেনে আবদুল আজিজ, ওছমান বেনে গেয়াছ বেনে জার, কয়েছ বেনে মোছলেম, আবুবকর নহশলি ও আইউব বেনে আয়াজ।

মূল কথা এই যে, রাবি মরজিয়া হইলেই জইফ হইতে পারেনা। অবশ্য গোমরাহ মরজিয়াদের হাদিছ জইফ হইবে।

বেদায়াতিদের হাদিছ

নোখবার পর টীকা, ৩৮/৩৯ পৃষ্ঠাঃ—

বেদয়াত মত দুই প্রকার, এক প্রকারে মানুষ কাফের হইয়া যায়; আর এক প্রকারে মানুষ গোনাহ্গার হইয়া যায়। অধিকাংশ আলেমের মতে প্রথম শ্রেণীর বেদয়াতিদের হাদিছ ছহিহ্ হইবে না। যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর বেদয়াতিরা লোককে বেদয়াতের দিকে আহ্বান না করে, তবে তাহাদের হাদিছ গ্রাহ্য হইবে, অন্যথায় উহা অগ্রাহ্য হইবে। ইহাই ছহিহ মত। কতক অলেম বলিয়াছেন যে, তাহাদের হাদিছ কোন অবস্থাতেই গ্রাহ্য হইবে না। আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, উহা প্রত্যেক অবস্থায় গ্রাহ্য হইবে।

জফরোল আমানি, ৩৭৬ পৃষ্ঠাঃ—

যে ব্যক্তি বেদায়াত কার্য্য করে বা পাপের কার্য্য করে, তাহার হাদিছ ছহিহ হইবে না।

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে অনেক বেদয়াতির হাদিছ বর্ণিত আছে,— হারব বেনে ময়মুন, হাছান বেনে জাকাওয়ান, জিকরিয়া বেনে ইছহাক, ছাহাল বেনে ইউছোফ, ছালাম বেনে মিছকিন, ছএফ বেনে ছোলায়মান, শেবল বেনে এবাদ, শায়বান বেনে ফররুখ প্রভৃতি ২২ জন কাদরিয়া লোকের হাদিছ;—

বেকাএর বেনে আবদুল্লাহ, এবাদ বেনে ইয়াকুব, আমর বেনে হাম্মাদ ও হারুন বেনে ছাদ প্রভৃতি কয়েকজন রাফিজির হাদিছ; এছমাইল

বেনে ছমি, দাউদ বেনে হোছাএন, এমরান বেনে হেত্তান, এমরান দাউয়ার, মোয়াম্মার বেনে, মোছান্না, নাছার বেনে আছেম, হাজেব বেনে ওমার, অলিদ বেনে কছির ও আবু হেছান প্রভৃতি কয়েকজন খারিজির হাদিছ; আহমদ বেনে আবাদা, ইছহাক বেনে ছোওয়াএদ, হোরাএজ বেনে ওছমান, হোছাএন বেনে নোমাএর, আবদুল্লাহ বেনে শকিক ও নয়ীম বেনে আবি হেনদ প্রভৃতি কয়েক জন নাছিবি লোকের হাদিছ ও বেশর প্রভৃতি কয়েক জন জাহমিয়া লোকের হাদিছ উক্ত ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত আছে।

পাঠক, ফাছেকের হাদিছ গ্রাহ্য হইবে না, কিন্তু কতক বেদয়াতি লোকের হাদিছ গ্রাহ্য হইবে, ইহা কেয়াছ। তৎপরে ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের বেদয়াতি রাবিদের হাদিছ ছহিহ হইবে, কিন্তু অন্যান্য কেতাবের বেদয়াতি রাবিদের হাদিছ ছহিহ হইবে না, ইহা আর এক কেয়াছ। কোর-আন ও হাদিছে কি এরূপ মতের প্রমাণ আছে? মোহাম্মদিগণ এরূপ অন্ধ বিশ্বাস করিয়া কি হইবেন?

মওজু ও মতরুক হাদিছ

যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথাকে হাদিছ বলিয়া প্রকাশ করে, তবে উহাকে 'মওজু' (জাল) হাদিছ বলে। যাহার উপর মিথ্যার অপবাদ করা হইয়াছে বা যে বক্তি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহার হাদিছকে 'মতরুক' (পরিত্যক্ত) বলা হয়।

ছহিহ বোখারির এক জন রাবির নাম ওছাএদ বেনে জাএদ, এমাম এবনে ময়ীন তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন।

ছহিহ তেরমজিতে মোহাম্মদ বেনে ইছহাক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মোক্তাদি এমামের পশ্চাতে ছুরা ফাতেহা পড়িবে; কিন্তু এমাম মালেক, এহইয়া ও ছোলায়মান তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, কাজেই উহা জাল কথা হইবে।

ছেহাহ ছেত্তায় মিথ্যাবাদী রাবিদের হাদিছ থাকিলে, উহা ছহিহ হইবে, কিন্তু অন্যান্য কেতাবে এইরূপ হাদিছ থাকিলে, উহা জাল হাদিছ

হইবে, এইরূপ কেয়াছি মতের প্রমাণ কোথায় আছে?

স্মৃতিহীন লোকের হাদিছ

নোখবার টীকা, ৪০ পৃষ্ঠাঃ—

যে ব্যক্তির চিরকাল স্মৃতি শক্তির দোষ থাকে, তাহার হাদিছকে "শাজ" বলা হয়, (অতএব উহা ছহিহ হইবে না)। আর যে ব্যক্তির বুদ্ধি বা স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধাবস্থায় লোপ পাইয়াছে, তাহার স্মৃতি বা বুদ্ধি লোপ পাইবার পূর্ব্বের হাদিছ ছহিহ হইবে এবং উক্ত অবস্থায় হাদিছ ছহিহ হইবে না। ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের নিম্নোক্ত ৭জন রাবির স্মৃশক্তির দোষ ছিল,—এবরাহিম বেনে আব্দুর রহমান, জেয়াদ মখজুমি, ছায়াদ বেনে ছায়ীদ, ছোলায়মান বেনে কার্ম, আব্দুল্লাহ বেনে নাফে, মোয়াম্মাল বেনে ইছমাইল ও এহইয়া বেনে ছোলাএম।

আরও ২২জন রাবির স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধাবস্থায় লোপ পাইয়াছিল, তাঁহাদের কয়েক জনার নাম নিম্নে লিখিত হইতেছে ঃ—আহমাদ বেনে আব্দুর রহমান, আবান বেনে ছামায়া, ইছহাক রাহওয়ায়হে, ইছহাক বেনে মোহাম্মদ, খালাফ বেনে খলিফা, ছয়ীদ বেনে আব্দুল আজিজ প্রভৃতি।

পাঠক, আবু দাউদ ও এবনে মাজায় বর্ণিত আছে, জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জানাজা পড়িবে, তাহার কোন ফল হইবে না; এবনে আবি জেয়েব এই হাদিছটি ছালেহ হইতে শুনিয়াছেন, কিন্তু ছালেহের শেষ জিবনে তাঁহার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল।

তকরিব, ১৭৫ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম ছালেহ সত্যবাদী, কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহার বুদ্ধি শক্তি নষ্ট হইয়াছিল। এবনে আদি বলিয়াছেন, এবনে আবি জেয়েব তাঁহার প্রথম জীবনের হাদিছ শুনিয়াছিলেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, উক্ত হাদিছ ছহিহ্। কিন্তু মোহাম্মাদীগণ উহা ছহিহ্ বলিয়া স্বীকার করেন না। আর ছহিহ্ বোখরি ও মোছলেমের উপরোক্ত স্মৃতি শক্তি রহিত লোকদের হাদিছগুলি ছহিহ্ বলিয়া স্বীকার করেন, তাহাদের এইরূপ বাতিল কেয়াছের দলীল কোর-

আন ও হাদিছে আছে কী? এইরূপ বাতিল কেয়াছ করিয়া হাদিছ রদ্দ করিলে কি দোষ হয়, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

ভ্রমকারীদের হাদিছ

মোকাদ্দামায় এবনে ছালাহ্, ৫৪ পৃষ্ঠা ঃ—

বেশী ভ্রমকরীদের হাদিছ ছহিহ্ হইতে পরে না।

ছহিহ্ তিরমিজি ঃ—

অনেক এমাম হাদিছের হাফেজ হওয়া সত্ত্বেও ভুল ভ্রান্তি হইতে রক্ষা পান নাই।

বোছতানোল মোহাদ্দেছিন, ১০২ পৃষ্ঠা ঃ—

বোখারার আলেমগণ এমাম বোখরির মত ও কেয়াছকে ভ্রান্তিমুলক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

উক্ত গ্রন্থ ঃ—

এমাম বোখরি শামবাসী রাবিদের বিষয় ভ্রম করিয়াছেন।

নোখবার পর টিকা ঃ—

এমাম দারকুৎনি প্রভৃতি বিদ্বানগণ বলিয়াছেন যে, এমাম বোখরি ৯৫টি হাদিছে ও এমাম মোছলেম ১১৫টা হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন।

তজনবী, ৮ পৃষ্ঠা ঃ—

এমাম মোছলেম ভ্রম বশতঃ আবু ছয়ীদ (রাঃ) স্থলে আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আজবেবায় ফাজেলা , ৫১পৃষ্ঠা;—

এমাম তেরমজি অনেক জইফ হাদিছকে ছহিহ বা হাছান বলিয়াছেন।

নাছবোর রায়াহ্;—

এমাম তেরমজি বলিয়াছেন যে, আমর বেনে আওফ ঈদের বার তকবির সম্বন্ধে যে হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, উহা হাছান এবং এমাম বোখারি উহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছেন, কিন্তু এমাম এবনে ময়ীন, নাছায়ী, দারকুৎনি, আবু জোরয়া ও এবনে হাব্বান উক্ত হাদিছের একজন রাবি

কছির বেনে আবদুল্লাহকে মিথ্যাবাদী, পরিত্যক্ত ও জাল হাদিছ প্রকাশক বলিয়াছেন। এমাম এবনে দাহইয়া বলিয়াছেন, এমাম তেরমজি অনেক বাতীল ও জাল হাদিছকে উত্তম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও একটী জাল হাদিছ।

আরও ৪৬ পৃষ্ঠাঃ—

এবনে মাজাতে অনেক বাতীল ও জাল হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। এমাম দারকুৎনি অনেক জইফ ও জাল হাদিছকে ছহিহ বলিয়াছেন।

তকবির, তদরিব, তহজীব মিজান ও জাফরোল আমানি ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, মোহাদ্দেছগণ সহস্রাধিক স্থলে ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিয়াছেন, উহার প্রত্যেক স্থলে এক পক্ষ ভ্রান্ত মতধারী হইয়াছেন; ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, হাদিছতত্ত্বে তাহারা কেয়াছি মত ধারণ করিয়া অনেক ছহিহ হাদিছকে জাল ও জাল হাদিছকে ছহিহ সপ্রমাণ করিয়াছেন। যদি বেশী ভ্রমকারীর হাদিছ ছহিহ না হয় তবে উক্ত মোহাদ্দেছগণের হাদিছ কিরূপে ছহিহ হইবে?

ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের নিম্নোক্ত রাবিগণ অতি ভ্রমকারী ছিলেন;—

হাফছ বেনে মায়ছারা, ছয়ীদ বেনে আমের, আবদুল্লাহ বেনে ওমার নোমায়রি, আবদুর রহমান বেনে হাম্মাদ,মাতার বেনে ওছমান, ফোজাএল বেনে ছোলায়মান, এহইয়া বেনে আবি ইছহাক, ছলেহ বেনে রোছতাম, এমরান বেনে মোছলেম, ফোলায়হ বেনে ছেলায়মান ও এহইয়া বেনে অইউব প্রভৃতি।

পাঠক, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের উপরোক্ত রাবিদের হাদিছ ছহিহ হইতে পারে না। যদি ছহিহ হয়, তবে অন্যান্য কেতাবের উক্ত প্রকার রাবিদের হাদিছ কি জন্য ছহিহ হইবে না?

এমাম তেরমজি এমাম শোবা হইতে আমিন চুপে চুপে পাড়িবার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম শোবা হাদিছের শ্রেষ্ঠতম এমাম ছিলেন, কিন্তু এমাম বোখারি নিজের মতের খেলাফ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, এমাম শোবা উক্ত হাদিছে ভ্রম করিয়াছেন; সেই হেতু এমাম এহইয়া

কাত্তান বলিয়াছেন যে, উহা বিনা দলিলের কথা; ইহাও বলা যাইতে পারে যে, এমাম শোবা ভ্রম করেন নাই, বরং তাহার প্রতিপক্ষগণ ভ্রম করিয়াছেন।

এইরূপ এমাম বয়হকি , দারকুৎনি ও খতিব প্রভৃতি নিজের মাতের খেলাফ হইলে আনেক ছহিহ হাদিছকে জইফ স্থির করিয়াছেন। জওহারোন নকি ইত্যাদি গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে।

মোদাল্লেছের হাদিছ

মোকাদ্দমায় শেখ আবদুল হক;—

এক ব্যক্তি আপন শিক্ষক হইতে একটি হাদিছ প্রচার করিয়াছে, কিন্তু হাদিছ বর্ণনা কালে নিজ শিক্ষকের নাম গোপন করিয়া তদুপরিস্থ কোন রাবির নাম লইয়া বলেন যে, এই হাদিছ অমুক হইতে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে "তদলিছ" (ইছনাদ গোপন করা) বলে; উক্ত হাদিছকে "মোদাল্লাছ" এবং উক্ত ব্যক্তিকে " মোদাল্লেছ" বলে।

এমাম শামনি বলেন, এমামগণের মতে ইছনাদ গোপন করা হারাম।

এমাম অকি বলেন, যখন কাপড়ের দোষ গোপন করা জায়েজ নহে , তখন হাদিছের ইছনাদ গোপন করা কিরূপে জায়েজ হইবে?

এমাম শোবা ইছনাদ গোপনকারীদের উপর কঠিন দোষারোপ করিয়াছেন। কখন কখন নিজের শিক্ষকের দোষ গোপন করিবার মানসে এইরূপ করা হইয়া থাকে। কখন কখন হাদিছের ছহিহ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস থাকায় এইরূপ করা হয়। এক দল আলেম বলেন , ইছনাদ গোপনকারীদের হাদিছ কোন ক্ষেত্রেই ছহিহ হইতে পারে না ; আর একদল আলেম বলেন, সকল অবস্থায় উহা ছহিহ হইবে; অধিকাংশ আলেম বলেন, যাহারা কেবল বিশ্বাস ভাজন আলেমের নাম গোপন করেন, তাহাদের হাদিছ ছহিহ হইবে। আর যাহারা জইফ রাবির নাম ও গোপন করিয়া থাকেন, যদি তাহারা বলেন যে, অমুক হইতে এই হাদিছ শুনিয়াছি , বা অমুক আমাকে এই হাদিছের সংবাদ দিয়াছেন, তবে উহা ছহিহ হইবে, আর যদি বলেন, এই হাদিছটী অমুক হইতে বর্ণিত হইয়াছে বা অমুক এই হাদিছটী প্রকাশ

করিয়াছেন, তবে উহা ছহিহ হইবে না।

পাঠক, মোদাল্লেছের হাদিছ ছহিহ হইবে কিনা, তাহা কোর-আন ও হাদিছে নাই, ইহা কেয়াছি ব্যবস্থা। মোহাম্মদিগণ নত শিরে এইরূপ কেয়াছি ব্যবস্থা মান্য করিয়া থাকেন। এমাম মোজাই বলিয়াছেন, ছহিহ বোখারি ও মোছলেমে এরূপ অনেক ইছনাদ গোপনকারী লোকের হাদিছ আছে- যাহা বিদ্বানগনের মতে রাবি ছহিহ্ হইতে পারে না। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কতকগুলি তদলিছকারী রাবিদের নাম এই, এবরাহিম বেনে এজিদ, হবিব বেনে আবি ছাবেত, হাম্মাদ বেনে ওছামা, ছোলায়মান বেনে মোহরান, বকিয়া বেনে অলিদ, হাজ্জাজ বেনে আরতাৎ, হাকাম বেনে ওতায়বা প্রভৃতি।

জাফরোল - আমানি, ২১৫ পৃষ্ঠাঃ—

এবনে মোন্দা এমাম বোখারিকে ইছনাদ গোপনকারীদের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।

তজনিব, ২২/২৩/২৪ পৃষ্ঠাঃ—

এমাম দারকুৎনি, ছুফইয়ান বেনে ওয়ায়না, ছওরি ও আমাস উক্ত কার্য্য করিতেন।

হাদিছ বিচারকদের মতভেদ

যদি কোন মোহাদ্দেছ একজন রাবির সুখ্যাতি করেন এবং অন্য মোহাদ্দেছ তাহার উপর দোষরোপ করেন, তবে কাহার কথা গ্রাহ্য হইবে? এই মসলার উত্তর কোর-আণ ও হাদিছে বর্ণিত হয় নাই, কাজেই আলেমগণ কেয়াছ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফৎহোল-মোগিছ ও তদরিবে বর্ণিত হইয়াছে;—অধিকাংশ আলেম বলিয়াছেন, উপরোক্ত অবস্থায় উক্ত রাবিকে দোষান্বিত (জইফ) ধরিতে ও তাহার হাদিছকে জইফ বলিতে হইবে। এমাম রাজি, এবনে ছালাহ্ ও আমাদি এই মতটী ছহিহ্ বলিয়াছেন। মহছুল প্রণেতা বলিয়াছেন যে, যদি অধিকাংশ মোহাদ্দেছ তাহার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন এবং অল্প সংখ্যক মোহাদ্দেছ তাহার উপর

দোষারোপ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার হাদিছকে ছহিহ বলিতে হইবে, আর ইহার বিপরীত হইলে উহাকে জইফ বলিতে হইবে। এবনে হাজেব বলিয়াছেন যে, প্রত্যেক অবস্থায় যেটী প্রমাণসঙ্গত বা যুক্তি যুক্ত হইবে, তাহাই গ্রাহ্য হইবে।

হাফেজ এবনে হাজার 'নোখবার টীকায় ও লেছানোল-মিজানে; আল্লামা ছিন্দি নোখবা'র পর টীকায়, এমাম নাবাবি ছহিহ্ মোছলেমের টীকায়, এমাম ছিউতি তদরিবে এবং ছাখাবি আলফিয়ার টীকায় লিখিয়াছেন যে, যদি রাবিদের সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শী কোন এমাম উহার উপর দোষারোপ করিয়া থাকেন এবং দোষারোপের কারণগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তবে উক্ত রাবির হাদিছকে জইফ বলিতে হইবে। আর যে ব্যক্তি সূক্ষ্মদর্শী না হয় এবং দোষারোপের কারণগুলি ব্যক্ত না করিয়া থকে, তাহার দোষারোপ উক্ত রাবির হাদিছ জইফ হইতে পারে না।

নোখবার টীকা, ৬৫ পৃষ্ঠাঃ—

যে মোহাদ্দেছ রাবিদের অবস্থা বর্ণনা করিতে ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, তাহার দোষারোপ গ্রাহ্য হইবে না।

পাঠক, ইহাতে প্রমানিত হইল যে, যদি একজন ন্যায়পরায়ণ লোক কোন রাবির সুখ্যাতি করেন, তবে একজন সীমা অতিক্রম কারী লোকের দোষারোপে কোনও ক্ষতি হইবে না।

এমাম জাহাবি 'আলামোন্নোবালা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, আবু হাফছ্, এবনে হাতেমের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, ইহা গ্রাহ্য হইতে পারে না; কারণ এককালীন লোকের দোষারোপ বিনা যুক্তিসঙ্গত কারণে ধর্ত্তব্য নহে।

এমাম জাহাবি তাজ কেরাতোল- হোফ্ফাজে লিখিয়াছেন, এবনে ছাএদ, এবনে আবু দাউদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, এব্নে আবু দাউদ, এব্নে ছাএদকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন, এবং এব্নে খোজায়মা তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তাঁহারা এক সময়ের লোক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শত্রুতা ভাব ছিল, কাজেই উক্ত দোষারোপ ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।

এমাম জাহাবি মিজানে লিখিয়াছেন, এককালীন লোকের দোষারোপ গাঢ় চিন্তার সহিত অনুসন্ধান করিতে হইবে। যাহাদের মধ্যে শত্রুতা ভাব লক্ষিত হয়, তাঁহাদের পরস্পরের দোষারোপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। এব্‌নে মোন্দা ও আবু নয়ীমের মধ্যে শত্রুতা ছিল, সেই হেতু একে অন্যের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, কাজেই উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। ফৎহোল মোগিছে বর্ণিত হইয়াছে, এমাম এব্‌নে আবদুল বার্র বলিয়াছেন, এককালীন লোকদের পরস্পরের দোষারোপ বিনা অকাট্য প্রমাণে গ্রাহ্য হইতে পারে না; বিশেযতঃ তাঁহাদের মধ্যে শত্রুতা ভাব থকিলে, উহা কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এক মজহাবাবলম্বীর দোষারোপ অন্য মজহাবাবলম্বীর উপর বা জাহিরি আলেমের দোষারোপ অলিউল্লাহদের উপর গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহা মধ্যম শ্রেণীর মোহাদ্দেছদের মধ্যে সংক্রামক হইয়াছিল।

এমাম শয়ারানি 'জাওয়াহেরে' লিখিয়াছেন যে, এমাম জাহাবি ও এব্‌নে-তায়মিয়া অলিউল্লাহদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন, ইহা হিংসা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

দেরাছাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, দারকুৎনি ও খতিব বাগদাদী হিংসা বশতঃ এমাম আবু হানিফার (রঃ) উপর দোষারোপ করিয়াছেন, উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না।

এমাম ছুব্‌কি তাবাকাতে লিখিয়াছেন যে, যাঁহার এমাম ও পরহেজগার (ধার্ম্মিক) হওয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ লোকে যাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন, যদি কোন লোক মজহাবী বা অন্য কোন বিবাদের জন্য তাঁহার উপর দোযারোপ করিয়া থাকে, তবে তোমরা উক্ত দোষারোপের দিকে ভ্রুক্ষেপ করিও না। আরও লিখিয়াছেন যে, যাহার গোনাহ অপেক্ষা এবাদত বেশী, অপবাদকারী অপেক্ষা সাধুবাদকারী অধিক এবং যাহার মজহাবী বা পার্থিব শত্রু অনেক, তাঁহার উপর কেহ অপবাদ করিলে, উহা কিছুতেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। এমাম ছুফইয়ান প্রভৃতি যে এমাম আজমের উপর, এব্‌নে ময়ীন যে

এমাম শফিয়ির উপর, এমাম নাছায়ী যে এমাম আহ্মদ বেনে ছালেহের উপর, এমাম আহ্মদ যে হারেছ মোহাছিবির উপর দোষারোপ করিয়াছেন, তোমরা উহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিও না। যদি একজন অন্যের উপর দোষারোপ করিলেই উহা গ্রাহ্য হয়, তবে বলি, জগতের কোন এমাম অন্যের দোষারোপ হইতে পরিত্রাণ পান নাই, এক্ষেত্রে তাঁহারা সকলেই কি পরিত্যক্ত হইবেন?

এব্নে হাজার মক্কি, খায়রাতোল- হেছানে লিখিয়াছেন যে, খতিব, এমাম আজমের সম্বন্ধে যে সমস্ত অপবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তাঁহার সমকালীন শত্রুদের কথা বা তাঁহাদের অনুসরণকারীদের কথা; এমাম জাহাবি বা আছকালানী বলিয়াছেন যে, এইরূপ কথা অগ্রাহ্য।

মোয়াত্তার উপক্রমণিকা ঃ--

যদি একজন অন্যের উপর দোষারোপ করিলেই তিনি পরিত্যক্ত হন, তবে এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি পরিত্যক্ত হইবেন; কেননা লোকে তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিয়াছেন।

বোছতানোল- মোহাদ্দেছিন;--

লোকে এমাম নাছায়ীকে শিয়া দোষে দোষান্বিত করিয়াছিলেন।

ছফরোছ ছায়াদাতের টীকা;--

এমাম তেরমেজি, এমাম আজমের (রঃ) প্রতি হিংসা ভাব পোষণ করিতেন।

মিজান শয়ারানি;--

এমাম ছুফইয়ান ,এমাম আজমের শত্রুদের কথা বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেন, তৎপরে প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া তওবা করিয়াছিলেন।

এমাম বোখারি হিংসুক ও প্রতারকদের কথার তকলিদ (অনুসরণ) করিয়া তাঁহার উপর দোষারোপ করিয়াছেন; তাঁহার এই হিংসা জনক দোষারোপ কেহই গ্রাহ্য করেন নাই। এমাম মালেক, শাফিয়ী, আহমদ,

এহইয়াময়ীন, এহইয়া কাত্তান, সোবা, আবদুল্লাহ্ বেনে মোবারক, আলি মদিনি, এবরাহিম, লাএছ, আবু দাউদ, মেছয়ার ও আবু ইউছোফ প্রভৃতি বহু বহু মোহাদ্দেছ যাহার সুখ্যাতি করিয়াছেন, এমাম বোখরির ভ্রমাত্মক দোষারোপে তাঁহার কি ক্ষতি হইবে। এমাম মোছলেম এমাম বোখারিকে বেদয়াতি বলিয়াছেন, উহা গ্রাহ্য হইবে কি না, ইহাই জিজ্ঞাস্য। এমাম নাছায়ী বলিয়াছেন যে, এমাম আজমের স্মৃতি-শক্তি কম ছিল, সেই হেতু তিনি জইফ হইবেন। ইহা তাঁহার ভ্রমাত্মক ধারণা; কেননা এমাম আবু ইউছোফ, শোবা, হাছান বেনে ছালেহ, ইস্রায়িল ও জাহাবি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এমাম আজমকে হাদিছের হাফেজ ও তীক্ষ্ম স্মৃতি-শক্তি সম্পন্ন বলিয়াছেন। এমাম এহইয়া ময়ীন বলিয়াছেন যে, কোন বিদ্বান তাঁহাকে জইফ বলেন নাই; তাহা হইলে এমাম নাছায়ীর মত কি রূপে গ্রাহ্য হইবে?

এমাম আজম তাবিয়ি হইতে একটী হাদিছ শিক্ষা করিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার বহুকাল পরে অন্য কোন স্মৃতিহীন লোক এমাম আজমের ছনদে ঐ হাদিছটী অসম্পূর্ণ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে এমাম নাছায়ী বুঝিলেন যে এমাম আজম স্মৃতিহীন ছিলেন, অতএব তাঁহার এই ধারণা ভ্রম পূর্ণ। এই এমাম নাছায়ী ছহিহ বোখারি ও মোছলেমের বহু রাবিও হাদিছকে জইফ্ ও বাতীল বলিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত কথা কিরূপে ধর্ত্তব্য হইবে? লোকে এমাম নাছায়ীকে শিয়া বলিয়া আপবাদ দিত , ইহা গ্রাহ্য হইবে কি না, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

পাঠক, মোহাদ্দেছগণ কেয়াছি মতে হাদিছ বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতগুলির প্রমাণ কোর-আণ ও হাদিছে নাই, তাঁহাদের মতগুলি অকাট্য সত্য হইতে পারে না; কেননা এমাম বোখারি যাহাকে যোগ্য বলিয়াছেন, এমাম মোছলেম তাঁহাকে অযোগ্য বলিয়াছেন; এমাম মোছলেম যাঁহাকে অপরিচিত বলিলেন, এমাম আবু দাউদ তাঁহাকে পরিচিত বলিলেন; আবার তিনি যাঁহাকে স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন বলিয়াছেন, এমাম নাছায়ী তাঁহাকে স্মৃতিহীন বলিয়াছেন; তিনি যাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছেন, এব্নে মাজা তাঁহাকে বিশ্বাস ভাজন বলিয়াছেন; আবার ছেহাহ্ লেখকগণ

যাঁহাকে বিশ্বাস ভাজ বলিয়াছেন, এমাম মালেক, এহইয়া ময়ীন, এহইয়া কাত্তান, দারকুৎতনি, আবু হাতেম, শাফিয়ী ও আহ্মদ তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়াছেন; একজন যে হাদিছ কে ছহিহ্ বলিয়াছেন, অপরে তাহাকে হাছান বা জইফ বলিয়াছেন; একজন যে হাদিছ কে মোত্তাছেল বলিয়াছেন, অপরে তাহাকে মোরছাল বা মোনকাতা বলিয়াছেন, একজন যাহাকে মরফু বলিয়াছেন অপরে তাহাকে মরকুফ বলিয়াছেন এইরূপ কেয়াছি মতের একটি সত্য হইবে এবং অপরটি অসত্য হইবে; কিন্তু খোদাতায়ালা ভিন্ন কেহই উহার সত্যটির সংবাদ জানেন না।

ইসলামের ভিত্তি পাঁচ বস্তুর উপর আছে ,– ইমান , নামাজ , রোজা, হজ্জ ও জাকাত । ইহা জনাব হজরত নবীকরীম (ছঃ)র হাদিছ । এমাম বোখারি ও মোছলেমের যদি উক্ত হাদি ছটি সর্ব্বোত্তম ছনদে বর্নিত হয়,তবে ছহিহ্ বলিয়া ধর্ত্তব্য হইল , আর যদি হাছান ছনদে বর্ণিত হয়, তবে হাছান হইল; আর যদি ইছনাদ গোপনকারী, অপরিচিত, স্মৃতিহীন বা বেদয়াতি লোকের ছনদে বর্ণিত হয়, তবে উহা জইফ্ হইল, আর যদি জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) কথা বলিয়া বর্ণিত হয়, তবে মর ফূ হইল, আর ছাহাবা বা তাবিয়ির কথা বলিয়া বর্ণিত হইলে, উহা মওকুফ বা মকতু হইল, আর ধারাবাহিক ছ নদে বর্ণিত হইলে, উহা মোত্তাছেল হইল, নচেৎ উহা মোরছাল, মোনকাতা হইল, উহার ছনদে বা মূল হাদিছে কোন গুপ্ত দোষ থকিলে, উ হা মোয়াল্লাল হইল, অ ন্য কোন ছহিহ্ হাদিছের বিপরীত বর্ণিত হইলে,শাজ হইল। একজন ধূর্ত্ত মিথ্যা বাদী উহা বর্ণনা করিলে, মওজু (জাল) হাদিছ হইল। আরও ছয় জন এমামের পৃথক পৃথক শর্ত্তানুসারে ছয় প্রকার হইল।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, একই ছহিহ্ হাদিছ কেয়াছি ছনদের হিসাবে নানা প্রকার হইল; এ ক্ষেত্রে মোহাদ্দেছগণের মত গ্রহণ করিলে, কেয়াছি মতের তকলিদ করিতে হয়; এই কেয়াছি মত গ্রহণ না করিলে, হাদিছ মান্য করা একেবারে অসম্ভব হইয়া যায়। যাহারা বলেন যে, আমরা হাদিছ মান্য করি , কিন্তু কেয়াছ মান্য করি না, তাহারা হাদিছ তত্তে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; হাদিছ মান্য করিতে গেলে, নিশ্চয় মোহাদ্দেছগণের

ছহিহ ও বাতীল কেয়াছ মান্য করিতে হইবে। মোহাদ্দেছগণ শত্রুদের কথা বিশ্বাস করিয়া একজন সত্যবাদী রাবিকে মিথ্যাবাদী ধারণা করতঃ তাহার বর্ণিত সহস্রাধিক ছহিহ্ হাদিছকে জাল কথা বলিয়া ত্যাগ করিলেন। আরও তাহারা একজন প্রবঞ্চক লোককে সত্যবাদী ধারণা করতঃ তাঁহারা জাল হাদিছকে ছহিহ হাদিছ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মোহাদ্দেছগণের কতক কেয়াছ বাতীল; এইরূপ বাতীল কেয়াছে তাঁহারা সহস্রাধিক ছহিহ্ হাদিছ বাতীল করিয়াছেন।

আরও তকরিব, তহজিব, তাজকেরা, কামেল, লেছানোল মিজান ও মিজানোল-এতেদাল প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহে মোহাদ্দেছগণ হইতে রাবিদের যে সমস্ত দোষ গুণ বর্ণিত আছে, উহার কোন ছনদ নাই তবে এরূপ বিনা ছনদের কেয়াছি মত গ্রহণ করা মোহাম্মদীদের পক্ষে হারাম ও শেরেক হইবে কিনা, ইহাই জিজ্ঞাস্য!

পাঠক, এমাম আজম ও এমাম মালেক (রহঃ) একটি হাদিছ ছহিহ্ ছনদে পাইয়া উহা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু অনেক কাল পরে এমাম বোখারি ও মোছলেমে উহাকে অপরিচিত, স্মৃতিহীন, ইছনাদ গোপনকারী বা বেদায়াতি রাবির ছনদে পাইয়া জইফ বলিয়াছেন। এমাম আজম ও এমাম মালেক (রহঃ) একটী হাদিছকে ধারা বাহিক ছনদে পাইয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ছেহাহ্ লেখকগণ উহা মোরছাল, মোনকাতা ও মো'জাল ছনদে পাইয়া জইফ বলিয়াছেন। এমাম আজম ও এমাম মালেক (রহঃ) একটি হাদিছকে মনছুখ বা গুপ্ত দোষে দোষান্বিত পাইয়া বা খাস হুকুম ধারণা করিয়া ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ উহা না জানিয়া উহা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, চারি মজহাবের কোন মসলা ছেহাহ্ছেত্তার কোন হাদিছের খেলাফ্ হইলে, উহাতে কোন ক্ষতি নাই; যদি ছেহাহ্ লেখক একজন বিদ্বান অন্য বিদ্বানের হাদিছ জইফ বলিয়া ত্যাগ করিলে, কোন ক্ষতি না হয়, তবে এমাম আজম ও মালেক (রহঃ) তাঁহাদের বর্ণিত হাদিছ উপরোক্ত কোনও কারণে ত্যাগ করিলে কেন ক্ষতি হইবে?

'মরফু' হাদিছ

নোখবার টীকা;—

যে হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এইরূপ করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, অথবা করিতে দেখিয়া ও বলিতে শুনিয়া কোন প্রতিবাদ করেন নাই, তাহাকে 'মরফু' হাদিছ বলে।

জাফরোল - আমানি ১১১—১১৪ পৃষ্ঠাঃ—

যদি কোন ছাহাবা বলেন, আমরা এই কার্য্য করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বা এই কার্য্য আমাদের পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে উহা 'মরফু' হাদিছ ও গ্রহণীয় হইবে। কতক আলেম বলেন, উহা 'মরফু' হাদিছ নহে। যদি কোন তাবিয়ী ঐরূপ বলেন, তবে উহা মরফু হাদিছ হইবে কি না, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে; এব্‌নে ছাব্বাগ বলেন উহা মোরছাল হইবে। যদি কোন ছহাবা বলেন, এই কার্য্যটী ছুন্নত, তবে অধিকাংশ আলেমের মতে উহা মরফু হাদিছ ও জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) ছুন্নত হইবে, আর কতক আলেম বলেন, উহার অর্থ উত্তম নিয়ম বা ছাহাবার তরিকাও হইতে পারে। যদি কোন তাবিয়ী একটী কার্য্যকে ছুন্নত বলেন, তবে ছহিহ্ মতে উহা মরফু হইবে না।

যদি কোন ছাহাবা বলেন, আমরা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জীবিত কালে এইরূপ ধারণা করিতাম, বা এইরূপ কার্য্য করিতাম, অথবা এইরূপ বলিতাম; তবে অধিকাংশ আলেমের মতে উহা মরফু হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে। আর যদি কোন ছাহাবা বলেন , আমরা করিতাম, কিন্তু জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) জীবিত কালে বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, তবে এমাম রাজি, নাবাবি, হাকেম ও এব্‌নে ছব্বাগের মতে উহা 'মরফু' হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে; আর এব্‌নে ছালাহ্, খতিব ও বয়জবির মতে উহা 'মওকুফ' হইবে।

পাঠক, উপরোক্ত মতগুলি কেয়াছি মত, উহা মোহাম্মদিগণ মান্য করিয়া থাকেন।

মওকুফ্ ও মক্তু হাদিছ

নোখবার টীকা;—

যাহা কোন ছহাবা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাকে ' মওকুফ' হাদিছ বলে, আর যাহা কোন তাবিয়ী করিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাহাকে 'মকতু' বলে।

ফৎহোল মোগিছ;—

যদি কোন ছাহাবা এরূপ মত প্রকাশ কারেন, যাহা কেয়াছ করিয়া বলা যায় না, তবে এমাম রাজি, এব্নে আবদুল বার, এমাম মালেক, এমাম আবু হানিফা ও এব্নোল্ আরাবির (রহঃ) মতে উহা 'মরফু' হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে।

জাফরোল-আমানি;—

আল্লামা এব্নে হাজার নোখবার টীকায়, আল্লামা জিকরিয়া 'ফৎহোল-বাকী' কেতাবে, আল্লামা ছিউতি 'তদরিবোর-রাবি' কেতাবে, জরকশি 'মোখতাছার' কেতাবে, আল্লামা এব্নে হাম্মাম 'তহরির' ও 'ফৎহোল-কদিরে', আল্লামা বাহ্রুল উলুম মোছাল্লামে'র টীকায় ও আল্লামা কাছেম 'মোখতাছার' এর টীকায় লিখিয়াছেন যে, যে মত কেয়াছ করিয়া বলা যায় না; কোন ছহাবা এইরূপ মত প্রকাশ করিলে, উহা 'মরফু' হাদিছের তুল্য গ্রহণীয় হইবে। এইরূপ মেরাতোল-অছুল, শারহোল- মেনার, কাশফ, তবয়িন ও ফৎহোল -মান্নান প্রভৃতি গ্রন্থে আছে।

ছাহাবারা কোন আয়তের নাজিল হইবার কারণ প্রকাশ করিলে উহা 'মরফু' হাদিছ ধরিতে হইবে। তাঁহারা কোন হাদিছকে মনছুখ বলিলে, উহা হাদিছ 'মরফু'র ন্যায় গ্রহণীয় হইবে। তাঁহারা যদি কোন আয়তের এরূপ তফছির করেন,—যাহা কেয়াছ করিয়া জানিতে পারা যায় না, তবে উহা ছহি হাদিছের তুল্য গ্রাহ্য হইবে।

মোহাম্মদিগণ ছাহাবাদের মত গ্রহণ করেন না, কিন্তু এমাম বোখারি প্রভৃতির কেয়াছি মতগুলি অহির তুল্য অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন; ইহা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে?

ফৎহোল - মোগিছ;—

কোন ছাহাবা জনাব হজরত নবি করিমের (ছাঃ) হাদিছ শুনেন নাই, বা হুজুরের প্রথম অবস্থা দেখেন নাই, তিনি যদি বলেন যে, জনাব হজরত নবি

করিব (ছাঃ) এইরূপ বলিয়াছেন বা তাঁহার প্রথম জীবনে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তবে উহা ছহি মতে 'মরফু' হাদিছ তুল্য গ্রহণীয় হইবে। এব্নে বোরহান ও আবু ইছহাক বলিয়াছেন, উহা অগ্রাহ্য ও মোরছাল হইবে। পাঠক উপরোক্ত মতগুলি সমস্তই কেয়াছ।

মোত্তাছেল ও মোনকাতা হাদিছ

তজনবী;---

মোহাদ্দেছের শিক্ষক হইতে ছাহাবা পর্য্যন্ত যত গুলি রাবি (হাদিছ প্রকাশক) থাকেন, তাহাদের সমস্তের নাম যে হাদিছের ছনদে বর্ণিত থাকে, উহাকে মোত্তাছেল বলে; আর যদি উহার কোন এক জন মধ্যবর্ত্তী রাবির নাম উল্লিখিত না হয়, তবে উহাকে "মোনকাতা" বলে। মোহাদ্দেছগণের মতে ছনদ মোত্তাছেল না হইলে, উহা ছহিহ্ হইতে পারেনা।

পাঠক, ছনদ মোত্তাছেল ঠিক করা অতি কঠিন ব্যাপার, মোহাদ্দেছগণ ইহা স্থির করিতে সম্পূর্ণ কেয়াছের উপর নির্ভর করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের বহুস্থলে মতভেদ হইয়াছে।

এমাম বোখারী ও নাছায়ী একটী হাদিছের ছনদে বর্ণনা করিয়াছেন যে, আতা, হোয়ায়তেব হইতে, তিনি আব্দুল্লাহ্ হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম লিখিয়াছেন যে, আতা, আবদুল্লাহ্ হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন , ইহাতে এমাম নাছায়ী বলিয়াছেন যে, এমাম মোছলেমের হাদিছ ছহিহ্ নহে, কেননা তিনি হোয়ায়তেবের নাম উল্লেখ করেন নাই, কাজেই উহা মোনকাতা হইয়াছে।

এমাম মোছলেম বলিয়াছেন যে, আতা যেরূপ হোয়ায়তেব হইতে হাদিছ শুনিয়াছেন , সেইরূপ আবদুল্লাহ্ হইতে শুনিয়াছেন, কাজেই উহা ছহিহ্ ও মোত্তাছেল হইবে।

ছহিহ্ তেরমেজিতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই হাদিছটী খালেদ, শোবা হইতে এবং শোবা শায়রানি হইতে শ্রবণ করিয়াছেন; কিন্তু ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে বর্ণিত হইয়াছে যে, খালেদ, শায়রানি হইতে উহা বর্ণনা করিয়াছেন , আরও এমাম বোখারি বলেন, আমি শায়রানি হইতে

উহাবর্ণনা করিয়াছি।

পাঠক, এমাম নাছায়ীর মতানুসারে ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের উক্ত হাদিছটী মানকাতা বা জইফ্ হইয়া যায়।

মোহাদ্দেছগণের মতভেদ

মোকাদ্দামায় ছহিহ্ মোছলেম ঃ—

যদি কোন মোহাদ্দেছ একটি হাদিছকে ধরাবাহিক ছনদে (মোত্তাছেল) বর্ণনা করেন, আর অপরে উহা মোরসাল বর্ণনা করেন, কিম্বা একজন উহা 'মরফু' অপরে 'মওকুফ' বর্ণনা করেন, অথবা একই ব্যক্তি একবার উহা মোত্তাছেল বা 'মরফু' অন্যবার 'মোরছাল' বা 'মওকুফ' বর্ণনা করেন, তবে বিচক্ষণ মোহাদ্দেছ ও ফকিহগণের মতে উহা মোত্তাছেল ও মওকুফ ধরিতে হইবে। খতিব বাগদাদী ইহাকে ছহিহ্ বলিয়াছেন। কেহ কেহ উহাকে মোরছাল ও মওকুফ বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, অধিক সংখ্যকআলেম যেরূপ বর্ণনা করেন, তাহাই ধর্ত্তব্য হইবে। কেহ কেহ বলেন, অধিক স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির মতই গ্রহ্য হইবে।

নোখবার টীকা ঃ—

দুইটি হাদিছে পরস্পর বিপরীত ভাব বোধ হইলে, প্রথমে উভয়ের মধ্যে সাম্য ভাব স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, ইহাতে আরবিতে 'তৎবিক' বলে। আর যদি উভয়ের মধ্যে সাম্য ভাব স্থাপন করা সম্ভব না হয়, তবে কোনটি নাছেক এবং কোনটি মনছুখ ইহা তদন্ত করিয়া মনছখটি ত্যাগ করিতে হইবে এবং নাছেকটি গ্রহণ করিতে হইবে। আর যদি 'নাছেখ' ও 'মনছুখ' প্রভেদ করা সম্ভবপর না হয়, তবে যুক্তি যুক্ত কারণ দ্বারা কোনটি বেশী ছহিহ্ তাহাই তদন্ত করিয়া বেশী ছহিহ্টী গ্রহণ করিতে এবং অবশিষ্টটী ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাকে তরজিহ্ বলে।

আজবেবায় ফাজেলাহ্ ঃ—

কতক সংখ্যক আলেম বলিয়াছেন যে, প্রথমে উভয়ের নাছেখ ও মনছুখ তদন্ত করিতে হইবে; ইহা অসম্ভব হইলে, তৎবিক দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

কোন্ হাদিছ গ্রন্থ অগ্রগণ্য হইবে?

অছুলে জোরজানি ঃ—

ছহিহ্ বোখরির হাদিছগুলি অগ্রগণ্য হইবে; তৎপরে ছহিহ্ মোছলেমের হাদিছগুলি অগ্রগণ্য হইবে; তৎপরে এমাম আবু দাউদ, নাছায়ী, তেরমেজি প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে হাদিছগুলি ছহিহ্ বলিয়াছেন, তাহাই অগ্রগণ্য হইবে; তৎপরে অন্যান্য কেতাবের যে হাদিছগুলি ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের শর্ত্তানুযায়ী ছহিহ্ হইবে, তাহাই অগ্রগণ্য হইবে।

মোকাদ্দামায়-শেখ আব্দুল হক ঃ—

ছহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের শর্ত্তানুযায়ী কোন্ হাদিছ ছহিহ্ হইবে, ইহাতে মতভেদ হইয়াছে; অধিক সংখ্যক আলেম বলিয়াছেন যে, যে হাদিছের রাবিগণ উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রাবিদের তুল্য ধার্ম্মিক, বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণ স্মৃতি-শক্তি সম্পন্ন হইবেন এবং উক্ত হাদিছকে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের শর্ত্তানুযায়ী ছহিহ্ বলা হইবে। আর কতক সংখ্যক আলেম বলিয়াছেন, উক্ত কেতাবদ্বয়ের রাবিগণ অন্যান্য কেতাবের হাদিছের রাবি হইলে উক্ত হাদিছকে উক্ত দুই কেতাবের শর্ত্তানুযায়ী ছহিহ্ বলা যাইবে।

নোখবার টিকাঃ—

এমাম এবনে হাজার বলিয়াছেন, ছহিহ্ বোখারির হাদিছ অগ্রগণ্য হইবে, তৎপরে ছহিহ্ মোছলেমের হাদিছ, তৎপরে অন্যান্য কেতাবের হাদিছ, এইপ্রস্তাবটি সর্ব্বতভাবে ছহিহ্ নহে; কেননা যদি ছহিহ্ বোখারির একটি হাদিছ একছনদে বর্ণিত হয় এবং ছহিহ্ মোসলেমের অন্য একটি হাদিছ বহু ছনদে বর্ণিত হয়,তবে ছহিহ্ মোসলেমের উক্ত হাদিছটি ছহিহ্ বোখারির হাদিছ অপেক্ষা বেশী ছহিহ্ বা অগ্রগণ্য হইবে।

এইরূপ এমাম মালেক, নাফে ও হজরত এবনে ওমর (রাঃ) কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিছকে সর্ব্বোত্তম ছহিহ্ বলা হইয়া থাকে; এক্ষেত্রে যদি কোন হাদিছ ছহিহ্ বোখারি বা ছহিহ্ মোসলেমে অন্য ছনদে বর্ণিত হয় এবং তেরমেজি, মছনদে আব্দুর রাজ্জাক বা মায়ানিয়োল আছারে কোন হাদিছ উক্ত সর্ব্বোত্তম ছনদে বর্ণিত হয়, তবে নিম্নোক্ত কেতাবের হাদিছটি উক্ত দুই কেতাবের হাদিছ হইতে বেশী ছহিহ্ ও অগ্রগণ্য হইবে।

আরও বিদ্বানগণ ছহিহ্ বোখারি ও মোসলেমের যে ছনদগুলির উপর দোষারোপ করিয়াছেন, উক্ত ছনদগুলির হাদিছগুলি অপেক্ষা অন্যান্য কেতাবের নির্দোষ ছনদের হাদিছগুলি বেশী ছহিহ্ ও অগ্রগণ্য হইবে।

জাফরোল-আমানি ঃ–

এমাম দারকুৎনি , আবু দাউদ প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ ছহিহ্ বোখারির ৮০ জন রাবিকে এবং ছহিহ্ মোছলেমের ১৬০জন রাবিকে দোষান্বিত (জইফ) সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং ২১০ টি হাদিছের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। এমাম বোখারি ছহিহ্ গ্রন্থে ১৩৪১টি বিনা ছনদের "মোয়াল্লাক" হাদিছ লিখিয়াছেন ।

নোখবার টীকা ও কাশফোজ -জনুন ঃ –

ছহিহ্ বোখারির কতক মোয়াল্লাক হাদিছ ছহিহ্ , কতক জইফ।

পাঠক ইহাতে প্রমানিত হইতেছে যে, ছোনানে দারকুৎনি , মছনদে আহ্মদ ইত্যাদি কেতাবের ছনদি হাদিছগুলি ছহিহ্ বোখারির বিনা ছনদের মোয়াল্লাক হাদিছ হইতে বেশী ছহিহ্ ও অগ্রগণ্য হইবে ।

নোখবার টীকাঃ –

ছহিহ্ বোখরি ও মোছলেমে এইরূপ বিপরীত বিপরীত হাদিছ বর্নিত হইয়াছে - যাহার কোন একটিকে ছহিহ্ বলা যাইতে পারে না । পাঠক অন্যান্য কেতাবের ছহিহ্ হাদিছগুলি উপরোক্ত ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের হাদিছ গুলি অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে ।

নোখবার টীকা ঃ –

অধিকাংশ বিদ্বান বলেন ছহিহ্ বোখারি সর্ব্বোত্তম ছহিহ্ কেতাব।

জাফরোল আমানি ঃ –

এমাম শাফিয়ী ও এব্নোল - আরাবি বলিয়াছেন , এমাম মালেকের মোয়াত্তা সকল অপেক্ষা বেশী ছহিহ্ ।

ছহিহ্ তেরমেজি , ২৩৮ পৃষ্ঠা ঃ –

এমাম এহইয়া বলিয়াছেন যে, এমাম মালেকের হাদিছ তূল্য ছহিহ্ হাদিছ নাই ।

জাফরোল আমানি ঃ –

এমাম নাছায়ী, আবু আলি ও একজন মগ্‌রবি বিদ্বান বলিয়াছেন,ছহিহ্ মোছলেম সবর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছহিহ্ কেতাব । মূল কথা আলেমগন কেয়াছ করিয়া এক এক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ্‌বেবায় ফাজেলা ঃ –

ছহিহ্ আবু দাউদ, তেরমেজি, নাছায়ী ও এব্‌নে মাজা গ্রন্থ সমুহে যেরূপ ছহিহ্ ও হাছান হাদিছ আছে , সেইরূপ জইফ হাদিছ ও আছে। বরং এবনে মাজাতে কতকগুলি জাল (মওজু) হাদিছ ও আছে।

পাঠক উপরোক্ত ছয় খন্ড কেতাবকে ছেহাহ্‌ছেত্তা বলা যায়। যাহার অর্থ ছয় খন্ড ছহিহ্ কেতাব; কিন্তু আপনারা দেখিলেন যে, উক্ত কেতাবগুলির সমস্ত হাদিছ ছহিহ্ নহে , কাজেই তৎসমস্তকে ছহিহ্ বলা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। অতএব উক্ত কেতাবগুলির ছহিহ্ হইবার প্রমান কোর-আন ও হাদিছে নাই, ইহা লোকের কেয়াছি মত।

ফৎহোল-কদির ১১৮ পৃষ্ঠা ও মোছাল্লামের টীকা ৪১১ পৃষ্ঠাঃ-

এব্‌নে হাম্মাম ও বহরুল উলুম বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বলেন "ছহিহ্ বোখারির হাদিছ সকল অপেক্ষা বেশী ছহিহ্ , তৎপরে ছহিহ্ মোছলেমের হাদিছ এবং অবশেষে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের শর্তানুযায়ী অন্যান্য কেতাবের হাদিছ। ইহা বিনা দলিলের কথা ,ইহার তকলিদ করা যায়েজ নহে।

মোকাদ্দমায় ছহিহ্ মোছলেম ঃ –

এমাম বোখারি ৪৩৪ জন রাবির হাদিছগুলি ছহিহ্ বলিয়া নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম মোছলেম তাঁহাদের হাদিছগুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এমাম মোছলেম ৬২৪ জন রাবির হাদিছজুলি ছহিহ্ ধারনা করিয়া আপন কেতাবে বর্ননা করিয়াছেন, কিন্তু এমাম বোখারি তাঁহাদের হাদিছ গুলি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এইরূপ এমাম আবু দাউদ ও নাছায়ী, ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের অনেক হাদিছ অগ্রহ্য করিয়াছেন ।অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ ছেহাহ্-ছেত্তার অনেক হাদিছ রদ করিয়াছেন । ইহাতে ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমের অগ্রগন্য হইবার দাবী বাতিল হইয়া গেল।

পাঠক ছয় খন্ড কেতাবকে ছহিহ্ কেতাব বলা ও ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমকে অগ্রগণ্য বলা কেয়াছি কথা। এমাম বোখারি ও মোছলেম যে হাদিছগুলি ছহিহ্ ও যে রাবিগনকে যোগ্য ও বিশ্বাস ভাজন করিয়াছেন, তাহাইযে অভ্রান্ত সত্য মত হইবে, ইহারী কোন দলীল নাই এমাম আবু হানিফ , শাফিয়ী, মালেক, আহমদ, মোহাম্মদ, আবু ইউছোফ, দারকুৎনি, বয়হকি, আলি মদিনি ছইদ কাত্তান, এহইয়া ময়ীন, আবু জোরয়া, শোবা, ছুফইয়ান, আব্দুর রাজ্জাক ও এব্‌নে আবি শায়বা(রঃ) প্রভৃতি বিদ্বানগণ যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তৎসমস্ত কি জন্য ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম বা ছেহাহ্-ছেত্তার হাদিছ অপেক্ষা ছহিহ্ হইবে না ? জনাব হজরত নবী করিমের (ছঃ) হাদিছ যে কোন কেতাবে পাওয়া যায়, তাহাই মান্য করিতে হইবে ।

বর্ত্তমান কালে হাদিছ বিচার করা সম্ভব কি না ?

জাফ'রোল আমানি , ৬৬ পৃষ্ঠা ঃ–

এব্নে ছালাহ , বলিয়াছেন বর্ত্তমানকালে হাদিছের ছনদ দেখিয়া হাদিছকে ছহিহ্ বলা অসম্ভব, কেননা উহাতে কোন গুপ্ত দোষ থাকিতে পারে। যদি কোন কেতাবে একটি হাদিছ ছহিহ্ ছনদে বর্ণিত থাকে, কিন্তু উক্ত হাদিছটি ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেমে না থাকে বা অন্যান্য বিশ্বাস যোগ্য মেহাদ্দেছগণের কেতাবে না থাকে, তবে উহা ছহিহ্ বলিতে সাহস করিতে পারি না। এমাম নাবাবী বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হাদিছের সত্যাসত্য তদন্ত করিবার ক্ষমতা রাখেন, তাহার পক্ষে কোন হাদিছকে ছহিহ্ বলা জায়েজ হইবে ইহা যুক্তি যুক্ত মত । জাএন এরাকি বলিয়াছেন মোহাদ্দেছগন এমাম নবাবীর মতানুসারে কায্য করিয়া থাকেন্, কেন না প্রচীন এমামগণ যে সমস্ত হাদিছের বিচার করিয়া যান নাই, এমাম আবুল হাছান, জিয়া মোকাদ্দছি ও মোনজারি প্রভৃতি তৎসমস্তকে ছহিহ্ সপ্রমান করিয়াছেন।

পাঠক, মোহাম্মদিগণ বলেন যে, এজতেহাদ (এমামত্ব) শেষ হয় নাই কেহ কাহারও তকলিদ করিতে ও কেয়াছ মান্য করিতে বাধ্য নহে , এক্ষনে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে বর্ত্তমান কালের লোক এমাম হইবার দাবি করিয়া হাদিছ বিচার করিতে লাগিলেন, ছেহাহ্ লেখকদের কেয়াছি মতের তকলিদ না করিয়া তাঁহাদের ছহিহ্ মানিত হাদিছ গুলি জইফ (বাতিল) বলিলেন এবং তাঁহাদের জইফ মানিত হাদিছগুলি ছহিহ্ বলিলেন, এক্ষনে ইহা জায়েজ হইবে কিনা ? যদি জায়েজ হয়, তবে ছেহাহ্-ছেত্তার সমস্ত হাদিছ বাতীল হইল, আর যদি জায়েজ না হয়, তবে ইহার প্রমাণ কোর-আণ ও হাদিছের স্পষ্টাংশ দেখাইয়া ২৫ টাকা পুরস্কার লাভ করুন এবং তকলিদ ও কেয়াছ মান্য করিয়া নিজেদের দাবি অনুসারে মোশরেক হইবে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা ।

মোহাম্মদিদের প্রথম প্রশ্ন

মৌলবী এলাহী বখ্শ ছাহেব দোর্রায় মোহাম্মদীর ২৪/ ২৫/ ২৬/২৭ পৃষ্ঠায় কয়েকটি আয়াত লিখিয়া তৎসমস্তের মর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, খোদাতায়ালা রায় ও কেয়াছ করিতে নিষেধ

করিয়াছেন এবং কেয়াছের অনুসারীকে গোমরাহ্ বলিয়াছেন।

হানাফিদের উত্তর

এমাম এব্‌নে হাজার 'ফৎহোল বারি' টীকায় লিখিয়াছেন —

قال ابن بطال التوفيق بين الايه و الحديث فى ذم العمل بالمرى و بين ما فعله السلف من استنباط الاحكام ان نص الاية ذم القول بغير علم فنخص به من تكلم برائ مجرد عن استناد الى اصل (الى) و الا فقد مدح من استنبط من الاصل لقوله لعلمه الذين يستنبط و انه منهم فاراى اذا كان مستندا الى اصل من الكتاب او السنة او الاجماع فهو المحمود و اذا كان لا يستند الى شئ منها فهو المذموم

ইহার মূল মর্ম্ম এই যে, কেয়াছ দুই প্রকার ; একপ্রকার কোরআন, হাদিছ ও এজমার দৃষ্টান্তে প্রকাশিত হইয়াছে, উহাকে ছহিহ্ কেয়াছ বলে; কোরান শরীফের ছুরা নেছার আয়েতে উক্ত প্রকার কেয়াছ কারীর সুখ্যাতি বর্নিত হইয়াছে এবং ছাহাবা, তাবিয়ী ও তাবা তাবিয়ীগন উক্ত প্রকার কেয়াছ করিয়াছেন। আর এক প্রকার উক্ত তিন দলীল হইতে আবিস্কৃত হয় নাই, উহা কেবল লোকের মনোক্তি মত, এইরূপ কেয়াছ বাতীল ; কোরআন ও হাদিছে এইরূপ কেয়াছের দোষ বর্নিত হইয়াছে।

পাঠক, এমামগণ ছহিহ্ কেয়াছ করিয়াছেন কাজেই উহা শরিয়তের গ্রাহ্য দলীল হইবে।

দ্বিতীয়—মৌলবী এলাহী বখ্‌শ্ ছাহেব যে সমস্ত আয়াত পেশ করিয়াছেন, খোদাতায়ালা তৎসমস্তে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মোশরেক দিগের

কেয়াছ (মনোক্তি মত) মান্য করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; কেননা তাহারা বিনা দলীলে মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে এমাম গনের কেয়াছ মান্য করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমানিত হয় না ; কেন না উহা কোরআন , হাদিছ ও এজমা হইতে আবিস্কৃত হইয়াছে । অতএব মৌলবী ছাহেব এমামগনের ছহিহ্ কেয়াছকে ইহুদী, খ্রষ্টান ও মোশরেকদের বাতীল কেয়াছের ন্যায় নিষিদ্ধ বলিয়া নিজে বাতীল কেয়াছ করিয়া , উক্ত আয়াত সমুহ অমান্য করিলেন ও গোমরাহ শ্রেনীভুক্ত হইলেন । মোহম্মদী মৌলবীগণ এইরূপ শত শত স্থলে কোর-আণ ও হাদিছের অর্থ পরিবর্ত্তন করিয়া লোককে গোমরাহ্ করিয়া থাকেন ।

৩য়—জগতে ৫০ খন্ডের বেশী হাদিছ গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে; উহা প্রত্যেকের মধ্যে ছহিহ্ , জইফ্, বাতীল হাদিছ আছে; কিন্তু মোহাম্মদিগণ ছহিহ্ বোখারি, মোছলেম, আবু দাউদ, তেরমেজি , নাছায়ী ও এবনে মাজা এই ছয় খন্ড গ্রন্থকে ছহিহ্ বা নির্ভুল ধারনা করেন ; তাহাদের এইরূপ কেয়াছের দলীল কোর-আণ ও হাদিছে আছে কি না ? যদি তাহারা ইহার প্রমান কোর-আণ ও হাদিছ হইতে দেখাইতে পারেন , তবে ২৫ টাকা পুরস্কার পাইবেন । আর যদি দেখাইতে না পারেন তবে তাঁহারা কেয়াছি মত গ্রহণ করিয়া উপরোক্ত আয়াত সমুহ অনুসারে গোমরাহ্ হইবেন কি না ? মোহাম্মদি মৌলবীগণ বলেন যে, ছেহাহ্ -ছেত্তার হাদিছ থাকিতে অন্য কেতাবের হাদিছ গ্রাহ্য হইতে পারে না, এইগুলি প্রথম শ্রেনীর কেতাব ; এইগুলি দ্বিতীয় শ্রেনীর কেতাব; এইগুলি তৃতীয় শ্রেনীর কেতাব । মৌলবী ছিদ্দিক হাছান, মৌলবী নজীর হোসেন, মৌলবী মহইউদ্দিন, এব্নে তাইমিয়া, কাজি শওকানি প্রভৃতির মত থাকিতে জগতের অন্য কোন এমাম বা আলেমের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। তাহাদের এইরূপ মনোক্তি মতের প্রমান কোর-আণ ও হাদিছে নাই , তাহারা এক্ষেত্রে উপরোক্ত আয়াত সমুহের মর্ম্মনুসারে গোমরাহ্ হইবেন কিনা ?

মোহাম্মদিদের দ্বিতীয় প্রশ্ন

মৌলবী এলাহী বখ্শ ছাহেব দোররায় মোহাম্মদীর ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;- খোদাতায়ালা ছুরা ইউনোছে প্রকাশ করিয়াছেন যে, কেয়াছ আনুমানিক কথা , কাজেই উহা শরিয়তের দলীল হইতে পারে না ।

হানাফিদের উত্তর

তফছিরে বয়জবি ৩৭০ পৃষ্ঠা ঃ –

وفيه دليل ولى ان تحصيل العلم فى الصول واجب و الاكتفاء بالتقليد و الظن غير جائز

উপরোক্ত আয়াতে প্রমানিত হয় যে, আকায়েদ সংক্রান্ত মস্লা সমুহে এলমে একিনি লাভ করা ওয়াজেব এবং তকলিদ ও আনুমানিক মতের উপর নির্ভর করা জায়েজ নহে ।

আর ও উক্ত তফছির ২য় খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা ঃ –

فان من الظن ما يجب اتباعه كالظن حيث لا قاطع فيه من العلميات و حسن الظن بالله تعالى وما يحرم كالظن فى الالهيات و النبوات و حيث يخالفه قاطع

যে সমস্ত ফরুয়াত মস্লার (ক্রিয়া- কলাপের) স্পষ্ট দলীল কের-আণ ও হাদিছে নাই , তৎসমস্তের কেয়াছি ব্যবস্থা মান্য করা ওয়াজেব। খোদতায়ালা গোনাহ্ মার্জ্জনা করিবেন, বেহেশ্তে স্থান দিবেন, এই কেয়াছি মত ধারন করা প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে ওয়াজেব। ইমান সংক্রান্ত মছলা সমুহে (আকায়েদ) বা অকাট্য দলীল থাকিতে কেয়াছ করা নিষিদ্ধ ।

বদিউল - অছুল ও কওলোছ ছদিদ ঃ -- ইমান সংক্রান্ত মস্লাসমুহে বা আকায়েদে কেয়াছ করা জায়েজ নহে ; কিন্তু এতদ্ভিন্ন যে ক্রিয়া কলাপের ব্যবস্থা স্পষ্ট কোর-আন ও হাদিছে নাই , উহাতে কেয়াছ করা জায়েজ আছে ।

তফছির কবির , ৫ম খন্ড , ৪১০ পৃষ্ঠা ঃ –

এমাম রাজি বলিয়াছেন , মুসলমানদের এজমা হইয়াছে যে, বহু

স্থলে আনুমানিক ব্যবস্থা শরিয়ত গ্রহ্য হইয়া থাকে ; - প্রথম এই যে আলেমগণ যে সমস্ত ফৎওয়া প্রকাশ করেন , উহা ছহিহ্ হইতেও পারে কিম্বা বাতিল হইতেও পারে ; কিন্তু সাধারন লোক উহা ছহিহ্ অনুমান করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে ; অতএব এস্থলে কেয়াছের উপর নির্ভর করা হইয়া থাকে ।

দ্বিতীয়- এই যে , স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শরিয়তের হুকুম ও হদ জারী করা হয় ; সাক্ষীদের কথা সত্য হইতেও পারে এবং মিথ্যা হইতেও পারে ; কিন্তু তাহাদের কথা সত্য অনুমান করিয়া এইরূপ হুকুম করা হয়, এ ক্ষেত্রে কেয়াছের উপর নির্ভর করা হইল ।

তৃতীয় এই যে, নামাজি ব্যক্তি কেবলা জানিতে না পারিলে , কোন এক দিক কেব্‌লা স্থির করিয়া নামাজ পড়িতে আদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্থিরকৃত দিক্ কেব্‌লা না হইতেও পারে ,এ ক্ষেত্রে কেয়াছের উপর নির্ভর করা হইল ।

চতুর্থ ; —কেহ কাহার ও কোন দ্রব্য নষ্ট করিলে বা তাহার হস্ত, পদ ও চক্ষু ইত্যাদির উপর আঘাত করিলে , অনুমান করিয়া উহার ক্ষতি পূরন স্বরূপ মূল্য স্থির করিতে হয় , কিন্তু উহা ন্যায্য মূল্য হইতেও পারে এবং কম বেশী হইতেও পারে এ ক্ষেত্রে কেয়াছের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে হইল ।

পঞ্চম,— বাজারে যে সমস্ত গো ছাগের মাংস ক্রয় করা হয়, মুসলমানের জবাহ করা মাংস হইতেও পারে , বা কাফেরের জবাহ করা মাংস হইতে পারে , (মুসলমানের জবাহ্ হইলে উক্ত জবাহ্ সিদ্ধ ভাবে হইতেও পারে বা অসিদ্ধ ভাবে ও হইতে পারে) কিন্তু উহা মুসলমাদের জবাহ্ অনুমান করিয়া ভক্ষন করা হয় , এ স্থলে কেয়াছের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করা হইল ।

ষষ্ঠ ; — কোন খাস্ লোককে ইমানদার বলা হইয়া থাকে , কিন্তু সেই লোকটি ইমানদার না হইতে ও পারে, তৎপর তাহাকে ইমানদার ধারনা করিয়া মৃতের সম্পত্তির অংশ দেওয়া হইয়া থাকে এবং তাহাকে মুসলমাদের কবর স্থানে দফন করা হইয়া থাকে , অতএব কেয়াছি কথার

উপর নির্ভর করিয়া উক্ত কার্য্যগুলি করা হয়।

মূল কথা এই যে, আকায়েদে কেয়াছ করা জায়েজ নহে, সেই হেতু এমামগণ উহাতে কেয়াছ করেন নাই ; কিন্তু ফরুয়াত মস্‌লায় কেয়াছ করা জায়েজ আছে এজন্য এমামগণ উহাতে কেয়াছ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়, এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ মনোক্তি মতানুসারে হাদিছকে ছহিহ্, হাছান জইফ, মস্‌হুর, গরিব, আজিজ, মোত্তাছেল, মোরছাল, মোয়াল্লাক, মোনকাতা, শাজ্জ, মোয়ানয়ান, মরফু, মওকুফ ও মক্‌তু ইত্যাদি নানা বিধ ভাগে বিভক্ত ও নানা বিধ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ছহিহ্ হাদিছ নির্ব্বাচন করিতে নানাবিধ অভিনব মত অবিস্কার করিয়াছেন। তাঁহারা নিজ নিজ মনোক্তি মতে একজন লোককে সত্যবাদি, একজনকেস্মৃতি - শক্তিহীন ও একজনকে অপরিচিত ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাঁহারা যাঁহাকে সত্যবাদী ধারনা করিয়া তাঁহার বর্নিত হাদিছ সমুহকে ছহিহ্ বলিয়াছেন, প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী ও হইতে পারে। তাঁহারা লোকের কথার উপর নির্ভর করিয়া একটি নির্দোষ লোককে মিথ্যাবাদী বলিয়া তাঁহার বর্নিত হাদিছ গুলি বাতীল ধারনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে লোকটি সত্যবাদী এবং হাদিছগুলি ছহিহ্ হইতেও পারে। তাঁহারা অন্য লোকের কথা বিশ্বাস করিয়া একটি স্মৃতি-শক্তি সম্পর্ন লোককে স্মৃতি- শক্তিহীন ধারনা করিয়া, উক্ত ব্যক্তির বর্নিত যাবতীয় ছহিহ্ হাদিছকে জইফ বলিতে পারেন। তাঁহারা একজন ধার্ম্মিক ও মেধাবি বিদ্বান কে না জানিতে পারিয়া অপরিচিত ধারনায় তাঁহার বর্নিত সমস্ত ছহিহ্ হাদিছ বাতিল বা জইফ বলিতে পারেন। একজন ধার্ম্মিক লোককে শত্রুদের হিংসা পূর্ন কথায় বেদয়াতি ধারনা করিয়া, তাঁহার বর্নিত সমস্ত ছহিহ্ হাদিছকে বাতীল সাব্যস্ত করিতে পারেন। একজন বেদয়াতি লোককে না জানা বশ্যত সাধু ও ধার্ম্মিক ভাবিয়া তাঁহার বাতিল কথাকে ছহিহ্ হাদিছ বলিয়া ধারনা করিতে পারেন ; কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, একটি ছহিহ্ হাদিছ স্মৃতিহীন বা বেদয়াতি লোক কর্ত্তৃক বর্নিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা তাহাকে বাতিল সাব্যস্ত করিলেন। একটি ভ্রান্তিমূলক কথা বা মনছুক হাদিছ ধার্ম্মিক

বা স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন লোককর্ত্তৃক বর্নিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহারা উহাকে ছহিহ্ ধারনা করিয়া লইলেন। হাদিছ লেখকগণ এইরূপ কাল্পনিক ও কেয়াছি মতের উপর নির্ভর করিয়া হাদিছ বিচার করিয়াছেন। আমরা যাবতীয় মোহম্মদি মৌলবী কে আহ্বান করিতেছি যে, মেহাদ্দেছ গণের কাল্পনিক প্রত্যেক কথার দলীল কোরআন ও হাদিছ হইতে দেখাইয়া ২৫ টাকা পুরস্কার লাভ করুন। আর যদি না পারেন, তবে মোহম্মদি মৌলবী এলাহি বখ্শ সাহেবের প্রস্তাবানুসারে মোহাদ্দেছগণের হা[illegible] তত্ত্ব সকল ছুরা ইউনোছের আয়ত মতে শরিয়ত -গ্রাহ্য হইবে কি না, তাহাই জিজ্ঞাস্য।

মোহাম্মদিদের তৃতীয় প্রশ্ন

মৌলবি এলাহি বখশ্ সাহেব দোর্রায় মোহাম্মাদীর ২৭—৩১ পৃষ্ঠা হজরতএবনে আব্বাস (রাঃ) ও এবনে ছিরিন হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইবলিছ প্রথমে কেয়াছ করিয়া কাফের হইয়াছিল, যে ব্যক্তি কেয়াছ করিবে, আল্লাহ তয়ালা তাহাকে ইবলিছের সঙ্গি করিবেন।

হানাফিদের উত্তর।

ফৎহোল বারী, ১৩শ খণ্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা ঃ—

و قال الكر مانى عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس و انه ليس مذموما و اما الباب الاضى المشعر بذم القياس و كراهته فطريق الجمع بينهما ان القياس على نوعين صحيح و هو المشتمل على جميع الشرائط و فاسد و هو يخالف ذلك فالمذموم هو الفاسد واما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مامور به انتهى

"আল্লামা কেরমানি বলিয়াছেন, এমাম বোখারি পুর্ব্বের অধ্যায়ে কেয়াছের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, কিন্তু এই অধ্যয়ে উহার জায়েজ হইবার। প্রমান প্রকাশ করিয়াছেন; ইহার কারণ এই যে, কেয়াছ দুই প্রকার, উহার সমস্ত শর্ত্ত যাহাতে পাওয়া যায়, তাহাকে ছহিহ্ কেয়াছ বলে; ইহা দূষিত নহে– বরং খোদা ও রসুল এইরূপ কেয়াছ করিতে আদেশ করিয়াছেন। আর যাহাতে উহার সমস্ত শর্ত্ত না পাওয়া যায়, তাহাকে ফাছেদ কেয়াছ বলে, ইহাই দূষিত।"

পাঠক, ইবলিছ ফছেদ কেয়াছ করিয়াছিল, সেই হেতু নিন্দনীয় হইয়াছে; কিন্তু এমামগণ ছহিহ্ কেয়াছ করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহারা ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কোর-আন--ছুরা বাকারে বর্ণিত আছে, "খোদাতায়ালা ফেরেশ্‌তাগণকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চই অমি জমিতে একজন খলিফা সৃজন করিব, (ইহাতে) তঁহারা বলিয়াছিলেন, তুমি কি জমিতে এরূপ লোককে সৃজন করিবে, যে উহাতে ফাছাদ ও রক্তপাত করিবে; আমরা তোমার তছবিহ্ পাঠ করিব, প্রশংসা করিব এবং পবিত্রতা প্রকাশ করিব।"

পাঠক, হজরত আদমের (আঃ) সৃষ্টির পূর্বে জ্বেন-দৈত্যগণ ভূতলে বিভ্রাট ও অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং রক্তপাত করিয়াছিল, সেই হেতু ফেরেশতাগণ উহাদের উপর কেয়াছ করিয়া মানুষকে ফাছাদ ও রক্তপাতের কারণ ধরনা করিয়াছিলেন। ফেরেশতাদের এই কেয়াছটি ছহিহ্ ছিল, সেই হেতু তাঁহারা ইবলিছেব ন্যায় অভিসম্পাতগ্রস্থ হন নাই।

তফছির মাদারেক, ৩৭৭ পৃষ্ঠা ঃ–

ইবলিছ বলিয়াছিল, আমি হজরত আদম হইতে শ্রেষ্ঠতর, কেননা আমি অগ্নি হইতে সৃষ্টি লাভ করিয়াছি, আর হজরত আদম মৃত্তিকা হইতেসৃজিত হইয়াছেন। ইহা ইবলিছের ফাছেদ কেয়াছ, কেন না মৃত্তিকায় গম্ভীরতা আছে, সেই হেতু মানুষের মধ্যেও নম্রতা, ধৈর্য্য,লজ্জাশীলতা আছে, আর মানুষ অনুতাপ পরিতাপ করে অগ্নিতে তিক্ততা ও উগ্রতা আছে,সেই হেতু অহংকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মৃত্তিকা আশ্রয় দান করে, তরুলতার সৃষ্টিসাধন করে এবং গচ্ছিত রক্ষ করে, অগ্নি ধংস সাধন করে, ক্ষয় ও নাশ করে মৃত্তিকা অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে, কিন্তু অগ্নি উহাকে ধ্বংস করিতে পরে না। ইবলিছ মৃত্তিকার গুণরাশি স্মরণ না করায় নিজেকে শ্রেষ্টতর ধরণা করিয়াছিল, ইহা তাহার বতিল কেয়াছ।"

পাঠক, কোরানোক্ত দুইটি ঘটনায় স্পষ্ট প্রতিয়মান হইল যে, ছহিহ্ কেয়াছ অসিদ্ধ নহে, বরং বাতীল কেয়াছ অসিদ্ধ। আরও ইবলিছ প্রথম কেয়াছ করিয়াছিল, ইহা ভ্রমাত্মক কথা, বরং ফেরেশ্‌তাগন প্রথমে কেয়াছ

করিয়াছিলেন। আরও হজরত এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথাটি কোরআণ বা হাদিছ নহে, উহাও কেয়াছি মত; মোহাম্মাদিগণ উক্ত মত মান্য করিলে, কেয়াছ মান্য করিতে বাধ্য হইলেন; ইহাতে তাহারা ইবলিসের সঙ্গি হইবেন কি না?

দ্বিতীয়— এই পুস্তকে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবিয়ে করিম (ছাঃ) ছাহাবাগণ, তবেয়ীগণ ও মোহাদ্দেছগণ বহু স্থলে কেয়াছ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে মোহাম্মাদিগণ তাঁহাদিগকে কাফের ও ইবলিছের সঙ্গি করিবেন কি না?

তৃতীয়—এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে যে, খোদা ও রসুল এমাম মোজতাহেদগণকে কেয়াছ করিতে আদেশ করিয়াছেন কিন্তু মোহাম্মাদিগণ লোকের কথায় কোরআন ও হাদিছের উক্ত হুকুম অমান্য করিলেন। কোর-আন ও হাদিছে নিরক্ষর লোকদিগকে এমাম মোজতাহেদগণের অনুসরণ করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু মোহাম্মাদিগণ তাহাদের নেতাদের কেয়াছি মতে উক্ত হুকুম অমান্য করিয়াছেন। কোর-আন ও হাদিছে বড় দল মুসলমাদের পয়রবী করিতেও মক্কা ও মদীনাবাসিদের পথকে সত্য পথ জানিতে হুকুম হইয়াছে। কিন্তু মোম্মাদিগণ বাতিল কেয়াছ করিয়া উহা অমান্য করিলেন। এক্ষণে তাঁহারা ইবলিসের সঙ্গি হইবেন কি না?

চতুর্থ—মোহাদ্দেছগণ ছহিহ্ হাদিছ নির্বাচন করিতে যে সমস্ত কেয়াছি মত প্রচার করিয়াছেন, কোর-আন ও হাদিছে উহার প্রমান নাই, মোহাম্মদিগণ তৎসমুদয় মান্য করিয়া লইয়াছেন। মোরছাল হাদিছ অধিকাংশ বিদ্বানের নিকট ছহিহ্, কিন্তু ছেহাহ্ লেখকগণ এই রূপ সহস্রাধিক হাদিছ রদ করিয়াছেন। এমাম মোছলেম ও বহু সংখ্যক বিদ্বান যে মোয়ানয়ান হাদিছগুলিকে ছহিহ্ বলিয়াছেন, এমাম বোখারি তৎ সমুদয়কে রদ করিয়াছেন। মোম্মাদিগণ উক্ত কেয়াছি মতগুলি মান্য করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে মোহাদ্দেছগণ ও মোহাম্মাদিগণ ইহাদের নিজেদের প্রস্তাবানুসারে কফের ও ইবলিছের সঙ্গি হইবেন কি না?

পঞ্চম—খোদা ও রসুল মৌলবী এফাজদ্দিন, মৌলবী বাবর আলি, মৌলবী আব্বাছ আলি, মৌলবী এলাহি বখ্শ ও মৌলবী রহিমদ্দিন প্রভিতি ছাহেবদিগের ফৎওয়াগুলি ছহিহ্ হইবার কথা প্রকাশ করেন নাই, আর

দুই খণ্ড মাছায়েলে জরুরিয়ার মস্‌লা গুলিকে ছহিহ্ বলিয়া প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু মোহাম্মাদিগণ তাঁহাদের ফৎওয়াগুলি ও উক্ত দুই খণ্ড কেতাব অকাট্ট ছহিহ্ ধারনায় মান্য করিয়া থকেন, ইহা তহাদের কেয়াছি মত, এই কেয়াছি মত গ্রহণের জন্য তাহারা নিচেদের প্রস্তাবানুসারে কফের ও ইবলিছের সঙ্গি হইবেন কি না?

ষষ্ঠ—ছহিহ্ হাদিছে প্রমাণিত হইয়াছে যে, জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) কাবা শরিফ ৭বার তওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করিতে তিন বার আস্তে আস্তে দৌড়িতেন; ছাহাবাগণ উক্ত দৌড়নকে ছুন্নাত বলিতেন; কিন্তু হজরত এবনে আব্বাস (রাঃ) নিজ কেয়াছে উহা মোবাহ বলিয়াছেন। কোর-আন ও হাদিছের সনদকে দ্বীন বলিয়া প্রকাশ করা হয় নাই, কিন্তু এবনে ছিরিন নিজ কেয়াছে উহাকে দ্বীন বলিয়াছেন। মোহাম্মাদী মৌলবী এলাহী বখশ্ সাহেব উক্ত হজরত এবনে আব্বাস ও এবনে ছিরিন হইতে কেয়াছের দোষারোপ বর্ণনা করিয়াছেন, এক্ষণে কেয়াছ করায় তাহাদিগকে কি বলিবেন?

সপ্তম—ছহিহ্ মোছলেম ও তেরমেজিতে বর্ণিত আছে ঃ—

اَيُّمَا اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ

"জনাব হজরত নবী করীম (ছঃ) বলিয়াছেন যে, কোন চৰ্ম্ম মসল্লা দ্বারা পরিস্কৃত হয় উহা পাক হইবে" এই হাদিছের মর্ম্মানুসারে কেয়াছ অমান্য কারী দাউদ ও নবাব ছিদ্দক হাছান সাহেব বলিয়াছেন যে, শুকর ও কুকুরের পরিস্কৃত চৰ্ম্ম সকল পাক হইবে। আর মৌলবী আব্বাছ আলি সাহেব মাছায়েলে জরুরিয়ায় এই হাদিছটির মর্ম্মে নিজ কেয়াছে লিখিয়াছেন " অর্থাৎ গো., ছাগ, প্রভৃতি হালাল জন্তুর চৰ্ম্ম পাক হইবে" । এক্ষনে মোহাম্মদিগণ যদি উপরোক্ত কেয়াছি মত অমান্য করেন, তবে শুকর ও কুকুরের পরিস্কৃত চামড়াকে পাক বলিতে বাধ্য হইবেন । আর যদি উহা মান্য করেন, তবে তাহাদের নিজেদের প্রস্তাবানুসারে কাফের ও ইব্‌লিছের সঙ্গী হইবেন কি না ?

কাজী শওকা নী ও মৌলবী ছিদ্দিক হাছান সাহেব বলিয়াছেন যে

মদ , তরল রক্ত ও মৃত জীব পাক ; কেন না উক্ত বস্তুগুলির নাপাক হইবার প্রমান কোর-আন ও হাদিছে নাই। এমামগন কেয়াছ করিয়া তৎসমস্তকে নাপাক বলিয়াছেন । কাজী শওকানী ও মৌলবী ছিদ্দিক হাছান বলিয়াছেন যে, ভাল্লুক , বানর ও কুকুরের মল মূত্রের নাপাক হইবার প্রমান কোর-আন ও হাদিছে নাই , কাজেই উহা পাক ; কিন্তু এমামগন কেয়াছ করিয়া উক্ত মল মূত্রনাপাক বলিয়াছেন । ধান্য পাট ও কলায়ের সুদ (বাড়ী) কোর-আন ও হাদিছে হারাম হয় নাই , সেই হেতু নবাব ছিদ্দক হাছান সাহেব উহা হালাল বলিয়াছেন । কিন্তু এমামগণ কেয়াছ করিয়া উহা হারাম বলিয়াছেন এক্ষনে যদি মোহাম্মদিগণ কেয়াছ অমান্য করেন , তবে মদ, তরল রক্ত পাক বানর ও কুকুরের মল মুত্র পাক এবং ধান্য পাটের সুদ হালাল বলিতে বাধ্য হইবেন ; আর যদি উহা মান্য করেন , তবে ইব্‌লিছের সঙ্গী হইবেন কি না ?

মোহাম্মাদিদের ৪র্থ প্রশ্ন

মৌলবী এলাহি বখ্‌শ সাহেব দোর্রার ২৮/ ২৯ /৩০ পৃষ্ঠয় লিখিয়াছেন যে, হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছেন , কেয়াছ দীন হইতে পারে না । এমাম শায়াবি বলিয়াছেন যে, কেয়াছ করিলে হালাল কে হারাম ও হারাম কে হালাল করা হইবে । কেয়াছি ব্যবস্থাকে পায়খানায় ফেলিয়া দাও । মৌলবী সাহেব আর ও লিখিয়াছেন , কেয়াছ করা এবং উহার পয়রবি করা হারাম।

হানাফিদের উত্তর

ছহিহ্ মোছলেমে বর্নিত আছে ; এক ব্যক্তির উপর ব্যাভিচারের অপবাদ হইয়াছিল , এইজন্য জনাব হজরত নবী করীম (ছঃ) হজরত আলি (রাঃ) কে তাঁহার শিরোচ্ছেদন করিতে পাঠাইয়া ছিলেন ; হজ রত আলি (রাঃ) দেখিলেন যে, তাহার পুরুষাঙ্গ নাই, ইহাতে তিনি তাহার প্রানবধ করেন নাই; হুজুর হজরত আলির (রাঃ) এই কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

পাঠক, এস্থলে উক্ত ছহাবা কেয়াছ করিয়া হাদিছ ত্যাগ করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার ছহিহ্ কেয়াছ ছিল।

মিছরি ছাপার ছহিহ্ বোখারি, ১ম খণ্ড ১২৬ পৃষ্ঠা ঃ— জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) এক রাত্রি হজরত আলি (রাঃ) ও হজরত ফাতিমার (রাঃ)

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা কি জন্য তাহাজ্জত পড়িতেছ না? তদুত্তরে হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছিলেন, আমাদের আত্মা খোদার আয়াত্তাধীনে আছে, তিনি যখন জাগাইয়া দেন, তখন আমরা জাগ্রত হইব।

পাঠক, হজরত আলি (রাঃ) জনাব হজরত নবি করিম (ছঃ) এর হুকুম শুনিয়াও কেয়াছি উত্তর দিয়াছিলেন, কিন্তু কেয়াছটি ছহিহ্ ছিল। ইহাতে প্রমানিত হয় যে, হজরত আলি (রাঃ) বাতিল কেয়াছের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, ছহিহ্ কেয়াছের নিন্দাবাদ করেন নাই।

২য়— আরববাসীগণ কোর-আন ও হাদিছ বুঝিতে আরবি অভিধান ও ব্যাকরণ আবশ্যক জানিতেন না; কিন্তু পারস্য, তুরস্ক, আফ্‌গানিস্থান প্রভৃতি দেশ ও বঙ্গবাসীদের জন্য উহা শিক্ষা করা ওয়াজিব হইয়াছে। এই ওয়াজিব হইবার মত কোর-আন ও হাদিছে নাই, বরং ইহা কেয়াছি মত। মোহাম্মাদিগণ যদি ইহাকে দ্বীন না বলেন,তবে কোর-আন ও হাদিছ বুঝিতে না পারিয়া গোমরাহ্ হইবেন। আর যদি উহাকে দ্বীন বলেন, তবে তাদের মত খণ্ডন হইয়া যাইবে। ত্রিশ রাত্রে তারাবিহ্ পাঠ হজরত ওমরের (রাঃ) কেয়াছে প্রচলিত হইয়াছে এবং জোমার দুই আজান হজরত উছমানের (রাঃ) কেয়াছে স্থাপিত হইয়াছে; এক্ষণে যদি মোহাম্মাদিগণ উহা দ্বীন বলিয়া স্বীকার না করেন, তবে তাঁহারা ত্রিশ রাত্রে তারাবিহ্ পড়িয়া ও জোমার দুই আজান দিয়া বেদীনি (কাফেরী) কার্য্য করি...ছেন কিনা? আর যদি দ্বীন বলিয়া স্বীকার করেন,তবে অন্যান্য কেয়াছি মস্‌লাগুলি কি জন্য দীন হইবে না?

৩য়— ফৎহোল বারি, ১৩শ খণ্ড, ২২৪/২২৫ পৃষ্ঠা ঃ—

وعمر هو الذى كتاب الى شيح انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسال عنه احدا فان لم يتبين لك من كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله ﷺ ومالم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رائك هذه رواية سيار عن الشعبى وفى رواية الشيبانى عى الشعبى (الى) فيما قضى به الصالحون

এমাম শায়াবি বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত ওমর (রাঃ) কাজী শোরায়হের নিকট লিখিয়াছিলেন, প্রথমে কোনও মসলা কোর-আন শরিফে পাইলে, অন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিও না। আর উহাতে না পাইলে হাদিছের অনুসরণ কর। আর উহাতে নাপাইলে,নিজমতে কেয়াছ কর। এমাম শায়াবী আরও উক্ত খলিফা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাদিছের পরে মুসলমানদের এজমা মান্য কর অভাবে কেয়াছ করিতে পার।

পাঠক, ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এমাম শায়াবী বাতিল কেয়াছের নিন্দাবাদ করিয়াছেন এবং ছহিহ্ কেয়াছের অনুমোদন করিয়াছেন।

৪র্থ মিছরি ছাপার ছহিহ্ বোখরি, ৩য় খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা ঃ—

و قال الشعبى لو ان اهلى الكوا الضفادع لاطعمتهم

এমাম বোখারি এমাম শায়াবি হইতে বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদি আমার গৃহবাসীগণ বেঙ ভক্ষন করিতেন, তবে আমি তাহাদিগকে উহা ভক্ষণ করাইতাম।

মোহাম্মাদিদের ফেকাহ মোহাম্মাদির ৫ম খণ্ডে (১২১/১২৩ পৃষ্ঠায়) লিখিত আছে যে, "কোর-আন শরিফের আয়াত হইতে ব্যাঙ হারাম হওয়া সাব্যস্ত হয়।" এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, এমাম বোখারি ও এমাম শায়াবীর উক্ত কেয়াছি মতটি পায়খানায় ফেলিয়া দিতে হইবে কি না? উক্ত এমামদ্বয় হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল বলিয়াছেন কি না? এমাম বোখারি বলিয়াছেন, দুই বৎসরের অধিক বয়সের শিশুকে কোন অন্য স্ত্রীলোক দুগ্ধ পান করাইলে, ঐ লোকটি উহার পক্ষে হারাম হইবে না। কাজী শওকানী ও মোহাম্মাদী মৌলবী ছিদ্দিক হাছান ছাহেব বলিয়াছেন, যে যুবকের দাড়ি উঠিয়াছে,অন্য স্ত্রীলোক তহাকেদুগ্ধ পান করাইলে, সেই স্ত্রীলোক তাহার পক্ষে হারাম হইবে। এমাম বোখারি বলিয়াছেন , এক সময়ে তিন তালাক দিলে তিন তালাক হইবে, কিন্তু মোহম্মাদিগণের মতে উহাতে এক তালাক হইবে। এক্ষণে কোন্ পক্ষ হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করিলেন? এবং কোন পক্ষের কেয়াছি মত পায়খানায় নিক্ষেপ করিতে হইবে?

৫ম—শত্রুগণ অন্যায় ভাবে এমাম আজম (রঃ) কে মরজিয়া,

ইসলামের অনিষ্টকারী, হতভাগ্য, জইফ, কেয়াছ কারী এবং ১৭ হাদিছের আলেম বলিয়া প্রচার করিয়া থকেন, ইহা কোর-আন ও হাদিছ নহে; বরং বাতিল কেয়াছ। তাহাদের এই কেয়াছগুলি পায়খানায় নিক্ষেপ করা আবশ্যক।

৬ষ্ঠ—ছহিহ্ বোখারি ও মোসলেমে বর্ণিত আছে ঃ—

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, যতক্ষণ না কেহ বায়ুর কোন শব্দ বা গন্ধ পায়, ততক্ষণ যেন (নামাজ ত্যাগ করিয়া) মছজিদ হইতে বাহির না হয়।"

পাঠক, এই হাদিছের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে বুঝা যায় যে, কাহারও বায়ু নির্গত হইলে, যদি উহার গন্ধ বা শব্দ না পাওয়া যায়,তবে উহাতে অজু নষ্ট হইবে না, কিন্তু এমাম নবাবী বলিয়াছেন, বায়ু নির্গত হইবার বিশ্বাস হইলে উহার শব্দ বা গন্ধ পাওয়া যাউক বা না যাউক, অজু ভঙ্গ হইবে, ইহা কেয়াছি ব্যবস্থা। মোহাম্মাদিগণ যদি এই কেয়াছ মান্যকরেন, তবে হারাম করিলেন; আর যদি অমান্য করেন, তবে বিনা অজুতে নামাজ পড়িয়া হারাম করিলেন।

ছহিহ্ বোখারিতে বর্ণিত আছে ঃ—

"জনাব হজরত নবি করিম (ছাঃ) বলিয়াছেন, দাঁড়াইয়া নামাজ পড়া অতি উত্তম, আর বসিয়া নামাজ পড়িলে অর্দ্ধেক ফল হয়।"

পাঠক, এই হাদিছের স্পস্ট মর্ম্মনুসারে বুঝা যায় যে, ফরজ নামাজ বিনা কারণে বসিয়া পড়া জায়েজ হইবে, কিন্তু এমামগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, উহা নফল নামাজের ব্যবস্থা; ফরজ নামাজের ব্যবস্থা নহে।

মোম্মাদিগণ যদি এই কেয়াছ মান্য করেন, তবে নিজ মতানুসারে হারাম কার্য্য করিলেন, আর যদি উহা অমান্য করেন, তবে ফরজ নামাজ বসিয়া পড়িতে ফৎওয়া দিয়া জগতের লোকের নামাজ নষ্ট করিবেন।

মোহাম্মাদিদের পঞ্চম প্রশ্ন

মুন্‌শী জমিরদ্দিন সহেব ছেরাজোল ইসলামে ৯৮/৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, খোদা ও রসুল ভিন্ন কাহাকেও হাকেম স্থির করা

জায়েজ নহে। খোদাতায়ালা রায় করিয়া মস্‌লা প্রকাশ করিতে হুকুম দেন নাই।

হানাফিদের উত্তর

এমামগণ কোরআণ ও হাদিছের স্পষ্টাংশ হইতে, আর অস্পষ্টাংশ (এজমা ও কেয়াছ) হইতে মস্‌লা প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব তঁহারা খোদা ও তার রসুলের হুকুমের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; এক্ষেত্রে তাঁহাদের ফৎওয়া মান্য করিলে খোদা ও রসুলকেই হাকিম স্থির করা হইবে। মোম্মাদিগণ মোহাদ্দেছগণের বহু সহস্র কেয়াছি মত মান্য করিয়া থাকেন, ইহাতে তাঁহারা তাঁহাদিগকে হাকিম স্থির করতঃ গোমরাহ্ হইবেন কি না? এমাম বোখারি, মোছলেম প্রভৃতি বিদ্বানগণ নিজ নিজ কল্পিত মতানুসারে বিভিন্ন প্রকার কেয়াছি শর্ত্ত আবিস্কার করিয়া হাদিছকে ছহিহ্, হাছান, জইফ্ মোরছাল, মোয়াল্লাক মোনকাতা, মোনকার ও সাজ ইত্যাদি বলিয়া ছহিহ হদিছকে বাতীল এবং বাতীল কথাকে ছহিহ্ স্থির করিয়াছেন, মোহাম্মাদিগণ অবাধে তৎসমুদয় মান্য করিয়া লইতেছেন, খোদাতায়ালা এইরূপ রায় করিয়া শরিয়ত প্রস্তুত করিতে বলেন নাই, কাজেই তাঁহারা গোমরাহ হইবেন কি না?

কোরআণ ঃ-- اعملوا ماشئتم "তোমরা যাহা ইচ্ছা হয় আমল কর।"

কোরআণ ঃ-

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"যে ব্যক্তি চাহে, ইমান আনুক, আর যে ব্যক্তি চাহে কাফের হউক।"

উক্ত আয়াতদ্বয়ের স্পষ্ট মর্ম্মানুসারে পাপ ও কাফেরী করা জায়েজ বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এমামগণ কেয়াছ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত দুইটী আয়ত তাড়না ভাবে কথিত হইয়াছে , উহাতে পাপ ও কাফেরী কার্য্য করা জায়েজ সাব্যস্ত হয়না । এক্ষেত্রে মোহাম্মাদিগণ যদি এমাম গণের কেয়াছি মত গ্রহণ করেন, তবে তাঁহারা তাঁহাদিগকে হাকিম স্থির করিয়া নিজেদের মতানুসারে কাফের হইলেন। আর যদি উহা গ্রহণ না

করেন, তবে পাপ ও কাফেরি কার্য্য করিয়া জাহান্নামী হইলেন। পাঠক, এই প্রশ্নের উত্তরে বোরহানোল-মোকাল্লেদীনের উপসংহারে বিদ্বান্‌গণের মন্তব্য বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মিজান সায়ারানি ৫১ পৃঃ।

এমাম আজম 'আবুহানিফা' (রঃ) কোর-আন ও হাদিছের বিপরীত কোনই কেয়াছ করেন নাই, কিন্তু যে হিংসুকগণ তাঁহার প্রতি ঐরূপ দোষারোপ করেন, কেয়ামতের (প্রলয়) দিবসে তাহারা কিরূপে তাঁহার সাক্ষাতে মুখ দেখাইবেন। যাহার মনে ইমনের নূর (জ্যোতিঃ) আছে। সে কখন কোন ইমামের প্রতি এরূপ অপবাদ করিতে সাহসী হইবে না।

মিজান সায়ারানি, ৫৬ পৃঃ

ইমাম অব্দুল ওহ্হাব সায়ারানি বলিয়াছেন, আমি যে সময় ''আদেল্লাতোল মাজাহেব'' গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলাম সেই সময় খোদাতায়ালার অনুগ্রহে ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ও তাহার শিষ্য আবু ইউছোফ, মোহম্মদ ও জোফার (রঃ) প্রভৃতি ইমাম গণের সমস্ত মসলা তন্ন তন্ন ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, তাহাদের প্রত্যেক মসলার প্রমাণ কোর-আন, সহিহ্ ও হাসান হাদিস, সাহাবাদিগের মত ও ক্রিয়া কলাপ অথবা কোর-আন ও হাদিছের নিগূঢ় মর্ম্ম ও সহিহ্ কেয়াছ হইতে বহিস্কৃত হইয়াছে। যদি কেহ ইহা বিলক্ষণ রূপ অবগত হইতে চাহেন, তবে তাহার পক্ষে আমার উক্ত কেতাব পাঠ করা আবশ্যক।

ফয়জুল হারামায়েন, ৪৮ পৃষ্ঠা।

শাহ্ ওলিউল্লাহ (রঃ) মরহুম বলিয়াছেন, (জনাব হজরত) নবি করিম (ছঃ) আমাকে 'মোশাহাদা' মধ্যে অবগত করানইয়াছে যে, হানাফী মজহাবে এমাম অবুহানিফা (রঃ) ও তাহার দুই শিষ্যের ফৎওয়া গ্রাহ্য মসলাগুলি (স্থির সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা) অতি উৎকৃষ্ট ও পবিত্র পথ। এমাম বোখারী, এমাম মোসলেম, এমাম আবুদাউদ, এমাম তেরমেজী ও ইমাম নাছায়ী প্রভৃতি বিদ্বানগণের সংগৃহিত হাদিছ অনুসারে এই হানাফী মজহাব গঠিত হইয়াছে, (অতএব ইহাতে হাদিছের বিপরীত ভাব কিছুই নাই)।

আরও ৬২ পৃঃ—

অতঃপর নবি করিম উক্ত শাহ্ অলিউল্লাহ মরহুমকে ''মোশাহাদা''

মধ্যে কতক নমুনা প্রকাশ করিলেন যে, হানাফি ফেকার মসলাগুলি কিরূপে হাদিছের সহিত পরস্পর ঐক্য রহিয়াছে, ইমাম আজম ও তাহার দুই শিষ্যের মত গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাদের সাধারণ হুকুম গুলি খাস করা হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের তত্ত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেক হাদিছের যুক্তি সঙ্গত (স্পষ্ট) মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে, কোন স্থলে অযথা মর্ম্ম গ্রহণ করা হয় নাই; বিভিন্ন প্রকারের দুই হাদিছের মধ্যে একটি ত্যাগ করিয়া অপরটিকে গ্রহণ করা হয় নাই, বরং উভয় হাদিছের এরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করা হইয়াছে, যাহাতে উভয়কে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং কোন লোকের কথায় সহিহ্ হাদিছ ত্যাগ করা হয়নাই ; এই হানাফী মজহাবকে স্পর্শমণি তুল্য জানিতে হইবে।

মিজান শায়রানি ৬৫ পৃঃ।

এমাম সায়রানি বলিতেছেন,—

হে মুসলিম সম্প্রদায়! সাবধান! শত্রুদের ন্যায় অজ্ঞানতা বশতঃ তোমরা ইমামগণের প্রতি দোষারোপ করিওনা, ঐ রূপ করিলে ইহকালে হতভাগ্য এবং পরকালে পাপ গ্রস্থ হইবে; কেননা ইমামে আজম সম্পূর্ণরূপে কোর-আন ও হাদিছ পালন করিতেন এবং কেয়াছ করিয়া শরিয়তের বিপরীত মত প্রকাশ করেন নাই। যে ব্যক্তি তাহার মজহাব অনুসন্ধান করিবেন , তিনি নিশ্চয় দেখিবেন যে, সমস্ত মজহাব অপেক্ষা তাহার মজহাব উত্তম। যে ব্যক্তি এই কথা অস্বীকার করিবে, সে অতি নির্বোধ ও হিংসুক।

আরও ঐ পৃঃ—

যে কোন হিংসুক লোক এমাম আজমকে রায় ও কেয়াছকারী বলিয়া তাহার প্রতি অপবাদ দিয়া থাকে। উহা অগ্রাহ্য কথা, ইহা বিচক্ষণ বিদ্যানগণের মতে ক্ষীপ্ত লোকের প্রলাপোক্তি (বেহুদা কথা) ভিন্ন আর কিছুই নহে; যদি এই শ্রেণীর লোক এমাম গণের দলীলের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিতেন, তবে এমাম আজমকে অন্যান্য এমাম হইতে প্রধান ও অগ্রগণ্য জানিতেন।

সমাপ্ত